পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 238 Sunday, 28 July, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ২৩৮ সংখ্যা ✱ ১২ শ্রাবণ ১৪৩১, রবিবার, ২৮ জুলাই, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

‘কথা বলছিলাম, মাইক বন্ধ করে দিল’

নীতি আয়োগের বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এলেন অপমানিত মমতা

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভাপতিত্বে শনিবার নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াক আউট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৈঠক শেষ হওয়ার আগেই বেরিয়ে এসে তিনি বলেন, ''আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। মাইক বন্ধ করে আমাকে অপমান করা হয়েছে।'' বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র সাত জন মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় বাজেটে বঞ্চনার অভিযোগ তুলে বৈঠক বয়কট করলেও বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবার সকালে রাইসিনায় হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু কিছু ক্ষণের মধ্যেই বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে রাষ্ট্রপতি ভবনের বাইরে তিনি বলেন, ''অন্য কয়েক জনকে ২০ মিনিটের বেশি বলার সুযোগ দেওয়া হলেও আমাকে পাঁচ মিনিটও বলতে দেওয়া হয়নি। তার আগেই মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই বঞ্চনার প্রতিবাদে আমি বৈঠক ছেড়ে চলে এসেছি।'' অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ২০ মিনিট বলা সুযোগ পেয়েছেন বলে জানান মমতা। তাঁর দাবি, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণুদেও সাইও বলায় যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর মাইক বন্ধের ঘটনাকে সরাসরি 'অপমান' বলেও চিহ্নিত করেছেন মমতা। তিনি বলেন, ''বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র আমিই বৈঠকে হাজির ছিলাম। কিন্তু বলতে দেওয়া হল না। আমি আরও কিছু বলতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই মাইক বন্ধ করে অপমান করা হল।'' নীতি আয়োগের বৈঠকে তাঁর অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন জানিয়ে মমতা বলেন, ''আমি

নীতি আয়োগের বৈঠক
যা যা বললেন মমতা

- আমি বৈঠক বয়কট করেছি।
- চন্দ্রবাবুকে ২০ মিনিট বলতে দেওয়া হয়, বাকিরাও ১০-১২ মিনিট করে পান, আমাকে পাঁচ মিনিটে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে।
- বিভিন্ন আঞ্চলিক স্বার্থকে তুলে ধরতে আমি এখানে এসেছিলাম। রাজ্য শক্তিশালী হলেই কেন্দ্রের শক্তি বাড়বে।
- বাজেটে বাংলা-সহ অনেক রাজ্যকে বঞ্চনা করা হয়েছে।
- গত তিন বছর ধরে বাংলাকে ১০০ দিনের কাজের টাকা দেওয়া হয়নি।
- আমি বিরোধীদের পক্ষ থেকে এখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করতে এসেছিলাম। কেন্দ্র তা চায় না।
- নীতি আয়োগের অর্থনৈতিক ক্ষমতা নেই। তা দেওয়া হোক, অথবা প্ল্যানিং কমিশন ফেরানো হোক।

বলেছি আপনাদের (কেন্দ্রীয় সরকার) কোনও রাজ্য সরকারের প্রতি বৈষম্য করা উচিত নয়। আমি কথা বলতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমাকে মাত্র ৫ মিনিট কথা বলতে দেওয়া হয়েছিল। আমার আগে লোকেরা ১০-২০ মিনিট কথা বলেছিলেন। বিরোধী দল থেকে আমিই একমাত্র অংশগ্রহণ করেছিলাম। তবুও আমাকে কথা বলতে দেওয়া হয়নি। এটা অপমানজনক।'' মমতা জানিয়েছেন, এর পরে নীতি আয়োগের আর কোনও বৈঠকে তিনি থাকবেন না। অতীতে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি একাধিক বার লোকসভায় তাঁর মাইক বন্ধের অভিযোগ তুলেছেন। এ বার অঙ্গরাজ্যগুলির

মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকেও নরেন্দ্র মোদি সরকারের বিরুদ্ধে মাইক বন্ধ করে বিরোধীদের 'কণ্ঠরোধ'-এর অভিযোগ উঠল। শনিবার দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে এই বৈঠক নিয়ে একের পর এক বোমা ফাটান মমতা। তিনি বলেন, বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁর মুখ আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এদিন আরও একবার তিস্তার জলবণ্টন, ফরাক্কার ড্রেজিং নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি। বলেন, ''আমি বয়কট করে ঠিক করেছি, বাংলার মানুষের সম্মান মাথানত করতে দিইনি। বাংলার বঞ্চনা মানছি না মানব না।'' মমতা বলেন, ''আমি ইন্দো-ভুটান রিভার কমিশন করার কথা বলেছি অন রেকর্ড। কারণ ভুটানের যে চল আসে তাতে আমাদের উত্তরবঙ্গ বিশেষ করে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ডুবে যায় প্রতি বছর। আমার রিটেন স্পিচে এগুলি দেওয়া আছে। তুমি কোনও দেশকে কী দেবে না দেবে সেটা তাদের ব্যাপার। এ নিয়ে আমি কোনও কথা বলছি না। কিন্তু স্টেট যখন স্টেক হোল্ডার তাদের সঙ্গে আলোচনা করবে না? তুমি বাংলাদেশকে দিয়ে দিলে আমার আপত্তি নেই। বাংলাদেশ আমাদের বন্ধু রাষ্ট্র। অনেকে এটাকে মিসলিড করছে। আমরা বলেছি, এখানে তিনটে পার্টি একটা ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ, আর স্টেক হোল্ডার বেঙ্গল। অথচ আমাদের জিজ্ঞাসা করলে না? তিস্তার জল চলে গেলে তো পানীয় জল পাবে না উত্তরবঙ্গ। এদিন আরও একবার মমতা বলেন, ''ফরাক্কা চুক্তি পুনর্নবীকরণ করলেও তাঁদের জানানো হয়নি।'' তিনি বলেন, ''ফরাক্কা যখন দেবগৌড়াজীর সময় প্রথম হয় ৭০০ কোটি টাকার প্রজেক্ট বাংলাকে দেওয়ার কথা ছিল এই চুক্তির বদলে। কারণ মালদহ-মুর্শিদাবাদে যে নদী ভাঙন হয় তা থামানো যায় তার কাজের জন্য। ফরাক্কা তো শুকিয়ে গিয়েছে ড্রেজিং পর্যন্ত হয় না। ডিভিসিতে ড্রেজিং হয়নি ১২ ১৪ বছর। ফলে অল্প বৃষ্টিতে ভেসে বর্ধমান, বাঁকুড়া, হাওড়া, হুগলি, বীরভূমে জল চলে আসছে। কলকাতা পোর্টটাকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে। ড্রেজিংই করে না। এই কথাগুলো বলতে যাওয়াটা অপরাধ? বিরোধী থেকে আমি একা গিয়েছি। ওদের উচিত ছিল আমাকে আধঘণ্টা অ্যালাও করা। বারবার বেল টিপছ মানে তো স্টপ করতেই বলছ। কারও বেলা তো বেল টেপোনি। আমি এত সিনিয়র পলিটিশিয়ান। এতবার ইলেকটেড মেম্বার। বিরোধীদের মধ্যে একমাত্র গিয়েছি। কোথায় ক্রেডিট দেওয়া উচিত ছিল। তা নয় বেল টিপছে বারবার।''

মমতার পাশে 'ইন্ডিয়া', নীতি আয়োগ বৈঠকের ইস্যুতে বিজেপির কড়া নিন্দায় জয়রামরা

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ তাঁকে বলতেই দেওয়া হয়নি! এই অভিযোগ করেই শনিবার দিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই ঘটনার পরই সরগরম জাতীয় রাজনীতি। পারতপক্ষে বিষয়টি আবার 'ইন্ডিয়া' বনাম বিজেপি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ বিজেপি বিরোধী জোটের একাধিক নেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট দাবি, তিনি ৫ মিনিট বলতে না বলতেই বারবার বেল বাজানো হয়। যদিও অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু ২০ মিনিট ধরে তাঁর কথা বলেছেন। মমতার এই অভিযোগ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই তোলপাড় শুরু হয়েছে দেশজুড়ে। কেন্দ্রের তরফে

ইতিমধ্যেই অবশ্য মমতার সব অভিযোগ খণ্ডন করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিরোধী জোট শিবির এত সহজে বিষয়টি ছেড়ে দিচ্ছে না। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের বক্তব্য, ''নীতি আয়োগ আসলে নন-বায়োলজিক্যাল প্রধানমন্ত্রীর হয়ে ঢাক বাজাতে ব্যস্ত। তাঁদের নিরপেক্ষ, সতন্ত্র এবং স্বাধীন হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁরা বর্তমানে এই বিজেপি সরকারের ইশারাতেই কাজ করে। আসলে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের একটি শাখায় পরিণত হয়েছে নীতি আয়োগ।'' জয়রাম এটাও স্পষ্ট করে দেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যে আচরণ করা হয়েছে তা কোনও ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এটা অপমান ছাড়া আর কিছু নয়। একই সুরে কেন্দ্রীয় সরকার, নীতি আয়োগকে বিঁধেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাজীব শুক্লাও। তাঁর কথায়, ''একটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে দেওয়া হচ্ছে না, এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যা হয়েছে তা একদমই উচিত নয়। নীতি আয়োগের এই বিষয়টি নিয়ে ভাবা দরকার।''

নীতি আয়োগের বৈঠকে কী করবেন সব আগে থেকে মমতা ঠিক করে রেখেছিলেন অধীর

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৭ জুলাইঃ নীতি আয়োগের বৈঠক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ যে তিনি বলছিলেন সেই সময় মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। আর মমতার এই দাবি নিয়ে মুখ খুললেন কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী। সংবাদ সংস্থা এএনআইয়ের কাছে অধীর বলেন, ''নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলছেন তা পুরো মিথ্যে কথা। কারণ রাজ্যের কাউকে কিছুকে বলার সুযোগ দেবেন না এটা কেমন যেন তাজ্জব লাগছে। অপর কথা হল ওখানে কী কী হবে তা সব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন মমতা। তিনি গেলেন, বললেন আর এরপর বেরিয়ে গেলেন আর বললেন আমায় বলতে দিল না, সব তিনি আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। সব স্ক্রিপ্ট আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। ওখানে গিয়ে কী কী করবেন সব আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিলেন। আসলে রাহুল গান্ধি যেভাবে বিপক্ষের নেতা হয়ে উঠছেন, রাহুল গান্ধির উপর সাধারণ মানুষ যেভাবে আস্থা রাখছেন তাতে হিংসা হচ্ছে। কারণ তিনি সবসময় ভাবেন যে তার উপরে কেউ হতে পারে না। গোটা দেশে রাহুলকে নিয়ে যে চর্চা হচ্ছে তাতে জ্বলন হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।'' নীতি আয়োগের বৈঠক কাণ্ডে একেবারে জোরালো আক্রমণ করলেন অধীর চৌধুরী। একদিকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক কেউ অফ করে দেয়নি। তিনি পুরো মিথ্যে কথা বলছেন। কার্যত সেই সুরে সুর মেলালেন অধীর। তাঁর দাবি পুরোটা আগে থেকে ঠিক করা ছিল। মমতা বলেন, ''আপনাদের আমি পরিষ্কারভাবে বলছি যে বাজেটে আমাদের বঞ্চনা করেছেন। আপনারা বাংলার সমস্ত উন্নয়নের প্রজেক্ট বন্ধ করে দিয়েছেন। আপনারা কোনও বিরোধী দলের রাজ্যকে কোনও সুযোগ দেন না। তিন বছর ধরে ১০০ দিনের কাজের (টাকা) বন্ধ রেখেছেন। প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বন্ধ। সমস্ত কিছু বন্ধ করে রেখেছেন। এমনকী খাদ্যের ভর্তুকির টাকাও দেন না।'' বৈঠক থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে উপস্থিত থাকা সাংবাদিকদের সামনে রীতিমতো ক্ষোভের সুরে মমতা বলেন, ''একটুখানি বলার পরই আমার মাইক বন্ধ করে দেওয়া হল। আমি বললাম যে কেন বন্ধ করলেন?'' মমতা বলেন, ''আমি এই বৈঠকে যোগ দিয়েছি। সেটার জন্য আপনাদের আনন্দিত বোধ করা উচিত। সেটা না করে নিজের দলের (মুখ্যমন্ত্রীদের) বেশি সময় দিচ্ছেন। বিরোধীদের মধ্যে শুধুমাত্র আমি আছি। আর আপনারা আমার মাইক বন্ধ করে দিলেন! আপনারা আমার মাইক বন্ধ করে দিচ্ছেন। আপনাদের এই বঞ্চনা আমি মানি না। তাই মনে রাখবেন, আমি চললাম।''

গুজরাত থেকে নির্বাসিত হওয়া ব্যক্তিই এখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, ভাবতে অবাক লাগে শরদ পাওয়ার

পুনে, ২৭ জুলাইঃ কিছুদিন আগের কথা। এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ারকে দুর্নীতির ইস্যুতে চরম খোঁচা দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁকে কার্যত 'দুর্নীতির কিংপিন' বলেছিলেন। এবার তাঁকে পাল্টা আক্রমণ করে গুজরাত থেকে 'বহিষ্কার' হওয়ার প্রসঙ্গ টানলেন পাওয়ার। একই সঙ্গে প্রশ্ন তুললেন, এমন একজন ব্যক্তি এখন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দফতর সামলায় কীভাবে? মহারাষ্ট্রের পুনের এক দলীয় বৈঠক থেকে বিরোধী নেতাদের আক্রমণ করেছিলেন অমিত শাহ। তাঁর নিশানায় উদ্ধব ঠাকরে থেকে শুরু করে রাহুল গান্ধিরা তো ছিলেনই, প্রবীণ রাজনীতিবিদ শরদ পাওয়ারও বাদ যাননি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, পাওয়ার দেশের সকল দুর্নীতিবাজ

রাজনীতিকদের নেতা! একই সঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরকে 'ঔরঙ্গজেব ফ্যান ক্লাব' বলেও কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। এবার তারই পাল্টা দিয়েছেন শরদ পাওয়ার। বর্ষীয়ান এনসিপি নেতার কথায়, ''একসময়ে যে ব্যক্তিকে আইনের অপব্যবহার করার অভিযোগে সুপ্রিম কোর্ট গুজরাত থেকে নির্বাসন করে দিয়েছিল, সেই ব্যক্তিই আজ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন, ভাবতেও অবাক লাগে। যাঁকে নির্বাসিত করা হয়েছিল, তিনিই আজ দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। আমাদের ভাবা উচিত যে আমরা তথা দেশ কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।'' শরদ পাওয়ারের আশঙ্কা, এইভাবে চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। অমিত শাহের বক্তব্য ছিলেন, দেশের যে কোনও সরকারের আমলে যে কোনও রাজনীতিবিদদের মধ্যে যদি কেউ দুর্নীতির শিখরে থাকেন তাহলে তিনি শরদ পাওয়ার। এই বিষয়ে তাঁর কোনও সন্দেহ নেই। খোঁচা দিয়ে শাহ এও বলেন, দুর্নীতি যাঁদের ঘিরে রয়েছে, তাঁরাই পাল্টা কেন্দ্রীয় সরকারকে দুর্নীতি নিয়ে জ্ঞান দেয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্যেরই পাল্টা দিয়ে তাঁকে 'নির্বাসন' ইস্যুটি মনে করিয়ে দিলেন শরদ পাওয়ার। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে সোহরাবুদ্দিন শেখ ভুয়ো এনকাউন্টার মামলায় তৎকালীন বিজেপি সাংসদ অমিত শাহকে নিজের রাজ্য থেকেই দু'বছরের জন্য বহিষ্কার করেছিল সুপ্রিম কোর্ট। ২০১৪ সালে অবশ্য শাহ বেকসুর খালাস পান।

ডেঙ্গুর প্রকোপ নিয়ে আশঙ্কার কারণ নেই, জানাল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ রাজ্যের পাঁচটি জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়লেও এনিয়ে আশঙ্কার কোনো কারণ নেই বলে রাজ্য সরকার জানিয়েছে। গতবছরের তুলনায় চলতি বর্ষায় এখনো পর্যন্ত ডেঙ্গু সংক্রমণ কম রয়েছে বলে একটি পরিসংখ্যান পেশ করে স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে। জুলাই মাসের কুড়ি তারিখ পর্যন্ত এ রাজ্যের ডেঙ্গু সংক্রমণ দেড় হাজার ছাড়িয়েছে। সংক্রমনের শীর্ষে রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা। সেখানে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৮। দ্বিতীয় স্থানে থাকা মালদায় ২৩০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। মুর্শিদাবাদের ২২৪ জনের

ডেঙ্গু সংক্রমনের খবর পাওয়া গেছে। এছাড়া হুগলিতে ১৮১ কলকাতায় ১৫২ জন এ পর্যন্ত ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়েছেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধে স্বাস্থ্য দপ্তর স্থানীয় পুরসভা এবং পঞ্চায়েতগুলিকে সঙ্গে নিয়ে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে। আশা কর্মীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনতা প্রচার এবং রোগ নির্ণয়ের কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এলাকায় এলাকায় সচেতনতা শিবিরেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

'ফলস ন্যারেটিভ তৈরি করবেন না, মাইক বন্ধ হয়নি', মমতাকে 'সত্য' বলার পরামর্শ নির্মলার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ ওড়াল কেন্দ্র। নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে এ দিন ওয়াক আউট করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, বৈঠকে বক্তব্য শুরু করতেই তাঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন্দ্রের তরফে এই অভিযোগ উড়িয়ে দেওয়া হল। কেন্দ্র জানাল, মুখ্যমন্ত্রীর মাইক অফ করা হয়নি। ঘড়ি দেখিয়ে জানানো হয়েছিল নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াক আউট এবং মাইক বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে শোরগোল পড়তেই, কেন্দ্রের তরফে সাফাই দিয়ে জানানো হয়, মধ্যাহ্নভোজের পর বক্তব্য রাখার কথা ছিল। কিন্তু দিল্লি থেকে ফেরার তাড়া থাকায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুরোধে বৈঠকের সপ্তম স্পিকার করা হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। কেন্দ্রের তরফে সাফাই দিয়ে আরও জানানো হয়, কোনও বেল বাজানো হয়নি। ঘড়ি দেখিয়ে জানানো হয়েছিল সময় শেষ। মধ্যাহ্নভোজ শেষ হওয়ার পর ফের বলার সুযোগ পেতেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু তার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওয়াক আউট করেন। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি উড়িয়ে দেন। তিনি বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। আমরা সবাই ওঁর কথা শুনেছি। প্রত্যেক মুখ্যমন্ত্রীকে একটি নির্দিষ্ট সময় দেওয়া হয়েছিল বক্তব্য রাখার জন্য এবং নির্ধারিত সময় প্রতিটি টেবিলের সামনে রাখা স্ক্রিনে দেখা যাচ্ছিল। উনি মিডিয়ায় বলেছেন

যে ওঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়েছিল। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক যে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন যে তাঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয়েছিল। মিথ্যার উপরে কাহিনি তৈরি না করে, ওঁর উচিত সত্য বলা।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের একমাত্র প্রতিনিধি হিসাবে নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু বাজেটে বঞ্চনা নিয়ে অভিযোগ তুলতেই তাঁর মাইক অফ করে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওয়াক আউট করে তিনি বলেন, ''অন্ধ্র প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইড়ুকে ২০ মিনিট বলার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। অসম, গোয়া, ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রীকে ১০-১৫ মিনিট বলতে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু আমি বক্তব্য শুরু করতেই, ৫ মিনিটের মধ্যে মাইক অফ করে দেওয়া হয়।''

হাসপাতালে ভাইকে দেখতে গিয়ে 'আক্রান্ত' ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট!

দুরন্ত বার্তা, কল্যাণী, ২৭ জুলাইঃ হাসপাতালে ভাইকে দেখতে গিয়ে এবার 'আক্রান্ত' খোদ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। নিরাপত্তাপক্ষীদের মারে ফাটল মুখ! আটক করা হল হাসপাতালে ২ নিরাপত্তারক্ষীকে। ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার কল্যাণীতে। ঘটনাটি ঠিক কী? উত্তর ২৪ পরগনার বিধাননগরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুশান্তকুমার বালা। তাঁর আদি বাড়ি নদিয়ার তেহট্টে। সুশান্তের ভাই উকিল বালা অসুস্থ। গতকাল, শুক্রবার তাঁকে ভর্তি করা হয় কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে। এরপর আজ, শনিবার সকালে ওই যুবককে দেখতে হাসপাতালে যান পরিবারের লোকেরা। কিন্তু খাবার নিয়ে যখন হাসপাতালে ঢুকতে যান, তখন নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। শুরু হয় বচসা। বচসা চলাকালীন সুশান্তের এক ভাইকে হাসপাতালের নিরাপত্তারক্ষী মারধর করেন। ভাইকে বাঁচাতে এগিয়ে যান ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। তখন তাঁকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এমন মারধর করা হয় যে, মুখ ফেটে গলগল করে রক্ত বেরোতে শুরু করে! খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিস। অভিযুক্তকে আটক করে নিয়ে যাওয়া হয় থানায়। সুপার আশিষ মৈত্রের অবশ্য দাবি, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা তাঁর পরিবারের কাছে রোগীকে দেখার জন্য বৈধ ভিজিটিং কার্ড বা টিকিট ছিল না। সময় শেষ হওয়ার পর হাসপাতালে ঢোকার চেষ্টা করতেই গণ্ডগোল বাধে।

নিয়োগ নিয়ে 'সত্যিটা' বলেই দিলেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ কোথাও স্কুলে পড়াচ্ছেন একজন শিক্ষক। কোথাও আবার অধিক সংখ্যক পড়ুয়া রয়েছে। অথচ শিক্ষকের সংখ্যা নিতন্তই নগন্য। যার জেরে অসুবিধায় পড়তে হচ্ছে। আর নিয়োগের জন্য এই সমস্যা হচ্ছে বলে মেনে নিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। এ দিন সরকারি স্কুলের সমস্যার কথা ঘাড় নেড়ে স্বীকার করেন ব্রাত্য বসু। তিনি বলেন, ''আমি অস্বীকার করছি না এই রকম সমস্যা রয়েছে। সেক্ষেত্রে আমরা যত দ্রুত নিয়োগ করতে পারব এই সমস্যার সমাধান হবে।'' বস্তুত, শনিবারই আলিপুরদুয়ারের একটি স্কুল থেকে প্রকাশ্যে আসে পড়াশোনা ঠিকমতো না হওয়ার কারণে ছাত্র সংখ্যা ১৬৫। আর তা খাতায় কলমে কমে দাঁড়িয়েছে ৬ জন। অথচ শিক্ষকের সংখ্যা ১৪। অভিভাবকদের অভিযোগ, সেখানকার চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়ারা পারে না নিজের নামটুকু লিখতে। পড়াশোনার মাপকাঠি খুবই খারাপ। যদিও, শিক্ষকদের দাবি তাঁরা যথাযথ চেষ্টা করেন ঠিকমতো ক্লাস নিতে। তবে এই অভিযোগ নতুন নয়। বহু সময় খবর আসে একজন বা দু'জন শিক্ষককে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রীর ক্লাস নিতে হয়। তাঁরা কার্যত হাঁপিয়ে ওঠেন। রাজ্যের বিরোধীরা দলগুলি বহু সময় অভিযোগ তোলে নিয়োগ নিয়ে। এখনও শিক্ষকরা হকের চাকরির দাবিতে আন্দোলন করছেন। নিয়োগ দুর্নীতি ইস্যুতে গ্রেফতারও হয়েছেন একাধিক হেভিওয়েট। তবে সব কিছু উর্ধে গিয়ে নিয়োগ যে হচ্ছে না আর তার জেরে সরকারি স্কুলগুলির এই সমস্যা মেনে নিলেন ব্রাত্য।

রাহুলকে নিয়ে তরজা, কাজে 'না' টেকনিশিয়ানদের, সরব পরিচালকরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ পরিচালক রাহুল মুখোপাধ্যায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকবে কিনা, তা নিয়ে বেশকিছুদিন ধরেই তরজা অব্যাহত। শুক্রবারই মিটিংয়ের পর স্বরূপ বিশ্বাসের কাছে চিঠি পাঠিয়েছিল ডিরেক্টরস অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া। সেখানে পরিচালক রাহুলের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উঠেছিল, তা ঠিক নয় বলেই দাবি করা হয়েছিল ডিরেক্টরস গিল্ডের তরফে। যদিও আবার নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় ছিল ফেডারেশন। ফেডারেশনের সভাপতি স্বরূপ বিশ্বাস সাফ জানিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁরা আগের সিদ্ধান্তেই অনড়। আর তাই রাহুল মুখোপাধ্যায় এসটিএফ-এর পুজোর ছবির পরিচালক হিসাবে থাকছেন না, তিনি কার্যনির্বাহী প্রযোজক হিসাবেই থাকবেন। তবে সংগঠনের তরফে প্রযোজনা সংস্থাকে শনিবার থেকেই শ্যুটিংয়ে ছাড়পত্র দেওয়া হয়। এদিকে এদিন সেটে রাহুল মুখোপাধ্যায় পৌঁছতেই টেকনিশিয়ানরা এদিন কাজ বন্ধ করে দেন। এদিন টেকনিশিয়ানসরা কাজে না যোগ দেওয়ায় দীর্ঘক্ষণ মেকআপ ভ্যানেই বসে থাকতে হল প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে। অপেক্ষায় থাকলেন অভিনেতা অনির্বাণ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরাও। পরে টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োর সামনে বিক্ষোভ দেখান টলিউডের পরিচালকরা। এদিন পরিচালকদের প্রশ্ন, রাহুলের উপস্থিতিতে কলাকুশলীরা কেন কাজ করলেন না। একইভাবে যদি পরিচালকরা কাজ বন্ধ করে দেন, তাহলে কি শুধু কলাকুশলীরা কাজ তুলে দিতে পারবেন? এনিয়ে তীব্র শোরগোল শুরু হয় টেকনিশিয়ানস স্টুডিয়োতে। এদিন শ্যুটিং বন্ধ হয়ে যাওয়ায় প্রসেনজিৎ, দেব সকলেই ডিরেক্টরদের পাশে দাঁড়ান। এদিন ডিরেক্টরদের তরফে মুখ খোলেন পরিচালক, প্রযোজক রাজ চক্রবর্তী। তিনি সমস্ত পরিচালকদের তরফে বলেন, ফেডারেশনকে নিজেদের সিদ্ধান্ত আরও একবার ভেবে দেখার অনুরোধ করেন। রাজ বলেন, ''যদি ওঁরা সিদ্ধান্ত না বদলান, তাহলে আমি পরিচালকদের অনুরোধ করব, যে আমরা পরিচালকরাও সোমবার থেকে ফ্লোরে যাব না, তারপর দেখব কাজ কীভাবে হয়?'' রাজ যখন কথাগুলো বলছিলেন, তখন উপস্থিত অন্যান্যদের সহমত পোষণ করতে দেখা যায়। পরিচালকদের তরফে ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়কেও। শনিবার সকালে নির্দিষ্ট কলটাইমে শ্যুটিং সেটে হাজির হন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। মেকআপ ভ্যানে ঠায় বসে রইলেন বুম্বাদা, এলেন না মেকআপ শিল্পী! কারণ ততক্ষণে ফেডারেশনের মেসেজ পৌঁছে গিয়েছে টেকনিশিয়ানদের ফোনে। ''ফেডারেশনকে শেষ করে দিতে, আমাদের রুজিরুটিকে বিপন্ন করে, গুপী শ্যুটিংকে স্বীকৃতি'' দেওয়ার ষড়যন্ত্রে নেমেছে কিছু পরিচালক-প্রযোজক। কড়া ভাষায় জানায় ফেডারেশন। ওদিকে পরিচালকরাও সংঙ্ঘবদ্ধ এর প্রতিবাদে। ফেডারেশনের 'দাদাগিরি'র বিরুদ্ধে এদিন একজোট রাজ

চক্রবর্তী, সৃজিত মুখোপাধ্যায়, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়রা। তরুণ পরিচালক রাহুলের হয়ে লড়াইয়ের সামিল সকলে। ডিরেক্টরস গিল্ড যেখানে রাহুলের উপর থেকে তিন মাসের ব্যান তুলে নিয়েছে সেখানে ফেডারেশনের আপত্তি কোথায়? প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ দেব। এদিন সংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ঘাটালের সাংসদ বলে, ''আমরা সবাই চাই কাজ হোক, কাজ আটকে থাকুক, এটা কেউ চায় না। আমরা সবাই এই কাজ বন্ধ রাখার বিরুদ্ধে, কারণ এটা ইন্ডাস্ট্রির ক্ষতি। এই যে কারণ ছাড়া কাজটা বন্ধ রাখা হল, সেটা দুঃখজনক। এমনিই কাজ কমে যাচ্ছে। আগে মুম্বই থেকে যে পরিমাণ কাজ কলকাতায় আসত, তা ৯০ শতাংশ কমে গেছে। খাদানে আমি ৪০০-৫০০জনকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করছি। কেউ বলতে পারবে না যে কারুর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি। কিন্তু এভাবে যদি বিনা কারণে কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়, যদি বলা হয় যে আমরা টেকনিশিয়ানদের বিরুদ্ধে, তাহলে তা ভুল ন্যারোটিভ তৈরি করে বাংলা সম্পর্কে।'' রাজ চক্রবর্তীর হয়ে সওয়াল করে দেব বলেন, ''কেন রাজের হিন্দি ওয়েব সিরিজের শ্যুটিং এখানে করতে দেওয়া হল না?'' ফেডারেশনের নিয়মের জাঁতাকলে পড়েই বাংলাদেশের নামী স্ট্রিমিং প্ল্যাফর্ম চরকির ১২টা ওয়েবসিরিজের কাজ হারিয়েছে বাংলা বলে জানান দেব। অভিনেতা-প্রযোজক বলেন, ''সবার বাড়িতে যেন রান্না হয়, সবাই যেন শান্তিতে ঘুমাতে পারে। সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে চলাই একজন ভালো প্রেসিডেন্টের কাজ। এই কর্মবিরতি আমি সমর্থন করি না। কোনওদিন লড়াই করে কোনও যুদ্ধের শেষ হয়নি, গায়ের জোরে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না, এটা আমি নয় ইতিহাস বলছে। সেখানে একটা আলোচনা দরকার। কীভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে পারি, সেটা আলোচনার।'' দেব স্পষ্ট বলেন, ''বাংলায় হাতেগোনা প্রযোজকরা নিয়মিত ছবি বানান। তাঁদের ছবির কাজ আটকে দেওয়াটা দুর্ভাগ্যজনক।'' প্রসঙ্গত, রাহুলের এই ছবি প্রযোজনার দায়িত্বে রয়েছে এসভিএফ। দেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে জানান, ''টেকনিশিয়ানরা সবার আগে আয় করে আর সবশেষে প্রযোজক আয় করে আর বেশিরভাগ সময় আয় করেও না। প্রযোজকের ঘরে টাকা ঢুকতে অনেক সময় লাগে। আমি এখনও বাঘাযতীনের টাকা পাইনি।'' এরপর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'অপমান' নিয়ে মুখ খোলেন তাঁর 'কাছের মানুষ' দেব। বুম্বাদা সেটে বসে থেকেছেন, অথচ তাঁর মেকআপের লোক নেই। এমন দৃশ্যেরও আজ সাক্ষী থাকল টলিউড! দেবের কথায়, ''যাকে ইন্ডাস্ট্রি বলে হয় সেই নিজের ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করতে পারছে না। যিনি দুই দিন আগে মহানায়ক সম্মান পেলেন তিনি শ্যুটিং করতে পারছেন না। এরচেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে। আমরা সবাই তাঁকে সম্মান করি, বুম্বাদা সবসময় টেকনিশিয়ানদের পাশে দাঁড়িয়েছে, অথচ আজ তাঁরই শ্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হল। মুখ্যমন্ত্রী যাকে সম্মান দিচ্ছেন, ফেডারেশন তাঁরই শ্যুটিং বন্ধ করে দিচ্ছে। এটা খুবই অসম্মানজনক।'' ৪৫ বছর ধরে বাংলা ইন্ডাস্ট্রিকে যে মানুষটা বাঁচিয়ে রেখেছে, আজ সেই প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের শ্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হল! ভেবেই উঠতে পারছেন না দেব। তিনি স্পষ্ট বলেন, ''আজ যেটা হল, সেটা ভুল। আমি ফেডারেশনের কাছে অনুরোধ করব, এটা ভাবতে।'' ওদিকে পরিচালকরা এদিন স্পষ্ট জানিয়েছে একদিনের মধ্যে ফেডারেশন যদি সিদ্ধান্ত বদল না করে অর্থাৎ সোমবার যদি রাহুলের ছবির শ্যুটিংয়ে টেকনিশিয়ানরা না আসে, তাহলে ওইদিন থেকে কর্মবিরতিতে যাওয়ার পালটা হুঁশিয়ারি পরিচালকদের। অর্থাৎ টলিপাড়ার কোথাও কোনও শ্যুটিংয়ে যোগ দেবেন না কোনও পরিচালক। পরিচালক 'ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ', ডুবন্ত জাহাজ বাঁচাতে তাঁকে সবার আগে প্রয়োজন, একথা এদিন মনে করালেন টলিউড পরিচালকরা।

ক্যান্সারের অসুস্থতা কেড়ে নিল প্রাণ, বাম আমলের মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত

কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ রাজ্যের প্রাক্তন কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াত হয়েছেন। দীর্ঘ দিন ধরে ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন তিনি। চিকিৎসা চলছিল এসএসকেএম হাসপাতালে। শনিবার সকাল পৌনে ৭টা নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বিশ্বনাথবাবু। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। গত সপ্তাহেই বিশ্বনাথের অসুস্থতার খবর পেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৬ জুলাই এসএসকেএমে ভর্তি করানো হয় প্রাক্তন মন্ত্রীকে। সেখানেই শনিবার সকালে মৃত্যু হয়েছে তাঁর।বাম আমলের মন্ত্রী ছিলেন বিশ্বনাথ। টানা সাত বার বালুরঘাট থেকে আরএসপি-র টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। ৩৪ বছরের বাম শাসনকালের মধ্যে প্রায় আড়াই দশক ধরে মন্ত্রিত্ব সামলেছেন তিনি। ১৯৮৭ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যের কারা ও সমাজকল্যাণ দফতরের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ১৯৭৭ সালে প্রথম বার বিধায়ক হন বিশ্বনাথ। ২০১১ সালে তৃণমূলের শঙ্কর চক্রবর্তীর কাছে হেরে গিয়েছিলেন তিনি। অন্যদিকে প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরী প্রয়াণে গভীর শোকপ্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রয়াত মন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর খুবই ভালো সম্পর্ক ছিল বলে মমতা নিজেই জানিয়েছেন। শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে শোকবার্তায় মমতা লিখেছেন, রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর প্রয়াণে আমি দুঃখিত। উনি আমার বিরোধী রাজনীতি করলেও, আমাদের সম্পর্ক খুব ভালো ছিল। ওঁনার অসুস্থতার খবর পেয়ে আমরা তাঁকে এসএসকেএম হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলাম। কিন্তু কোনও প্রচেষ্টাই কাজে এলো না।মুখ্যমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে আরও লিখেছেন, এই দুঃখের দিনে আমি ওঁনার পরিবার-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মীদের আমার আন্তরিক সহমর্মিতা জানাই। প্রাক্তন মন্ত্রীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে শনিবার রাজ্য সরকারি যে যে অফিস, কর্পোরেশন ইত্যাদি খোলা রয়েছে সেখানে অর্ধদিবস ছুটি থাকবে অর্থাৎ ছুটি ছিল দেয়া হয়েছিল।

আমবাসায় উদ্ধার প্রায় সাত লক্ষ টাকার গাঁজা, বাজেয়াপ্ত গাড়ি, গ্রেফতার দুই

ধলাই (ত্রিপুরা), ২৭ জুলাই ঃ অসম-ত্রিপুরা ৮ নম্বর জাতীয় সড়কের ধলাই জেলা সদর আমবাসায় পুলিশকে ফাঁকি দিয়ে পালাতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নাকা পয়েন্টে ধরা পড়েছে প্রায় সাত লক্ষ টাকার গাঁজা সহ গাড়ি। গাঁজা পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দুজনকে।মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দেব জানান, শুক্রবার রাতে টিআর ০১ এডব্লিউ ০৫১৪ নম্বরের একট গাড়ি তীব্র বেগে ছুটে চলছিল। গাড়িটি আগরতলার দিক থেকে জাতীয় সড়ক ধরে উত্তর ত্রিপুরার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। বেশ কিছুদিন ধরে এই গাড়ির ওপর নজর ছিল পুলিশের। আমবাসা বাজার সংলগ্ন জাতীয় সড়কে পুলিশ গাড়িটিকে দাঁড়ানোর সিগন্যাল দিলেও দ্রুতগতিতে পালিয়ে যায় গাড়িটি।এর পর প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে লংতরাই পাহাড়ের পাদদেশে পুলিশের নাকা পয়েন্টে গাড়িটিকে থামাতে নির্দেশ দেয় পুলিশ। কিন্তু সেখানেও এক এসপিও জওয়ানকে ধাক্কা দিয়ে পালাতে গিয়ে নিযন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে ড্রেনে আটকে যায় গাড়ি।পুলিশ তালাশি চালিয়ে গাড়ি থেকে ৬৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছে। উদ্ধারকৃত গাঁজাগুলির বাজারমূল্য প্রায় সাত লক্ষ টাকা হবে বলে মনে করছে পুলিশ। এর সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে আগরতলার চালক সুজিত মিয়া এবং সোনামুড়ার সহ-চালক রুবেল মিয়াঁকে।এই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন আমবাসার মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিরুপম দেব এবং আমবাসা থানার ওসি গুরুপদ দেবনাথ। এ ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।

সহিংসতায় আহতদের চিকিৎসা ও রোজগারের ব্যবস্থা করবঃপ্রধানমন্ত্রী হাসিনা

ঢাকা, ২৭ জুলাই ঃ বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সহিংসতায় আহত সবার চিকিৎসা ও আয়-রোজগারের ব্যবস্থা করা হবে, জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত শুক্রবার বিকালে আহতদের দেখতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন সরকারপ্রধান। একই সঙ্গে আহতদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় চিকিসার নির্দেশ দেন হাসিনা।শেখ হাসিনা বলেন, সহিংসতায় আহতদের চিকিৎসার জন্য সব করা হবে। আহতরা যেই দলেরই হোন, চিকিৎসার দায়িত্ব নেবে সরকার। তিনি বলেন, কোটা নিয়ে সব দাবি মেনে নেওয়ার পরও কেন আন্দোলন শেষ হচ্ছে না? বিএনপি-জামায়াতের সহিংসতা-বর্বরতার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে সবাইকে সোচ্চার হতে হবে।এর আগে, গত শুক্রবার সকালে কোটা আন্দোলনের নামে দুর্বৃত্তদের হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত বিটিভি ভবন পরিদর্শন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। সে সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যারা ধ্বংসলীলার সঙ্গে জড়িত, আনাচে-কানাচে যে সব হামলাকারী লুকিয়ে আছে, তাদের খুঁজে বের করে সাজা নিশ্চিত করা। এই সব শত্রুদের খুঁজে বের করতে জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি।হাসিনা বলেন, বিএনপি-জামায়াত অতীতের মতোই অগ্নিসন্ত্রাস করেছে। তবে এবার তারা আলাদা। তারা গান পাউডার ব্যবহার করেছে। দেশের বাইরে আঃদালন ছড়িয়ে দিয়ে দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট ও মানুষের রুটিরুজি বন্ধের পাঁয়তারা করছে তারা।সরকারপ্রধান বলেন, শিক্ষার্থীদের আমি রাজাকার বলিনি, আমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে। তারা নিজেরাই নিজেদের রাজাকার বলে স্লোগান দিয়েছে।

আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হলেন কমলা, জয় নিয়েও আশাবাদী

ওয়াশিংটন, ২৭ জুলাই ঃ আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী হলেন কমলা হ্যারিস। আমেরিকার আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে রাষ্ট্রপতি হিসেবে ল।ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। আশাবাদী নিজের জয় নিয়েও। জানিয়েছেন, মানুষের ভোট অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবেন তিনি।কমলা হ্যারিস নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, আমি আনুষ্ঠানিকভাবে আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা করে ফর্মগুলিতে স্বাক্ষর করেছি। আমি প্রতিটি ভোট অর্জনের জন্য কঠোর পরিশ্রম করব এবং নভেম্বরে, আমাদের জনগণের প্রচারাভিযান জয়ী হবে।

কর্মসংস্থান ও মধ্যম বর্গের প্রগতিই বাজেটের লক্ষ্যঃমনসুখ মান্ডভিয়া

রায়পুর, ২৭ জুলাই ঃকেন্দ্রীয় বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। তাঁর কথায়, কর্মসংস্থান ও মধ্যম বর্গের প্রগতিই বাজেটের লক্ষ্য। শনিবার সকালে ছত্তিশগড়ের রায়পুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকার তৃতীয়বারের মতো গঠিত হয়েছে...প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারের তৃতীয় মেয়াদে এটিই প্রথম বাজেট পেশ করা হয়েছে।মনসুখ মান্ডভিয়া এরপরই যোগ করেছেন, বাজেটের লক্ষ্য হল কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, মধ্যবিত্তকে সমর্থন দেওয়া এবং দেশের অর্থনীতির প্রবৃদ্ধির হার বাড়াতে এমএসএমইকে উৎসাহিত করা। উল্লেখ্য, বাজেট নিয়ে দেশের বিভিন্ন রাজ্য বঞ্চনার অভিযোগ আনছে, এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়ার এই বক্তব্য যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

নীতি আয়োগ দেশের উন্নয়নের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে নাঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ২৭ জুলাই ঃ নীতি আয়োগের ভূমিকা নিয়েই এবার প্রশ্ন ওঠে গেল। প্রশ্ন তুললেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, নীতি আয়োগ দেশের উন্নযনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে না। একইসঙ্গে তিনি বলেছেন, ইন্ডি জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না। উল্লেখ্য, নীতি আয়োগের বৈঠকে শনিবার যোগ দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, ইন্ডি জোটের মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে যোগ দেবেন না। এটা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম কে স্ট্যালিন আগেই বলেছিলেন তিনি যাবেন না, অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেলে, তেলেঙ্গানার

২৮-৩০ জুন জাপান সফরে যাচ্ছেন এস জয়শঙ্কর, অংশ নেবেন কোয়াড বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ৩-দিনের সফরে জাপানে যাচ্ছেন। ২৮-৩০ জুলাই জাপানের রাজধানী টোকিও-তে অনুষ্ঠিত কোয়াড বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন তিনি। এছাড়াও টোকিও-তে জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে।বিদেশ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জাপানের বিদেশ মন্ত্রী ইয়োকো কামিকাওয়ার আমন্ত্রণে বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর ২৮-৩০ জুলাই জাপান সফরে থাকবেন। এই সফর চলাকালীন কোয়াড বিদেশ মন্ত্রীদের পরবর্তী বৈঠকে অংশ নেবেন তিনি। ২৯ জুলাই টোকিও-তে জাপান, অস্ট্রেলিয়া এবং আমেরিকার বিদেশমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি।

ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে

নয়াদিল্লি,২৭ জুলাইঃএআই বা কৃত্রিম মেধার অন্তরালে থাকা কর্মীরা বঞ্চিত । এই ভারতীয় স্টার্টআপ তারই সমাধান চায় ।নারিকেল গাছের ছায়ায় চন্দ্রিকা রোদ থেকে আড়াল করতে স্মার্টফোনের স্ক্রিনটা একটু ঘোরালো । ভারতের দক্ষিণের রাজ্য কর্নাটকের আলাহাল্লি গ্রামের এক সকাল । কিন্তু, গরম ও গুমোট ক্রমশ বাড়ছে । স্ক্রিনে আঙুল দিয়ে চন্দ্রিকা একের পর এক অডিও ক্লিপে ক্লিক করে । সদ্য শুরু করেছে এই অ্যাপটির ব্যবহার । সেটি কেমন সহজ তা বোঝা যাচ্ছে । প্রতিবার ট্যাপ করলেই মাতৃভাষায় তার কন্ঠ শোনা যাচ্ছে ।এই অ্যাপটি ব্যবহার শুরু করার আগে ৩০ বছরের চন্দ্রিকার (যে অন্য অনেক দক্ষিণ ভারতীয়ের মতোই বাবার নামের প্রথম অক্ষরকে ব্যবহার করে নামের শেষ অংশের বদলে) ব্যাঙ্কে ছিল মাত্র ১৮৪ টাকা(২.২৫ ডলার) । তবে, এপ্রিলের শেষ দিকে বেশ কয়েকদিন ধরে ৬ ঘন্টা করে খেটে সে পায় ২,৫৭০ টাকা (৩১.৩০ ডলার)। এই টাকাটা দূরের স্কুলে শিক্ষকতা করে পাওয়া মাস মাইনের প্রায় সমান । তাও সেখানে যেতে আসতে তাকে তিনবার বাসের ভাড়া গুনতে হয় । সেখানে যেমন শিক্ষকতা করে মাসান্তে বেতন মেলে, এই অ্যাপে তাও নয় । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ে যায় মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে । মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের প্রায় ৬ কোটি মানুষ প্রধাণত যে ভাষায় কথা বলে, সেই মাতৃভাষা কন্নড়ে চেঁচিয়ে পড়ে দিলেই । চন্দ্রিকা এই অ্যাপ ব্যবহার করে ঘণ্টায় প্রায় ৫ ডলার উপার্জন করে । ভারতে ন্যূনতম আয়ের প্রায় কুড়ি গুণ । আর কিছুদিনের মধ্যেই আরও টাকা আসতে থাকবে । সেইসঙ্গে একবার ৫০ শতাংশ বোনাস ভয়েস ক্লিপ ঠিকঠাক হলেই । চন্দ্রিকার কন্ঠ এই উপার্জন করতে পারছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) বা কৃত্রিম মেধার রমরমার জন্যই । বর্তমানে তো এআইইই সব । যেমন চ্যাট জিপিটি-র মতো বড়সড় ভাষা মডেল ইংরেজির মতো ভাষা নিয়েই কাজ করে । অন লাইনে যার টেকসট এবং অডিও ডেটা আখছারই পাওয়া যায় । অন্যদিকে, কন্নড় ভাষা কয়েক লক্ষ মানুষ ব্যবহার করলেও ইন্টারনেটে তার বিশেষ সন্ধান মেলে না । (উইকিপিডিয়ায় ৬ মিলিয়ন ইংরেজি নিবন্ধ আছে, কিন্তু কন্নড়ে আছে মাত্র ৩০ হাজার) । এই ভাষা নিয়ে যদি কাজ করতেই হয়, তাহলে এআইকে আরও সড়গড় করে তুলতে হবে যাতে স্থানীয় বাকভঙ্গি বুঝতে অসুবিধা না হয় । ইংরেজির ক্ষেত্রে তথ্য জোগাড় করা খুব সোজা । কিন্তু, কন্নড়ের মতো ভাষার ক্ষেত্রে আরও উদ্যোগী হতে হবে ।বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষ যে ভাষায় কথা বলে, তার টেকসট অথবা ভয়েস ডেটা সংগ্রহ করে তথ্য ভাণ্ডার তৈরি করার চাহিদা ক্রমশই বাড়ছে । এই চাহিদা মূলত টেক কোম্পানিগুলি যারা নিজেদের এআই উপকরণ তৈরি করতে চায় । একই মাপের চাহিদা আছে শিক্ষাক্ষেত্রে এবং সরকারি স্তরে । বিশেষ করে ভারতে যেখানে ১৪০ কোটি মানুষ এবং ২২ টি সরকারি ভাষা এবং অন্তত আরও ৭৮০ টি উপভাষার মধ্যে ইংরেজি এবং হিন্দিরই চল বেশি । এই বর্ধিত চাহিদার ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ আচমকাই বুঝতে পারছেন তাদের মাতৃভাষা কত মূল্যবান ।তথ্য নিয়ে কাজকারবার যা এআই-এর মূল চালিকাশক্তি তা ভারতে নতুন নয় । বিংশ শতাব্দীর শেষ থেকেই কল সেন্টার এবং এবং পোশাক পরিচ্ছদ তৈরির কারখানাগুলি এখানে অর্থনীতির চালিকা শক্তি হয়ে উঠেছে । একবিংশ শতাব্দীতেও নীরবে সেই তথ্য নিয়ে কাজ চলছে । এবং পূর্বের মতোই শিল্পে বেতন বা মজুরি নিয়ে বিরোধ বহাল আছে । যে মজুরি দেওয়া হচ্ছে তা আইন মাফিক হলেও অতি ন্যূনতম । কারণ ওই তথ্যই বিদেশি ক্লায়েন্ট দের কাছে বিক্রি হচ্ছে অনেক বেশি দামে । ২০২২-এ বিশ্বজুড়ে এআই ডেটা ক্ষেত্রের মূল্য ছিল ২ বিলিয়ন ডলারের বেশি, যা ২০৩০-এর মধ্যে ১৭ বিলিয়ন ডলার হবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে । তার মাত্র কিছু অংশই ভারত, কেনিয়া, ফিলিপিন্সের ডেটা কর্মীদের কাছে পৌঁছয় ।এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক কর্মীই অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় । অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারনেট ইনস্টিটিউটের ডিজিটাল ওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম বিশেষজ্ঞ জোনাস ভ্যালেন্তে বলছেন, আমরা এমন একটা ব্যবস্থা নিয়ে কথা বলছি, যা আমাদের সমগ্র সমাজে প্রভাব ফেলে । এবং একমাত্র কর্মীরাই ওই ব্যবস্থাকে আরও বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে পারে । যদি আমাদের কর্মীরা মৌলিক অধিকারটুকু পায় তাহলে আমার বিশ্বাস ফলাফল আরও ভালো হবে । বিশেষ করে প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা আরও উচ্চমানের হবে ।আলাহাল্লি এবং চিলুকাভাদি লাগোয়া গ্রামগুলিতে একটি ভারতীয় স্টার্টআপ নতুন মডেল নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে । চন্দ্রিকা কাজ করে কারিয়া কোম্পানিতে । বেঙ্গালুরুতে এই অলাভজনক সংস্থাটির পথ চলা শুরু হয়েছিল ২০২১-এ । এরা নিজেদের বলে বিশ্বের প্রথম নীতিনিষ্ঠ ডেটা কোম্পানি । অন্য প্রতিপক্ষ কোম্পানির মতোই এরা বড় বড় টেক কোম্পানি এবং অন্য খরিদ্দারদের তথ্য বেচে বাজারদরে । তবে, নিজের খরচাটা তোলার পরে মুনাফার বাকি অংশটা খরচ করে ভারতের গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র মানুষের জন্য । (কারিয়া স্থানীয় এনজিওগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যাতে দরিদ্রতম ব্যক্তিদের পাশাপাশি ঐতিহাসিকভাবে প্রান্তিক মানুষজনের কাছে তাদের অর্থ পৌঁছয়) । ন্যূনতম ঘন্টায় ৫ ডলারের পাশাপাশি কারিয়া তার কর্মীদের তথ্যের মালিকানাও প্রদান করে । ফলে, যখন সেটি আবার বিক্রি হয়, তখন তার একটা অংশ কর্মী পায় তার মজুরি বাদেও । এমন একটি মডেল আর কোথাও এই শিল্পে নেই ।কারিয়ার এই কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষ যাদের ভাষা অন লাইনে তেমন স্থান পায় না তারাও এআই সহ প্রযুক্তির সুবিধা পায় । ২৩ বছরের ছাত্র বিনুতা বাবা-মার ওপর নির্ভরতা কমাতে কারিয়াকেই অবলম্বন করেছে । তার কথায়, গ্রামের বেশিরভাগ মানুষ ইংরেজি জানে না । যদি একটা কমপিউটার কন্নড় বোঝে, তাহলে খুবই উপকার হয় । কারিয়ার সিইও ২৭ বছরের মনু চোপড়া বলছেন, বর্তমানে যা মজুরির হার, তাকে বাজারের ব্যর্থতাই বলতে হয় । আমরা অলাভজনক থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কারণ আপনি কখনও বাজারে ঢুকে বাজারের ব্যর্থতার সমাধান করতে পারবেন না ।মূল কথাটি হল কাজটা অতিরিক্ত । প্রথমেই কারিয়া তার কর্মীদের যেটা বলে, সেটা হল এটা কোনো স্থায়ী চাকরি নয় । বরং দ্রুত আয় বাড়াবার একটি উপায়, যাতে অন্যান্য কাজ করার উৎসাহ পাওয়া যায় । অ্যাপ ব্যবহার করে একজন কর্মী সবচেয়ে বেশি ১ হাজার ৫০০ জলার পর্যন্ত রোজগার করতে পারে, যা ভারতের গড় বার্ষিক আয়ের সমান । এরপরে, তারা অন্যজনের জন্য রাস্তা করে দেয় । কারিয়া জানিয়েছে সারা দেশে ৩০ হাজার গ্রামীন মানুষকে তারা মজুরি হিসেবে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা(প্রায় ৮ লক্ষ ডলার)দিয়েছে । ২০৩০-এর মধ্যে এটিকে ১০ কোটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান চোপড়া । তিনি বলেছেন, ঠিকঠাক চললে আমি মন থেকে বিশ্বাস করি যে, এটাই লক্ষ লক্ষ মানুষকে দ্রুত দারিদ্রমুক্ত করতে পারবে । চোপড়া দারিদ্রের মধ্যেই বড় হয়েছেন । স্টানফোর্ডে বৃত্তি পাওয়ার পর তার জীবনটাই বদলে যায় । চোপড়া বলছেন, এটা একটা পুরোপুরি সামাজিক প্রকল্প । সম্পদই শক্তি । আর আমরা চাই পিছিয়ে থাকা মানুষজনের মধ্যে সম্পদের পুনবন্টন ।চোপড়াই প্রথম প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান নয়, যারা বিশ্বের দরিদ্রতম মানুষের উপকারের জন্য এআই তথ্যের সম্ভাবনা নিয়ে ভেবেছে । চ্যাট, জিপিটি এবং মেটার ফেসবুকের জন্য কাজ করা আউটসোর্সিং কোম্পানি সামাও গ্লোবাল সাউথের মানুষজনকে দারিদ্রমুক্ত করার লক্ষ্যে কাজ করে বলে নিজেদের পরিচয় দেয় । কিন্তু, কেনিয়ার অনেক চ্যাট জিপিটি কর্মীই ঘন্টায় ২ ডলারের কম রোজগার করে । তারা বলেছে, তাদের সঙ্গে পরিচয় করানো হয় প্রশিক্ষণ তথ্যের, যাতে তারা দিশাহারা । ওই কোম্পানি ফেসবুকের জন্যও একই ধরনের কাজ করে । তাতে যুক্ত এক কর্মী জানিয়েছে, আরও ভালো কাজের পরিবেশের দাবি করায় তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে । সামার বক্তব্য কর্মীদের বেশি মজুরি দিলে স্থানীয় অর্থনীতি নড়বড়ে হয়ে যাতে পারে । তাতে ভালোর চেয়ে খারাপই হবে বেশি । তবে কর্মীদের বক্তব্য মালিকদের এই কথা ইতিহাসকেই স্মরণ করায় ।চোপড়া বলছেন, গত ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি যেটা শিখেছি, এটা নিশ্চয়ই সম্ভব । এটা আকাশ কুসুম কল্পনা নয় । ন্যূনতম মজুরি ২০ গুণ বাড়ালেও সংস্থা লাভজনকই থাকবে ।কারিয়ার কথা প্রথম শুনলে একটু সন্দেহই হবে, কেননা সামাও তার পথ চলা শুরু করেছিল অলাভজনক সংস্থা হিসেবে দারিদ্র দূরীকরণের লক্ষ্যে । কিন্তু, পরে তারা মুনাফাখোর ব্যবসায়ী হয়ে ওঠে । তাহলে কারিয়া কি পারবে তার নীতির প্রতি নিষ্ঠা রাখতে ? যদি পারে, তা সেটাও বা কতদিন । একটা বিষয় পরিস্কার সব প্রশ্নের উত্তর পেতে ভারতের থেকে ভালো পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান আর হয় না । সেখানে বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে সস্তা ডেটা মোবাইল ডেটা । যে দেশে গ্রামের একজন গরীব মানুষেরও স্মার্টফোন ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আছে । আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী অতিমারির আগে ভারতে ১৪০ মিলিয়ন মানুষ দৈনিক ২.১৫ ডলারেও জীবন অতিবাহিত করেছে । তাদের যদি চোপড়ার ভাবনা মতো আর্থিক উপায়ের ব্যবস্থা করা যায়, তাহলে তা হবে বৈপ্লবিক ।ব্যস্ত বেঙ্গালুরু থেকে ৭০ মাইল দূরে আখের খেত পেরিয়ে গুলমোহর বীথিকার ছায়ায় অবস্থিত চিলুকাভাদি গ্রাম । একটি নিচু কংক্রিটের বাড়িতে স্থানীয় কৃষি সমবায়ের সদর দফতর । প্রায় এক ডজন নারী-পুরুষ হাজির । এরা সকলেই গত এক সপ্তাহে কাজ শুরু করেছে কারিয়ার জন্য ।

২৮ জুলাই মন-কি-বাত অনুষ্ঠানের ১১২-তম পর্ব, প্রধানমন্ত্রীর বার্তা শোনার প্রতীক্ষায় দেশবাসী

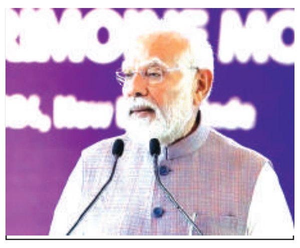

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাইঃ লোকসভা ভোটের পর গত ৩০ জুন প্রথমবার শোনা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ৩০ জুনের পর ২৮ জুলাই (রবিবার) আবারও শোনা যাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মাসিক বেতার অনুষ্ঠান মন-কি-বাত। প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দাযিত্ব নেওয়ার পর এটিই হবে তাঁর দ্বিতীয় মন-কি-বাত অনুষ্ঠান। ২৮ জুলাইয়ের মন-কি-বাত অনুষ্ঠানটি হবে ১১২-তম পর্ব।রবিবার বেলা ১১-টা থেকে আকাশবাণী এবং দূরদর্শনের সবকটি চ্যানেলে এবং আকাশবাণীর নিউজ অন এআইআর ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ, প্রধানমন্ত্রীর দফতর এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের ওয়েবসাইটে ও ইউটিউব চ্যানেলেও মন-কি-বাত অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হবে। প্রতিবারের মতো এবারও প্রধানমন্ত্রী মোদী মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে কী বক্তব্য রাখেন, তা জানার অপেক্ষায় সমগ্র দেশবাসী।

উত্তরাখণ্ডে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, অত্যধিক বর্ষণের পূর্বাভাস গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ অবিরাম বৃষ্টিতে জনজীবন বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্র, গুজরাট-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। জলস্তর বা।ছে নদীর, তৈরি হচ্ছে বন্যার মতো পরিস্থিতি। এই পরিস্থিতিতে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। উত্তরাখণ্ডে আগামী ২৯ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে।দক্ষিণ অভ্যন্তরীণ কর্ণাটকেও ভারী বৃষ্টি হবে আগামী কিছু দিন। এছাড়াও গুজরাটের বিভিন্ন জেলায় ২৯ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টি হবে। পূর্ব রাজস্থানে ২৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করা হয়েছে। কোঙ্কন, গোয়া, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং মধ্য মহারাষ্ট্রেও ২৮ জুলাই ভারী বৃষ্টি হবে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছেও অত্যধিক বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে আইএমডি-র পূর্বাভাসে।অন্যদিকে শ্রীনগরেতে, জম্মু ও কাশ্মীরে এবার আবহাওয়া বদলের পূর্বাভাস জারি করলো স্থানীয় আবহাওয়া দফতর। ২৯ জুলাই থেকে জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবর্তন হতে পারে আবহাওয়া। কমতে পারে দিনের তাপমাত্রাও। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘন্টা আংশিক মেঘলা থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আকাশ, এই সময়ে জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন অংশে বৃষ্টি প্রত্যাশিত।এরপর ২৯ জুলাই থেকে ৪ আগস্ট পর্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরের বিভিন্ন জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে, বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও উ।িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ২৯ জুলাইয়ের পর থেকেই দিনের তাপমাত্রা কমতে পারে জম্মু ও কাশ্মীরে, আগস্টের শুরু থেকেই ভালো বৃষ্টি হবে উপত্যকায়।

স্কুলে প্রাক্কালে হেপাটাইটিস দিবস পালন

নিজস্বসংবাদদাতা,বাঁকুড়াঃ স্কুলে প্রাক্কালে হেপাটাইটিস দিবস পালন। বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রাক্কালে বাঁকুড়া জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের অধীন ওন্দা দক্ষিণ চক্রের অন্তর্গত মদনমোহনপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৭.০৭.২৪ তারিখে আনন্দ পরিসরের দিনে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে হেপাটাইটিস দিবস পালন করা হয়। ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাইল্ড ক্যাবিনেটের মন্ত্রীদের কন্ঠে শোনা গেল-হেপাটাইটিস প্রতিরোধ-আমরা জানবো, অপরকে জানাবো, প্রতিরোধে-আমরা নামবো।

ধুবড়িতে নবনির্মিত কৃষি মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদের

ধুবড়ি (অসম), ২৭ জুলাই ঃ ধুবড়ি জেলার অন্তর্গত চাপরের রাঙামাটিতে নবনির্মিত শরৎচন্দ্র সিংহ কৃষি মহাবিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন রাজ্যপাল গুলাবচাঁদ কাটারিয়া।এখানে এসে প্রথমে তিনি কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র প্রর্দশন করেছেন। পরে কৃষি মহাবিদ্যালয়ের প্রেক্ষাগৃহে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে মতবিনিময় করে কৃষি বিজ্ঞানীদের উদ্দেশ্য বহু মূল্যবান বক্তব্য করেছেনরাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈবিক সার প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেওয়ার পরামর্শ দেন রাজ্যপাল। এছাড়া কৃষিকর্মের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি ব্যাপক সবল হবে বলে ছাত্রছাত্রী এবং কৃষি বিজ্ঞানীদের সামনে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেছেন তিনি।এদিকে কৃষি মহাবিদ্যালয.চত্বরে কোভিডকালে এক মাসের জন্য ধ্যান ফাউন্ডেশন নামের একটি এনজিও অস্থায়ীভাবে গোশালা তৈরি করেছিল। এক মাস অতিক্রান্ত হয়ে প্রায় তিন বছর হতে চলেছে, এনজিওটি মহাবিদ্যালয়ের ভূমি ছেড়ে অন্যত্র যেতে চাইছে না। এই বিষয়টি রাজ্যপালকে অবগত করে এর সমাধানে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন মহাবিদ্যালয় কতৃপক্ষ। সব শুনে বিষয়টির সমাধান করতে রাজ্যপাল ধুবড়ির জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছে।রাজ্যপালের সঙ্গে এসেছিলেন তাঁর পত্নীও। ছিলেন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য, ধুবড়ির জেলাশাসক, পুলিশ সুপার সহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি।

বাজেটে বঞ্চনার প্রতিবাদে ডিএমকে-র বিক্ষোভ, মোদী সরকারকে নিশানা দয়ানিধির

চেন্নাই, ২৭ জুলাই ঃ গত ২৩ জুলাই তৃতীয় মোদী সরকারের প্রথম বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন। এই বাজেট পেশ হওয়ার পর থেকেই একাধিক রাজ্য বঞ্চনার অভিযোগ এনেছে। এবার ডিএমকে-ও বঞ্চনার অভিযোগ জানিয়ে প্রতিবাদে সামিল হল। শনিবার সকালে চেন্নাইয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ডিএমকে-র নেতা ও কর্মীরা। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা।ডিএমকে সাংসদ দয়ানিধি মারান বলেছেন, দক্ষিণী রাজ্যগুলি, বিশেষ করে তামিলনাড়ু, মোদী সরকারের দ্বারা ক্রমাগত অবহেলিত হচ্ছে। আমরা গত ৩ বছর ধরে মেট্রোর দ্বিতীয় পর্যায়ের জন্য অনুদান চেয়েছি, কিন্তু এখনও একটি টাকাও দেওয়া হয়নি।

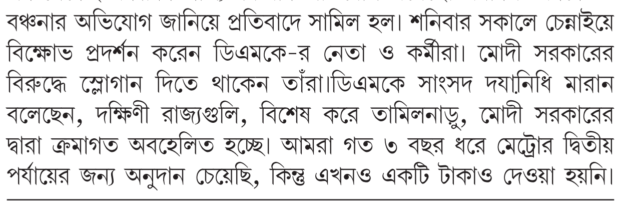

গত শুক্রবার (২৬ শে জুলাই) হাওড়া আমতার পোলগুস্তিয়া বোর্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল গাছ বাঁচাও , জল ও জলাভূমি বাঁচাও সচেতনতা শিবির ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচি। উপস্থিত ছিলেন জগৎ বল্লভ পুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রঞ্জন কুন্ডু মহাশয়, পঞ্চায়েত প্রধান শেখ নিজাম মহাশয় ও পঞ্চায়েত সদস্য ও সদস্যা ও শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ। গাছকে জড়িয়ে ধরে ছাত্র ছাত্রীরা বলেন গাছ কাটব না ও কাটতে দেবো না আমরা। এই সমস্ত আয়োজন করেন প্রধান শিক্ষক অভিজিৎ ঘোষ, সহ শিক্ষক সঞ্জু নস্কর ও আরো সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা বৃন্দ। নিজস্ব চিত্র।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

১১ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ২৭ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১২ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২২ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১২ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ৫ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈঃ২২ ইঙেন, আসামঃ ১১ শাওন, মুসলিমঃ২০-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৫ঃ০৮ঃ৫৪ এবং অস্তঃবিকাল ০৬ঃ ১৬ঃ৪০।চন্দ্র উদয়ঃরাত্রি ১০ঃ৩৯ঃ ৩৮(২৭) এবং অস্তঃসকাল ১১ঃ ৫৬ঃ০২(২৮)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ সপ্তমী (ভদ্রা) সকাল ঘ ০০ঃ৫১ঃ ২৯ দং ৪৯১৫১০ পর্যন্তনক্ষত্রঃ রেবতী বিকাল ঘ ০৫ঃ১৬ঃ০৫ দং ৩০১৭৪২.৫ পর্যন্ত পরে অশ্বিনীকরণঃবিষ্টি বিকাল ঘ ০২ঃ ০৪ঃ১২ দং ২২১৮ পর্যন্ত পরে বব সকাল ঘ ০০ঃ৫১ঃ২৯ দং ৪৯১৫১০ পর্যন্ত পরে বালবযোগঃ ধৃতিঅমৃতযোগঃদিন ০৯ঃ৩১ঃ৩৫ থেকে - ০১ঃ০১ঃ৩৯ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৮ঃ২৭ঃ১৩ থেকে - ১০ঃ৩৭ঃ ৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ০৪ঃ৩৭ থেকে - ০১ঃ৩১ঃ৩৫ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ১৫ঃ০৪ থেকে - ০৩ঃ৪২ঃ০২ পর্যন্ত। কুলিকবেলাঃদিন ০৬ঃ০১ঃ ৩১ থেকে - ০৬ঃ৫৪ঃ০২ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০৬ঃ১৬ঃ৪৬ থেকে - ০৭ঃ০০ঃ১৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃদিন ০১ঃ২১ঃ২১ থেকে - ০২ঃ৫৯ঃ৪৯ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ০৫ঃ০৯ঃ০০ থেকে - ০৬ঃ৪৭ঃ২৮ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ৩৮ঃ১৮ থেকে - ০৬ঃ১৬ঃ৪৬ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৬ঃ১৬ঃ৪৬ থেকে - ০৭ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ ৪৭ঃ২৮ থেকে - ০৫ঃ০৯ঃ০০ পর্যন্তগ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃ রবিঃ৩১০৩৫৩৫ (৮) ৩ পদচন্দ্রঃ ০৫৩৭৫ (১) ২ পদমঙ্গলঃ১৮৩৬ (৩) ৪ পদবুধঃ৪৩২৩৩৯ (১০) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০১২৩৮ (৪) ৪ পদশুক্রঃ৩২৫৩৫৩১ (৯) ৩ পদশনিঃ১০২১৪১২৭ (২৫) ১ পদরাহুঃ১১১৭৫৪১৬ (২৭) ১ পদকেতুঃ৫১৭৫৪১৬ (১৩) ৩ পদশনি বক্রি।লগ্নঃকর্কট রাশি সকাল ০৬ঃ৩৪ঃ৪৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮ঃ৪৬ঃ০৭ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০ঃ৫৬ঃ১৮ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১ঃ১০ঃ২৭ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০৩ঃ২৬ঃ১২ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫ঃ৩১ঃ২৯ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭ঃ১৮ঃ২৪ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ৫১ঃ ৪৭ পর্যন্ত। মীন রাশি রাত্র ১০ঃ ২২ঃ৫১ পর্যন্ত। মেষ রাশি রাত্রি ১২ঃ০৩ঃ২৬ পর্যন্ত। বৃষ রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ০১ঃ৪৭ পর্যন্ত। মিথুন রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ১৫ঃ০৮ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় আপাতত বৃষ্টিপাত চলবে, এমনই পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতকরা এবং ৭০ শতকরা। জোয়ার-সকাল ১০ টা ২৫ মিনিট এবং রাত ৯টা ২৫ মিনিট। ভাটা-বেলা ১টা ৫০ মিনিট এবং রাত ১ টা ২০ মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ৫টা ০৬ মিনিট এবং অস্ত যাবে ৬ টা ২০মিনিট ।

রাশিফল

মেষরাশিঃশিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় সাফল্যের জন্য কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। এই সময় অত্যধিক ব্যয়ের জন্য সঞ্চয়ে বাধা।

বৃষ রাশিঃপরিবারে আনন্দ-অনুষ্ঠান থাকলেও কতিপয় আত্মীয়ের কারসাজিতে অনুষ্ঠান নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা।

মিথুনঃ ভাইবোনদের প্রতি কর্তব্য করলেও তাদের কাছ থেকে ভালো ব্যবহার আশার করবেন না।

কর্কট রাশি ঃ পিতার শরীর এই সময় খুব একটা ভালো যাবে না। পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অধিক মুনাফা লাভ করতে পারবেন।।

সিংহ রাশিঃ সামাজিক কাজের মাধ্যমে আপনার নাম ও যশ বৃদ্ধি পেলেও আপনার কাজে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

কন্যা রাশিঃযে কোনও পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করুন। সৃজনশীল কাজে স্বীকৃতি লাভ ও সন্তোষজনক উন্নতি।

তুলারাশিঃ জলপথে ভ্রমণ এড়িয়ে চলুন। এই সপ্তাহে আপনার জন্মদিন হলে বাবা-মার কাছ থেকে মূল্যবান উপহার পেতে পারেন।।

বৃশ্চিক রাশি ঃসন্তানদের স্বাস্থ্যের ব্যাপারে সমস্যা আসতে পারে।

ধনু রাশি ঃ এতে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। বয়স্করা পূজাপাঠের মাধ্যমে শান্তিলাভ করতে পারবেন।

মকর রাশিঃ বয়স্ক জাতক-জাতিকারা কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মানসিক শান্তিলাভ করতে পারবেন।

কুম্ভ রাশি ঃপরিবারের অন্যায় আবদার সবসময় মেনে নেবেন না।

মীন রাশিঃ সামাজিক কাজের মাধ্যমে আপনার মান ও যশ বৃদ্ধি পেলেও কতিপয় ব্যক্তি আপনার কাজে জটিলতা সৃষ্টি করবে।

চাষিদের দাবি মেনে দামোদরের জল ছাড়ার কাজ শুরু করল সেচ দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ বৃষ্টির অভাবে বিঘার পর বিঘা জমিতে চাষ হয়নি। জলের অভাবে মাটিতে ধরেছে চিড়। দামোদর সেচ ক্যানেল থেকে জলছাড়ার দাবি জানাচ্ছিলেন চাষিরা। অবশেষে চাষিদের সেই দাবি মেনে শনিবার থেকে দামোদরের জল ছাড়ার কাজ শুরু করল সেচ দফতর। দক্ষিণবঙ্গে এবারে বৃষ্টির ঘাটতির পূর্বাভাস আগেই জানিয়েছিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। পরিসংখ্যান অনুযায়ী জুলাইয়ের শেষেও দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির ঘাটতির পরিমাণ ৪৪ শতাংশ। যা এবারে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা কম। হাওয়া অফিসের দাবি, অন্যান্যবারের মত এবারে টানা বৃষ্টি বা ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা এখনও নেই। সেচ দফতরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সঞ্জয় মজুমদার জানান, শনিবার থেকে দামোদর সেচ ক্যানেল থেকে জল ছাড়া শুরু হল। প্রাথমিক পর্যায়ে ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর ফিট জল ছাড়া হবে। টানা ১২ থেকে ১৫ দিন এই জল ছাড়ার প্রক্রিয়া চলবে। সঞ্জয়বাবু জানান, যেহেতু এবারে বৃষ্টির পরিমাণ কম তাই চাষির স্বার্থে অক্টোবর পর্যন্ত দফায় দফায় জল ছাড়া হবে। জানা যাচ্ছে মাইথন ও পাঞ্চেত ব্যারেজের জল দামোদর থেকে ছাড়া হবে। এখানে সেচ দফতরের দুটি সেচখাল রয়েছে। জল ছাড়ার ফলে বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া ও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার চাষিরা উপকৃত হবেন।

হাওড়া সদর সাব জুনিয়র ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ হাওড়া সিটি পুলিশের পক্ষ থেকে শুক্রবার হাওড়া সদর সাব জুনিয়র (অনুর্ধ্ব-১৫) ক্রিকেট দলের খেলোয়াড়দের সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের এদিন শিবপুর পুলিশ লাইনের কনফারেন্স হলে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আইজি ট্রাফিক দেবেন্দ্র প্রকাশ সিং, হাওড়ার নগরপাল প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার জেলাশাসক ডক্টর দিপাপ প্রিয়া পি সহ হাওড়া সিটি পুলিশের উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিজয়ী খেলোয়াড়দের উপহার দিয়ে সম্বর্ধিত করা হয়।

দক্ষিণবঙ্গের সর্বত্রই ৩০ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির পূর্বাভাস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনাও রয়েছে। হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। বাকি গুলিতেও বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। বৃষ্টি হবে মহানগরী কলকাতাতেও। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, উত্তর বঙ্গোপসাগর ও এবং সংলগ্ন বাংলাদেশ ও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপকূলে তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ বলয়। সেই সঙ্গে রয়েছে ঘূর্ণাবর্ত। এই দুইয়ের প্রভাবে আগামী ৩০ জুলাই পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানানো হয়েছে। এই সময়ে উত্তাল থাকতে পারে সমুদ্র। মৎস্যজীবীদের আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে।

আসানসোল-দানাপুর-আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষের বার্থ তৈরি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ আসানসোল - দানাপুর-আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ চালানোর মাধ্যমে অতিরিক্ত ৪৬০০ বার্থ তৈরি করা হবে। দেওঘরের বৈদ্যনাথ ধাম মন্দিরে শ্রাবণী মেলা সারা দেশে শিব ভক্তদের জন্য অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। অগণিত তীর্থযাত্রী এই শুভ উপলক্ষ্যে জাসিডিহ এলাকায় ছুটে আসেন এবং পরিবহনের নিরাপদ ও দ্রুততম মাধ্যম হিসেবে সেখানে পৌঁছানোর জন্য তারা রেলপথকে পছন্দ করেন। সেই অনুযায়ী, যাত্রীদের সুবিধার্থে, পূর্ব রেল আসানসোল-দানাপুর-আসানসোল শ্রাবণী মেলা বিশেষ চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রেলওয়ে যাত্রীদের আরাম এবং সুবিধার অগ্রাধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, বিশেষ করে এই মরসুমের মতো বর্ধিত চাহিদার সময়ে। সক্রিয়ভাবে যাত্রীদের চাহিদা মোকাবেলা করে এবং বিশেষ ট্রেন চালু করার মাধ্যমে, রেলওয়ে মানসম্পন্ন পরিবহন পরিষেবা প্রদান এবং সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি নিরবচ্ছিন্ন ভ্রমণ অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার জন্য তার উৎসর্গ পুনঃনিশ্চিত করে। বিশেষ ট্রেন চালুর সিদ্ধান্তের লক্ষ্য যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমানো এবং মসৃণ ও সুবিধাজনক ভ্রমণ নিশ্চিত করা। ০৩৫৫৩ আসানসোল-দানাপুর শ্রাবণী মেলা স্পেশাল আসানসোল ছাড়বে ১৯.৪৫ টায়। প্রতি সোমবার ২৯.০৭.২০২৪ এবং ১৯.০৮.২০২৪ (০৪ ট্রিপ) মধ্যে দানাপুর পৌঁছাবে ০২.১৫ টায়। পরের দিন এবং ০৩৫৫৪ দানাপুর-আসানসোল শ্রাবণী মেলা স্পেশাল দানাপুর থেকে ০৩.১৫ টায় ছাড়বে। প্রতি মঙ্গলবার ৩০.০৭.২০২৪ এবং ২০.০৮.২০২৪ (০৪ ট্রিপ) মধ্যে আসানসোল পৌঁছাবে ০৯.৪৫ টায়। একই দিনে। ট্রেনটি চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, জাসিডিহ, ঝাঝা, জামুই, কিউল, লুকিসরাই জং, মানকাথা, বরহিয়া, হাতিদাহ জং, মোকামা, বাঢ়, বখতিয়ারপুর জং, খুসরোপুর, ফতুহা জং, পাটনা সাহেব, রাজেন্দ্র নগর টার্মিনাল এবং পাটনা স্টেশনে থামবে। পথের দিকনির্দেশ। ট্রেনটিতে স্লিপার ক্লাস এবং সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩৫৫৩ আসানসোল -দানাপুর শ্রাবণী মেলা বিশেষ ট্রেনের বুকিং পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে উপলব্ধ।

১৩১০৮ কলকাতা-ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বার্তার অনুযায়ী, ১৩১০৮ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ২৯.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতা থেকে বাতিল করা হয়েছে, সেটি বাতিল থাকবে। নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। ১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার থেকে প্রদান করা হবে। ২. হারানো/মিসপ্লেসড টিকিটের কোনো ফেরত দেওয়া হবে না। ৩. বিদেশি পর্যটকের ক্ষেত্রে কাউন্টারে পিআরএসের কার্যক্রমের সময়ের মধ্যেই টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে। টিডিআর ইস্যু করা হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

দমদম সংশোধনাগারে বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ রাজ্যের সংশোধনাগারে মৃত্যু হল এক বিচারাধীন বন্দির। পরিবারের অভিযোগ, জেলে চিকিৎসার অভাবে মৃত্যু তাঁর। বিশেষ সকালে বন্দির মৃত্যুর খবর ফোনে তার স্ত্রীকে দেওয়া হয়। খবর পাওয়ার জেলের সামনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান পরিবারের সদস্যরা। মৃত বন্দির নাম রাজ দাস। বয়স ২০ বছর। চলতি বছর ২৮ এপ্রিল বাগুইআটির অর্জুনপুরের একটি খুনের ঘটনায় ১৯ জন-সহ রাজকে গ্রেফতার করে পুলিশ। পুলিশি হেফাজতের পর জেল হেফাজতে পাঠানো হয় তাঁদের। বিচার প্রক্রিয়ায় চলাকালীন দমদম সংশোধনাগারে বন্দি ছিলেন তিনি। কয়েকদিন আগে তাঁর শরীর খারাপ হয়। পরিবারের তরফে আদালতে বিষয়টি জানানো হয়। আদালত থেকে সেই সংক্রান্ত কাগজ সংশোধনাগারে আসলেও জেলার বিষয়টিকে পাত্তা দেননি বলে অভিযোগ।

স্ত্রীর সারা শরীরের ছুরি আঘাত করলেন স্বামী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ ঝামেলা করে স্ত্রী চলে গিয়েছিলেন বাপের বাড়িতে। স্ত্রীকে ফেরত আনতে গিয়েছিলেন স্বামী। স্ত্রীর সারা শরীরের ছুরি চালিয়ে দিলেন স্বামী, তারপর নিজেকেই শেষ করে করে দেওয়ার চেষ্টা। স্ত্রী নিয়ে যখন চলছে ছোটাছুটি, তখন ঘরে ঢুকে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলে গেলেন তিনিও। পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা করে আত্মঘাতী স্বামী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে গোঘাটের কামারপুকুরে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম রাজেশ দাস। তাঁর বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে। ছুরির আঘাতে গুরুতর আহত গৃহবধূ সুস্মিতা দাস কামারপুকুর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে প্রায় এক সপ্তাহ আগে জয়নগরে শশুরবাড়ি থেকে কামারপুকুরে বাপের বাড়িতে চলে যান সুস্মিতা। স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে শুক্রবার দুপুরে কামারপুকুরে শশুরবাড়িতে যান রাজেশ। স্ত্রীকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি। কিন্তু স্ত্রীকে মানাতে গিয়ে ফের ঝামেলা হয়ে যায় দু'জনের মধ্যে। অভিযোগ, স্ত্রীর সঙ্গে বচসা চলাকালীন অতর্কিতে একটি ছুরি দিয়ে সুস্মিতার সারা শরীরের আঘাত করতে থাকেন রাজেশ। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সুস্মিতা। মেয়ের গোঙানি শুনতে পেয়েই ছুটে আসেন তাঁর বাবা। মেয়েকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত হন সুস্মিতার বাবাও। সুস্মিতা ও তাঁর বাবাকে নিয়ে যখন বাকিদের ছোটাছুটি পড়ে যায়, তখন রাজেশ শ্বশুরবাড়িরই একটা ঘরে চলে যান। তারপর গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন বলে জানা গিয়েছে। যদিও ঠিক কী কারণে এই অশান্তি, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ঘটনাস্থলে গোঘাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এক প্রতিবেশী বললেন, বাড়ির ছাদের কোণায় অনেকক্ষণ ধরেই কথা বলছিল। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া তো হয়ই। বাড়ির লোকও মাঝে আসেনি। পরে যখন ভীষণ চিকার, বাঁচাও বাঁচাও শুনতে পাই, তখনই ছুটে আসি আমরা সবাই।

ওড়িশার এক বৃদ্ধ ভুল করে চলে এসেছিলেন হুগলিতে

দুরন্ত বার্তা, শ্রীরামপুর, ২৭ জুলাই ঃ চা খেতে বেরিয়েছিলেন। তারপর নিখোঁজ হয়ে যান বৃদ্ধ। কোনও ভাবেই খোঁজ মিলছিল না। পরে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে আবার বাড়ি ফিরলেন তিনি। জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধের বাড়ি ওড়িশায়। কোনওভাবে ভুল করে চলে এসেছিলেন হুগলির শ্রীরামপুরে। জানা গিয়েছে, অজিত বৈদ্য ওড়িশার কেন্দ্রা পাড়ার কলটুংগা চাকাদা গোগুয়া এলাকার বাসিন্দা। তাঁর পরিবার সূত্রে খবর, গত ১৭ তারিখে চা খেতে যাচ্ছি বলে তিনি বাড়ি থেকে বের হন। তারপর থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবারের লোকজন অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর স্থানীয় থানায় নিখোঁজ অভিযোগ দায়ের করেন। এর মধ্যেই গত ১৮ তারিখ হুগলির শ্রীরামপুর থানা এলাকায় ওই বৃদ্ধকে রাস্তায় ঘুরতে দেখা দেখেন কয়েকজন। শ্রীরামপুর থানার পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। কিন্তু বৃদ্ধের কথায় অসংলগ্নতা থাকায় সঠিক ঠিকানা বুঝতে অসুবিধা হয় তাঁদের। এরপর তাঁরা থানার আধিকারিক সুখময় চক্রবর্তী চুঁচুড়া আরোগ্যর কর্ণধারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। চুঁচুড়ার এই সেচ্ছাসেবী সংস্থা ভবঘুরে অসহায় মানুষদের আশ্রয় দেয়। বৃদ্ধ বেশ কয়েকদিন তাঁদের আশ্রয়ে থাকেন। বৃদ্ধর সঙ্গে কথা বলে বাড়ির সঠিক ঠিকানার খোঁজ শুরু হয়। তবে বয়সজনিত কারণে কিছুটা স্মৃতি কিছুটা লোপ পেয়েছে তাঁর। তবে তাঁর ছেলের নাম থানার নাম জানাতে পারেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার লোকজন। এরপর ওড়িশার কেন্দ্রাপাড়া জেলার মহাকালাপদ থানায় যোগাযোগ করে তার পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। শুক্রবার বৃদ্ধের ছেলে সঞ্জয় বৈদ্য চুঁচুড়ায় আসেন। তাঁর বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

মান্ধাতা আমলের ভূ-গর্ভস্থ জলের পাইপ লাইন বদলানো হবে হাওড়া শহরে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ 'মান্ধাতা' আমলের পুরাতন ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন এবার বদলানো হবে হাওড়া শহরে। জল সমস্যার সমাধানেই এমন উদ্যোগ নিতে চলেছে হাওড়া পুরসভা। পুর এলাকায় জলের জোগান আরও বাড়ানোর লক্ষ্যেই ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন এবার বদলে ফেলা হবে। প্রায় ৪০ বছরের বেশি পুরনো ওই পাইপ লাইন বদলানো হলে শহরের জল সরবরাহের প্রেসার অন্তত ৩০ শতাংশ বেড়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্যের পুর দফতরের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি বিনোদ কুমারের সঙ্গে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পর্ষদের চেয়ারম্যান ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী ও অন্যান্য সদস্যদের বৈঠকে এমনটাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। আপাতত ঠিক হয়েছে, চার ধাপে হাওড়া পুর এলাকার বহু পুরনো ভূগর্ভস্থ জলের পাইপ লাইন বদলানো হবে। বৈঠকে হাওড়া পুরসভার পক্ষ থেকে বিনোদ কুমারকে এই ব্যাপারে প্রস্তাব দেওয়া হয়। তিনি এই কাজের জন্য বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি করে পুর দফতরে পাঠানোর জন্য হাওড়া পুরসভার প্রশাসক পর্ষদের সদস্যদের নির্দেশ দিয়েছেন। হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর উপ মুখ্য প্রশাসক সৈকত চৌধুরি বলেন, হাওড়ায় ভূগর্ভস্থ জলের পাইপ লাইন বহু পুরনো। এর ফলে জলের চাপ একটু বা।।তে গেলেই পাইপ ফেটে জল লিকেজ হচ্ছে। এতে অনেক জায়গায় জল পৌঁছতে সমস্যা হচ্ছে। সমস্যার সমাধানে আমরা ভূগর্ভস্থ জলের পাইপ লাইন পুরো পাল্টানোর জন্য দফরতের আধিকারিক বিনোদ কুমারের কাছে প্রস্তাব দিয়েছি। তিনি এই কাজের ডিপিআর তৈরি করে দফতরে পাঠাতে বলেছেন। উত্তর হাওড়ার বেশিরভাগ অংশটাই সালকিয়ায় নির্মীয়মান নতুন জলপ্রকল্পের আওতায় চলে আসবে। ফলে ওই এলাকায় ভূগর্ভস্থ জলের পুরোনো পাইপ লাইন পাল্টাতে হবেনা। এছাড়া শিবপুর, মধ্য হাওড়া, দক্ষিণ হাওড়ার পুর এলাকার অঞ্চলের জলের ভূগর্ভস্থ পাইপ লাইন চার ধাপে বদল করার চিন্তাভাবনা করা হচ্ছে।

এক অসুস্থ যাত্রীকে সাহায্য করল আরপিএফ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ ২৬.০৭.২০২৪ তারিখে প্রায় ১০,৪৫ ঘটিকায়, অন-ডিউটি আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীরা প্রায় ৫৩ বছর বয়সী একজন যাত্রীকে সল্টলেক সেক্টর ৫ মেট্রো স্টেশনে হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে দেখেন। তার অবস্থা দেখে তারা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। পরিস্থিতির গুরুতরতা বিবেচনা করে আরপিএফ এবং স্টেশন কর্মীদের সহায়তায় প্রায় ১১,২৫ টায় তাকে বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। ইতিমধ্যে, স্টেশন কর্মীরা তার দেওয়া মোবাইল নম্বরে তার স্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করেন এবং তাকে তার অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। মাঝে মাঝে তার স্ত্রী হাসপাতালে এসে তাকে হেফাজতে নেয়। যাত্রীর সমস্ত জিনিসপত্র তার কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। যাত্রী মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে সদয় সহযোগিতা এবং সময়মত সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

কলকাতায় প্রকাশ্যে খুন ব্যবসায়ী, শনাক্ত অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় কলকাতার আনন্দপুরে প্রকাশ্যে এক ব্যবসায়ীকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অমৃত ব্যবসায়ীর নাম আরিফ খান এবং তিনি পূর্ব কলকাতার তোপশিয়া এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ জানিয়েছে, অচেনা কেউ তাকে খুন করেছে। অভিযুক্ত শনাক্ত হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যায় কাজের জন্য আনন্দপুর এলাকার পঞ্চাননগ্রামে গিয়েছিলেন আরিফ। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাওয়ার সময় তার পরিচিত আব্বাস নামে এক যুবক তার কাছে আসে এবং পুরনো বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া শুরু হয়। এসময় আব্বাস হঠাৎ করে ধারাল অস্ত্র বের করে আরিফের ওপর একের পর এক হামলা চালায়। রক্তাক্ত আরিফ চিৎকার করতে থাকে। আরিফের গলা শুনে স্থানীয় লোকজন ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাকে কলকাতা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক আরিফকে মৃত ঘোষণা করেন। পুলিশ জানিয়েছে, আরিফের শরীরের বিভিন্ন স্থানে কাটা পড়ে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে রাতেই হাসপাতালে পৌঁছায় আরিফের পরিবার। পরিবারের সদস্যদের দাবি, আরিফের সঙ্গে কারও শত্রুতা ছিল তা তারা জানতেন না। ব্যবসা ও অর্থ লেনদেন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুজনের মধ্যে বিরোধ ছিল বলে পুলিশ ধারণা করছে। পুলিশ জানিয়েছে, আসামিকে আটকের পর তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ঘটনায় বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যাবে।

বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্যের ৯৪ তম আত্মাহুতি দিবস পালন জয়নগরে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৭ জুলাই ঃ বীর বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য এর ৯৪ তম আত্মাহুতি দিবস পালন করা হলো ২৭ শে জুলাই শনিবার তাঁর জন্ম স্থান জয়নগর মজিলপুরে। এদিন সকালে বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভা ভবনে বিপ্লবীর স্মৃতিতে তাঁর ছবিতে মাল্যদান করে স্মরণ করলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান সুকুমার হালদার সহ একাধিক কাউন্সিলার গন।এর পরে জয়নগর মজিলপুর দও বাজারে বিপ্লবীর আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর সম্পর্কে আলোকপাত করলেন বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি রক্ষা কমিটির সম্পাদক রমাপ্রসাদ চক্রবর্তী, লালমোহন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুজিত সরখেল,সাধন কুন্ডু,প্রবীর নন্দী, পুলক বসু, খোকন দাস সহ আরো অনেকে। এর পরে এদিন দুপুরে জয়নগর মজিলপুর জে এম টেনিং স্কুলে বিপ্লবীর ছবিতে মাল্যদান ও বিপ্লবীর জীবন নিয়ে আলোচনার মধ্যে দিয়ে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হলো।উপস্থিত ছিলেন জে এম টেনিং স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপংকর মন্ডল,সহ শিক্ষক জ্যোতির্ময় দাস সহ একাধিক শিক্ষক শিক্ষিকাগন এবং বিপ্লবী কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতিরক্ষা কমিটির সদস্য ও স্কুলের পড়ুয়ারা। উল্লেখ্য,বিপ্লবী দীনেশ গুপ্তের ফাঁসির রায়দান কারী কুখ্যত বিচারক গার্লিককে প্রকাশ্য এজলাসে গুলি করে বিষপান করে আত্মাহুতি দেন বিপ্লবী কানাই লাল ভট্টাচার্য। আর তাঁর মতো শহীদকে স্মরণ করে প্রতি বছর আলিপুর জর্জকোর্টে ও তাঁর জন্মস্থান জয়নগর মজিলপুরে আত্মাহুতি দিবস পালন করা হয়।

সুবোধ সিংকে আদালতে পেশ, বাড়ল পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ

দুরন্ত বার্তা, ব্যারাকপুর, ২৭ জুলাই ঃ ফের সুবোধ সিংকে ৬ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিল ব্যারাকপুর আদালত। বিহারের গ্যাংস্টারের থেকে অস্ত্র উদ্ধারের জন্যই নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়েছিল পুলিশ। শনিবার তা মঞ্জুর করেছে আদালত। সুবোধকে ৬-দিনের জন্য নিজেদের হেফাজতে পেল পুলিশ। সাতদিনের পুলিশি হেফাজত শেষ হওয়ায় শনিবার বিহারের কুখ্যাত গ্যাংস্টার সুবোধ সিংকে আদালতে পেশ করা হয়। সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীতে মুড়ে ফেলা হয় আদালত চত্বর। দুপুর দেড়টা নাগাদ কড়া পুলিশি পাহারায় আদালতে নিয়ে আসা হয় সুবোধকে। এদিনও হেলেমেটে মাথা-মুখ ঢেকে প্রিজন ভ্যান থেকে নামানো হয় বিহারের গ্যাংস্টারকে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনী সুবোধকে শনিবার কোর্ট লকআপে নিয়ে যায়।

রয়েছে বড় বিপদের আশঙ্কা,তবুও যাত্রী বোঝাই নৌকাতে চলছে গ্যাস সিলিন্ডার পারাপার

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ জুলাই ঃ গ্যাস সিলিন্ডার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে আতঙ্ক । তবুও সাংসারিক জীবনে গ্যাস সিলিন্ডার ছাড়া এক পা-ও ফেলতে পারেনা মানুষজন। কিন্তু শতাধিক ভর্তি গ্যাস সিলিন্ডার যাত্রী বোঝাই নৌকাতে করে বিভিন্ন দ্বীপে টাকার লোভে নিয়ে যাওয়া এটা কি ধরনের ব্যবস্থাপনা তা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। ঘটনাটি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার পাথরপ্রতিমা ব্লকের জনবহুল এলাকা রামগঙ্গা পাথরপ্রতিমা, বিরাটের বাজার সহ বিভিন্ন জায়গায়। উল্লেখ্য পাথরপ্রতিমার প্রায় নটি দ্বীপ রয়েছে নদী বহুল এলাকা জুড়ে । এর মধ্যে প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই গ্যাস কানেকশন রয়েছে বিভিন্ন কোম্পানির । সেই সিলিন্ডার গুলো নিয়ে যেতে হলে নৌকাই একমাত্র ভরসা। এই দ্বীপ গুলির বিভিন্ন দিক থেকে মানুষজন নৌকাতে করেই যাতায়াত করেন। আর সেই নৌকাগুলো রামগঙ্গা পাথর বিরাটের বাজার থেকে যখন দ্বীপে পৌঁছায় তার উপরে থাকে গ্যাস সিলিন্ডার নীচে থাকে প্রচুর যাত্রী। এর মধ্যে কোন কোন নৌকাতে থাকেন প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। যাত্রীদের অভিযোগ যদি মাঝ নদীতে কোন ভাবে গ্যাস সিলিন্ডার থেকে দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে বড় বিপদ হবে যাত্রীদের। কারণ নৌকাতে ধূমপান যেমন চলে তেমনি যেখানে নৌকার ইঞ্জিন চলে তার কাছাকাছি গ্যাস সিলিন্ডার থাকে। আর ইঞ্জিনের পাইপ দিয়ে গরম ধোঁয়া ও আগুনের স্ফুলিঙ্গ বার হতে থাকে।এইভাবে কি গ্যাস সিলিন্ডার ও মানুষজন একসঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় সেই প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার সাধারণ যাত্রীরা । তাদের দাবী এই সামান্য টাকার জন্য বহু মানুষের জীবন বিপন্ন হতে পারে। গ্যাস সিলিন্ডারের জন্য আলাদা নৌকার ব্যবস্থা করা উচিত । এ বিষয়ে পাথরপ্রতিমা পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি রাজভব আদর্শিক বলেন গ্যাস সিলিন্ডার যাত্রীবাহী নৌকায় নিয়ে যাওয়া বারণ রয়েছে তা সত্ত্বেও এইভাবে চলছে বলে খবর পাওয়া যাচ্ছে । প্রশাসনকে ইতিমধ্যেই গোটা বিষয়টি জানানো হয়েছে । খুব তাড়াতাড়ি এই বিষয়টি নিয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

চাঁপদানী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সচেতনতার প্রচার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ জুলাই ঃ চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রার উদ্যোগে বিভিন্ন ওয়ার্ডে বৃক্ষ রোপণ ও পরিবেশ সচেতনতা প্রচার কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। সকালে স্থানীয় ক্লাব এবং বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা গাছ লাগানোতে হাত লাগায়। চাঁপদানী পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডের বিভিন্ন স্থানে চারাগাছ লাগানো হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের মধ্যে চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এই কাজে সহযোগিতা করে বিভিন্ন স্কুল, ক্লাব, এবং বনদপ্তর। চাঁপদানী পৌরসভার পৌর প্রধান সুরেশ মিশ্রা বলেন এই যে বিশালাকার সব বিল্ডিং তৈরি হয়েছে এতে এক একটা বিল্ডিংয়ে ২০০ থেকে ২৫০ টি এসি মেশিন লাগানো আছে। এসি মেশিন থেকে বাইরে যে গরম হাওয়া বের হচ্ছে তা থেকে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। এই দাবদাহ থেকে বাঁচার একটাই রাস্তা নতুন করে গাছ লাগানো। গাছের ছায়া পরিবেশকে ঠান্ডা এবং দূষণমুক্ত রাখে শুধু তাই নয় গাছ আমাদের যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেন যোগান দেয় যা মানুষের বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন। বিভিন্ন ওয়ার্ড ছাড়াও বিষ ফ্রী প্রাইমারি স্কুল এলাকায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয়। সুরেশ মিশ্রা জানান বিশ্ব উষ্ণায়ন রুখতে বৃক্ষরোপণ একমাত্র হাতিয়ার। তিনি চাঁপদানি পৌরসভার বাসিন্দাদের অনুরোধ করেন সবাই যাতে নিজের বাড়িতে গাছ লাগান, এতে পরিবেশ ভালো থাকবে। পরিবেশকে সুস্থ ও স্বাভাবিক রাখতে গাছের কোন বিকল্প নেই। তিনি জানান আমরা বিভিন্ন ওয়ার্ডের নানা এলাকায় গাছ লাগিয়েছি, পাশাপাশি রাস্তার দুই ধারে সরকারি জমিতে ১৪ নং ওয়ার্ডে, রেললাইনের ধারে, খেলার মাঠে, পৌরসভা এলাকাতেও গাছ লাগিয়েছি। এর সাথে সাধারণ মানুষকে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন করা হলো । পৌরসভার অন্যান্য ওয়ার্ডের সঙ্গে এদিন ১৪ নং , ১৫ নং ১৩ নং ও ১৯ নং ওয়ার্ড সহ বিভিন্ন এলাকায় পৌরসভার উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়। বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁপদানী পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান, ১৩ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্রীমতি শর্মিষ্ঠা মিশ্রা, কাউন্সিলর সুরজ কুমার গুপ্তা, বিক্রম গুপ্তা, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাহুল রায়, রাজু জয়সওয়াল, সন্তোষ সিং, পৌরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা সহ বিশিষ্টজনেরা। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে এলাকার মানুষেরাও সমবেত হন।

ন্যাকের সাফল্যের পর সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাই ঃ ন্যাকের সাফল্যের পর সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদের বার্ষিক সাধারণ সভার আয়োজক হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন । সমগ্র রাজ্যের নিরিখে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার মেয়েদের কলেজের সামনের সারিতে যে কয়েকটি কলেজের নাম উঠে আসে দক্ষিণেশ্বর হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেন যার মধ্যে অন্যতম। ইতিমধ্যে তাদের ন্যাকের মূল্যায়ণে স্বীকৃতি 'এ প্লাস '। কলেজের অধ্যক্ষা ডঃ সোমা ঘোষ এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন জেলার এই কলেজটি থেকে ৬০০ জনের বেশি ছাত্রীর কর্মসংস্থান হয়েছে। শুধু প্রথাগত শিক্ষা নয়, একাধিক প্রথা বহির্ভূত পাঠক্রম ও স্বনিযুক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন ও তার ফলাফল স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ৮৮ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের আন্তরিক সমন্বয়ে হীরালাল মজুমদার মেমোরিয়াল কলেজ ফর উইমেনের

সাফল্যের মুকুটে একাধিক পালক জোড়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সাংবাদিক সম্মেলনে কলেজের অধ্যক্ষা আরও জানিয়ে বলেন পরিচালন সমিতি, এলাকার স্থানীয় বিধায়ক ও সাংসদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্য সরকারের সাথে সমন্বয়ে আগামী দিনে এই কলেজ পেতে চলেছে একটি আলাদা ক্যাম্পাস। যেখানে আপাতত ২৭ টি বিষয়ের পাশাপাশি আরও কিছু পাঠক্রম চালু করার কথা ভাবছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। গত শিক্ষাবর্ষ অনুযায়ী প্রায় ১৩২৬ জন শিক্ষার্থী আগামী ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শক এই কলেজ তেমনই রাজ্যে উচ্চ শিক্ষার এক অন্যতম মডেল হয়ে উঠে আসবে বলে মনে করে এই কলেজের ছাত্রীরা। এমন সাফল্যের পাশাপাশি ক্ষুদ্র পরিসরে দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা এই কলেজ ইতিমধ্যে সারা বাংলা অধ্যক্ষ পরিষদের ৩২ তম বার্ষিক সাধারণ সভার ব্যবস্থাপক হিসেবে নিজেদের তুলে এনেছে। তাদের এই ব্যবস্থাপনায় শতাধিক কলেজের অধ্যক্ষরা অংশ গ্রহণ করে আলোচনা পর্যালোচনা করবেন। তথ্য ও ছবি সুবল সাহা।

সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে বলে উঠে এলো তথ্য ব্যাঘ্র প্রকল্পের হাতে

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৭ জুলাই ঃ সু ন্দরবনে রয়েল বেঙ্গলের সংখ্যা বাড়ায় খুশি বন দফতর থেকে শুরু করে পর্যটক ও পরিবেশ প্রেমীরা। দু বছর আগে সুন্দরবনে ১০১টি বাঘের থাকার কথা ঘোষণা করে ছিল কেন্দ্র। সেই সংখ্যা আরও কিছুটা বেড়েছে বলেই এবারে দাবি করলো সু ন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের আধিকারিক। গত নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে ফের বাঘ গুনতে ক্যামেরা বসানো হয় সু ন্দরবনের জঙ্গলে। সেই ছবি বিশ্লেষণ করেই বন দফতরের দাবি, এক ধাক্কায় অনেকটাই বংশবৃদ্ধি ঘটেছে এই বাঘের। এক বছরের কম বয়সি শাবকদের গণনায় ধরা হয় না। এ বারের ছবিতে এই বয়সি বেশ কিছু শাবক দেখা গিয়েছে। পাশাপাশি, ১ থেকে ৩ বছর বয়সি বাঘের বাচচার ও দেখামিলেছে। সেই সংখ্যাটা প্রায় ২০ শতাংশের কাছাকাছি। তবে সু ন্দরবনের জঙ্গলে বর্তমানে বাঘের সঠিক সংখ্যা কত তা বলেননি বনকর্তারা। সু ন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বলেন,যখন বিড়াল প্রজাতির কোনো ও প্রাণী যথেষ্ট পরিমাণ শাবকের জন্ম দেয়, তখন বুঝতে হবে, তাঁরা নিরাপদ রয়েছে। সুস্থ প্রজনন করতে সক্ষম হচ্ছে। এ বারের ক্যামেরার ছবিতে আমরা জঙ্গলে প্রচুর ব্যাঘ্র শাবকের দেখা পেয়েছি।বাঘের সংখ্যা যেমন আগের তুলনায় কিছুটা বেড়েছে, তেমনই এত শাবকের কারণে আগামীতে বাঘের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই আমাদের অনুমান। চার বছর অন্তর দেশে বাঘ গণনার কাজ হয়। সুন্দরবনের জঙ্গলে স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসিয়ে বাঘেদের গতিবিধির ছবি তোলা হয়। সেই ছবি বিচার-বিশ্লেষণ করে বাঘের সংখ্যা নির্ধারণ করে বন দফতর। দেশের সব ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফে এই কাজ করা হয়।কাজের শেষে বাঘের ছবি বিশ্লেষণ করে পাওয়া তথ্য প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকার। গত কয়েকটি বাঘসুমারিতেই সু ন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়তে দেখা গিয়ে ছিলো। ২০১৮ সালে বাঘের সংখ্যা ছিল ৮৮টি। ২০২২ সালে তা আরও বেড়ে ১০১টি হয়। কেন্দ্রীয় গণনার পাশাপাশি সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের তরফেও প্রতি বছর নিজেদের মতো করে একই ভাবে জঙ্গলে ক্যামেরা বসিয়ে এলাকায় বাঘেদের পরিসংখ্যান তথ্য সংগ্রহ করা হয়। আর ব্যাঘ্র প্রকল্প সূত্রে জানা গেল,গত বছর নভেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে এই কাজ শুরু হয়ে ছিলো। জঙ্গলের মোট ৭৩২টি জায়গা চিহ্নিত করে প্রতি জায়গায় দু'টি করে মোট ১৪৬৪টি স্বয়ংক্রিয় ক্যামেরা বসানো হয়।গত কয়েক মাস ধরে সেই ক্যামেরার ছবির ওপর বিশ্লেষণ করে এই তথ্য উঠে এসেছে তাদের কাছে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৮ সংখ্যা, রবিবার, ১২ শ্রাবণ, ১৪৩১

হকির জাদুকর ধ্যানচাঁদ

গল্পটি ১৯৩৬ সালে অনুষ্ঠিত বার্লিন অলিম্পিকের। জার্মানির বিরুদ্ধে খেলা হকি ম্যাচে ভারত ৮-১ ব্যবধানে দুর্দান্ত জয় পেল। ম্যাচে মেজর ধ্যানচাঁদের খেলা জার্মান স্বৈরশাসক অ্যাডলফ হিটলারকেও মুগ্ধ করেছিল। ম্যাচের পরে, হিটলার মেজর ধ্যানচাঁদের সাথে দেখা করেন এবং তাঁকে তার সেনাবাহিনীতে সিনিয়র পদ ও তার দেশের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রস্তাব দেন । যাইহোক, তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সাথে হিটলারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই পদক্ষেপে তিনি সারা বিশ্বে প্রশংসা কুড়িয়েছেন। ধ্যানচাঁদের কথা শুনে হিটলার নীরবে সেখান থেকে চলে গেলেন। যদিও এই বৈঠকটি কয়েক মিনিটের ছিল, কিন্তু তাতে প্রমাণ হল ধ্যানচাঁদের জন্য তাঁর দেশের চেয়ে বড় কোনো পদ নেই। ভারতীয় পুরুষ হকি দল ১৯৩৬ সালে স্বর্ণপদক জিতেছিল, কিন্তু ধ্যানচাঁদ জাতীয় পতাকা না দেখে ভিতরে ভীষণ দুঃখ পেয়েছিলেন। হিটলার পদক বিজয়ীদের একটি পার্টি দিয়েছিলেন, কিন্তু ধ্যানচাঁদ সেখানে যাননি। স্পোর্টস গ্রামেই বসেছিলেন। তার চোখে ছিল জল। যখন একজন সতীর্থ তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে আজ তো তাদের দলটি জিতলো তবে কেন তিনি কাঁদছেন, ধ্যানচাঁদের উত্তর ছিল যে , ইউনিয়ন জ্যাকের (ব্রিটিশ ভারতের পতাকা) পরিবর্তে তেরঙ্গা থাকলে তিনি বেশি খুশি হতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর যখন ভারতীয় দলকে লন্ডন অলিম্পিকে খেলতে যেতে হয়েছিল, তখন ধ্যানচাঁদের বয়স ছিল ৪৩ বছর। এরপরও তাকে দলে খেলতে বলা হলেও এখন তরুণদের সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি লন্ডন অলিম্পিকে খেলতে অস্বীকার করেছিলেন। যদিও পূর্ব আফ্রিকা ১৯৪৮ সালে ভারতীয় দলকে সেখানে খেলার আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, তবে এটিও বলেছিল যে, যেকোনও মূল্যে ধ্যানচাঁদকে এই দলে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। তারপর ধ্যানচাঁদ এই সফরে গিয়েছিলেন এবং এমনকি ৪৩ বছর বয়সেও তিনি সেই সফরে ৫২ গোল করেছিলেন। সেসময় ভারত সহজেই গ্রুপ-তে তার সমস্ত ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে প্রবেশ করেছে, অন্যদিকে জার্মানি আরও আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছে এবং গ্রুপ থেকে এগিয়ে যেতে সফল হয়েছে। সেমিফাইনালে ফ্রান্সকে ১০-০ গোলে হারিয়ে ভারতীয় হকি দল অলিম্পিকের ফাইনালে উঠল। এই ম্যাচে চার গোল করেছিলেন ধ্যানচাঁদ। ফাইনালেও ভারতীয় খেলোয়াড়দের দাপট দেখা গেছে। তবে, জার্মান গোলরক্ষক টিটো ওয়ার্নহোল্টজের সাথে সংঘর্ষের পর তার দাঁতও ভেঙে যায়। ধ্যানচাঁদ চিকিৎসার পরে মাঠে ফিরে আসেন এবং দ্বিতীয়ার্ধে তিনি আরও দ্রুত দৌড়ানোর জন্য জুতো খুলে ফেলেছিলেন। মনে করা হয়, মেজর ধ্যানচাঁদ যখন হকি খেলতেন, তখন মনে হতো বল যেন তার লাঠিতে লেগে থাকতো। ১৯২৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৬ বিশ্ব অলিম্পিকের হকি খেলার ইতিহাসে উজ্জ্বল মুখ ধ্যানচাঁদ। তিনি তাঁর খেলোয়াড় জীবনে বিশ্ব অলিম্পিক হকি খেলায় মোট ১০১টি গোল করার পাশাপাশি হয়েছেন একক ভাবে গোল করার সর্বোচ্চ স্কোরার। এছাড়াও আন্তর্জাতিক হকি খেলাতে ধ্যানচাঁদ মোট ৩০০টি গোল করেন।

বহু ভাষাবিদ হরিনাথ

প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িয়ে ধর্মতলা স্ট্রিট ধরে বাড়ি ফিরছেন হরিনাথ। আচমকা দেখলেন রাস্তার মোড়ে লোকজনের জটলা। দু'পা এগিয়ে যেতেই নজরে এল, এক যুবক তারস্বরে বক্তৃতা করছেন। তাঁকে ঘিরে যাঁরা, তাঁরা তাঁর একটি শব্দও বুঝছেন না। গুঞ্জন তাই নিয়ে। কিন্তু যুবকটির তাতে কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। তিনি উত্তেজিত হয়ে বক্তৃতা করেই চলেছেন। হরিনাথ কিন্তু একটু দাঁড়িয়েই বুঝে গিয়েছেন, ভাষাটি আরবি। এবং ধর্ম নিয়ে কোনও এক বিতর্কিত বক্তব্য রাখতে চাইছেন যুবক। এতক্ষণে কেউ বোঝেননি, তাই রক্ষে। কিন্তু কেউ যদি বুঝে ফেলেন, তো মহা বিপদে পড়ে যেতেই পারেন যুবক। অপেক্ষা না করে হরিনাথ তখনই সটান বক্তার কাছে গিয়ে আরবি ভাষাতেই ওঁকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ভিড় থেকে বের করে আনলেন। আলাপচারিতায় জানতে পারলেন, যুবকের নাম রিজকুল্লাহ মালাতি। নিবাস মিশর। হরিনাথ তাঁকে ঠাঁই দিলেন নিজের বাড়িতে। প্রায় দু'বছর টানা হরিনাথের কাছেই ছিলেন এই মিশরীয়-যুবক। অতিথির সেবার জন্য অন্য সব উপসর্গ তো ছিলই, সেই সঙ্গে হরিনাথ তাঁকে নিয়মিত একটি মিশরীয় সংবাদ পত্রও জোগান দিয়েছিলেন। সে-কালে শহর কলকাতায় প্রায়-দুঃসাধ্য এই কাজটি হরিনাথ যে কী ভাবে সম্ভব করতেন, কে জানে! কিন্তু হরিনাথ ছিলেন এমনই। শুধু নিজ-ভাষাভাষী বলে নয়, অন্য ভাষীর প্রতিও তাঁর টান ছিল তীব্র। কে এই হরিনাথ? হরিনাথ দে। চৌত্রিশ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবন কাটিয়ে তিনি যখন পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করছেন, তত দিনে কুড়িটি ইউরোপীয় ভাষা, চোদ্দোটি ভারতীয় ভাষা কব্জা করে ফেলেছিলেন। ভাষা আর হরিনাথ। হরিনাথ আর ভাষা। ওইটুকু জীবনে এ-দুইকে ঘিরে কত যে গল্প! ইতালি। ভ্যাটিকান সিটি। পোপ দশম পিউসের সামনে হরিনাথ। পোপকে চোস্ত লাতিন ভাষায় অভিবাদন জানালেন বাঙালি যুবক। হরিনাথের চোখা চোখা লাতিন উচ্চারণে স্তম্ভিত পোপ। পরামর্শ দিলেন, এ বার ইতালীয়টাও শিখে ফেললে হয় তো! পোপকে স্তম্ভিত করে দিয়ে হরিনাথ এর পর তাঁর সঙ্গে সরাসরি ইতালীয়তেই কথা বলতে শুরু করে দিলেন! হরিনাথের ল্যাটিন-দক্ষতা চমকে দিয়েছিল লর্ড কার্জনকে। আরবি ও পার্সি থেকে অনুবাদ করে তিনি সাহেবকে একটি বই উপহার দেন। বইটির উৎসর্গ পত্রটি ছিল ল্যাটিনে লেখা। তাতে এতটাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন কার্জন, যে ঢাকায় গিয়ে তিনি ডেকে পাঠান হরিনাথকে। হরিনাথ তখন ঢাকার এক কলেজের অধ্যাপক।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

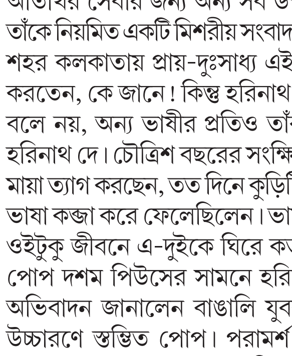

ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা ব্যক্তি। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হয়। শ্রদ্ধা করতে হয়। মাকে ভক্তি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতে হবে। মাকে পুজো করতে হবে। মায়ের আর্শীবাদকে গ্রহণ করতে হবে। মায়ের পাকে জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। মায়ের সেবা করতে হবে। মাতৃভক্ত হতে হবে। তবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। নাহলে মুক্তি মিলবে না।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ ও শ্রীবৃদ্ধি করে গিয়েছিলেন সাহিত্যিক কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর অসাধারণ 'নকসা সাহিত্য' সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে

বিশেষ প্রতিবেদক

পূর্ব প্রকাশের পর

কিন্তু সবথেকে কৌতুকের ব্যাপার হল যে, শেষপর্যন্ত এই ভোলানাথকেই কালীপ্রসন্নের অসীম অনুকম্পার দারস্থ হতে হয়েছিল। 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থটির দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবার জন্য ভোলানাথকে কালীপ্রসন্নের কাছেই কাতর নিবেদন জানিয়ে পত্র লিখতে হয়েছিল। অতীতে 'শ্রীতালাহুল ব্ল্যাক-ইয়ার, প্রকাশক'; স্বাক্ষরিত 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় সেই চিঠিটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। সেই সংস্করণে 'ব্ল্যাক-ইয়ার' (অথবা হুতোম?) এপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন; ফলে 'আপনার মুখ আপনি দেখ' গ্রন্থকার হুতোমের বমন অপহরণ করে বামনের চন্দ্র গ্রহণের ন্যায় হুতোমের নক্শার উত্তর দিতে অগ্রসর হন ও বই ছাপিয়ে ঐ বই হুতোমের উত্তর বলে কতকগুলি ভদ্রলোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে ব্যাচেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বহুদিন ঐ ব্যবসা চললো না। ... এমন কি, ঐ গ্রন্থকার খোদ হুতোমকেই তাঁরে সাহায্য কত্তে ও কিঞ্চিৎ ভিক্ষা দিতে প্রার্থনা করেন।

হুতোমকে লেখা ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়ের চিঠির শেষে একটি অধ্যাত্মভাবমূলক কবিতা পাওয়া যায়। হুতোম কোথাও নিজের নাম বা ভোলানাথের নাম প্রকাশ না করলেও, সেই কবিতার অন্তরালে তাঁদের দু'জনের নামই সংকেতে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ভিক্ষাপাত্রের দ্বারা যে সত্যিটি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়, সেটা হল যে; হুতোমের জয়যাত্রার সামনে কোন প্রতিপক্ষই সেদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেন নি। এর কারণ হল যে, অকৃত্রিম দেশপ্রেম আর সত্যের শক্তিই কালীপ্রসন্নের অমোঘ যুদ্ধাস্ত্র ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র টেকচাঁদের রচনার প্রশংসা করেছিলেন এবং তাঁকে অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন। কিন্তু হুতোম তাঁর কাছ থেকে কোনও প্রীতি কটাক্ষ লাভ করতে পারেননি। বালাই বাহুল্য যে, হুতোমের ভাষা ও বক্তব্য বঙ্কিমের কখনো ভালো লাগেনি। তবে সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমের রাজকীয় উপেক্ষা সত্ত্বেও হুতোমের নকশা কিন্তু তাঁর নিজস্ব মর্যাদায় স্বমহিম থেকে গিয়েছে।

হুতোম তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় নিজের দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়েছিলেন, এই নকশায় একটি কথা অলীক বা অমূলক ব্যবহার করা হয় নাই। এই গ্রন্থটির ভেতরে হুতোমের সমকালীন ব্যক্তিবিশেষ তাঁদের নিজস্ব প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেও সেবিষয়ে লেখকের বক্তব্য কিন্তু নির্বিশেষ ছিল, আমি কারেও লক্ষ্য করি নাই অথচ সকলেরেই লক্ষ্য করিচি, এমন কি স্বয়ং নক্শার মধ্যে থাকিতে ভুলি নাই।

এককথায় এই গ্রন্থটি তৎকালীন কলকাতার সমাজ এবং ব্যক্তি চরিত্রের একটি সামগ্রিক চিত্র। দীনবন্ধু মিত্রের মত একটি 'দর্পণ' সমাজের হাতে তুলে দেওয়াটা কালীপ্রসন্নের মনোগত অভিলাষ হলেও শেষপর্যন্ত সেযুগের নীলকরদের বর্বর প্রতিহিংসার কথা চিন্তা করেই তাঁকে সেবিষয়ে নিবৃত্ত হতে হয়েছিল; দর্পণে আপনার কদর্য মুখ দেখে কোন বুদ্ধিমানই

আরসিখানি ভেঙে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হ্যাঙ্গাম দেখেশুনে; ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরসি ধত্তে আর সাহস হয় না; তাই তাঁকে; 'সং সেজে রং কত্তে' ;হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সেই 'রং',এর উদ্দেশ্য শেষপর্যন্ত সার্থক হয়েছিল। হুতোমের ঠোঁটের ঘায়ে সেযুগের সামাজিক বানরেরা রক্তাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। উনিশ শতকের 'আজব শহর কলকেতা'র কোন বিকৃতি বা কোন গ্লানি তাঁকে এড়িয়ে যেতে পারেনি।

হুতোম প্যাঁচার নকশা গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে রুচির দিক থেকে হুতোম নিজের অসাধারণ সংযত মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে, সমগ্র গ্রন্থটিতে শুধুমাত্র 'মাহেশের স্নানযাত্রা' প্রবন্ধের সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বাকিটা নির্মল কৌতুকে উদ্ভাসিত। অথচ কালীপ্রসন্ন কিন্তু ইচ্ছা করলেই ভবানীচরণের মত প্যারডির ছলে প্রচুর কুরুচির সরসতা করতে পারতেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বলতে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু হুতোমের প্রতি সুবিচার করেননি।

হুতোমের নকশায় সেযুগের সমস্ত স্তরের মানুষেরই ছবি থাকলেও কালীপ্রসন্ন মুখ্যতঃ তখনকার 'হঠাৎ বাবুদের' আঘাত করেছিলেন। সেযুগে নানারকম জাল-জুচ্চুরি এবং ফন্দি-ফিকিরের আশ্রয় নিয়ে যাঁরা রাতারাতি বড় মানুষ হয়ে উঠেছিলেন, কলকাতা শহরের গ্লানি-মন্থনের কাজে সেই তাঁরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। হুতোমের গ্রন্থে উল্লেখিত বীরকৃষ্ণ দাঁ এবং পদ্মলোচন দত্তের দল একথার সার্থক উদাহরণ। অপসঞ্চিত অর্থের বাষ্পে ফেঁপে-ওঠা বেলুনের মত সেযুগের সেই সমাজশত্রুর দলকে হুতোম বিদ্রূপের কশাঘাতে জর্জরিত করে তুলেছিলেন। তাঁর হাতে 'হঠাৎ অবতার' পদ্মলোচনের বিশ্লেষণ এরকম হয়েছিল; হঠাৎ টাকা হলে মেজাজ যে রকম গরম হয়, এক দম গাঁজাতেও হয় না। ... কিছুদিনের মধ্যে পদ্মলোচন কলিকাতা শহরের একজন প্রধান হিন্দু হয়ে পড়েন; তিনি হাই তুললে হাজার তুড়ি পড়ে; তিনি হাঁচলে জীব! জীব! জীব! শব্দে ঘর কেঁপে ওঠে! ওরে! ওরে! হুজুর ও 'যো হুকুমের' হল্লা পড়ে গ্যালো, ক্রমে শহরের বড় দলে খবর হল যে কলকেতার ন্যাচরাল হিস্ট্রীর দলে একটি নম্বরে বাড়লো! গ্রন্থটিতে এইধরণের ছবির সঙ্গে লেখক তৎকালীন বাংলার দুর্গতির জন্য অকৃত্রিম দীর্ঘশ্বাসও ফেলেছিলেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল যে; সেযুগের বাঙালি ধনী সম্প্রদায়ের হাত ধরে দেশ এবং জাতির সর্বতোমুখী উৎকর্ষ সাধিত হবে। কিন্তু ইংরেজিতে যেটাকে; "ill begotten money ;বলে, সেটা তখন সমস্ত দেশকে আরো বেশি করে সর্বনাশের দিকেই এগিয়ে দিয়েছিল। এপ্রসঙ্গে হুতোম তাঁর নকশায় লিখেছিলেন; যারা প্রভূত ধনের অধিপতি হয়ে স্বজাতি সমাজ ও বঙ্গভূমির মঙ্গলের জন্যে কায়মনে যত্ন নেবে, না সেই মহাপুরুষেরাই সমস্ত ভয়ানক দোষ ও মহাপাপের আকর হয়ে বসে রইলেন, এর বাড়া আর আক্ষেপের বিষয় কি আছে।

কালীপ্রসন্নের এই সদিচ্ছাই হুতোম প্যাঁচার নকশার মূল অনুপ্রেরণা ছিল। শুধু আক্রমণের তীক্ষ্ণতাই নয়, গ্রন্থটির পত্রে পত্রে প্রসঙ্গে প্রসঙ্গে কালীপ্রসন্নের অশ্রুসিক্ত দীর্ঘশ্বাস ঝরে পড়েছিল। সেযুগের সমাজকে তিনি যতটা আঘাত করেছিলেন, সেটার থেকে বেশি নিজে আহত হয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে, কোন শ্রেষ্ঠ শ্লেষশিল্পীর বা স্যাটায়ারিস্টের এটাই হল আদর্শ। যিনি সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হন, শুধুমাত্র তাঁরই জাতি এবং সমাজকে ব্যঙ্গ করবার অধিকার থাকে। যেখানে প্রীতি নেই কিংবা সহানুভূতি নেই; হৃদয়হীনতার সেই আঘাতের মধ্যে দিয়ে কোন উদ্দেশ্যই সাধিত হতে পারে না। সেই ধরণের নির্মমতায় কোন জাতিরই কল্যাণ হয় না, তাতে মানুষ আত্মশুদ্ধির জন্য অনুপ্রাণিত হয় না,; বরং হিংস্র ক্ষোভে উত্যক্ত হয়ে ওঠে। সহানুভূতির অশ্রু রেখাই হুতোম প্যাঁচার নকশার ধ্রুবপদ।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে কালীপ্রসন্নের সমবেদনার উজ্জ্বলতম চিত্র হল তাঁর 'রেলওয়ে' প্রবন্ধটি। সেযুগের যাঁরা সাধারণ দরিদ্র মানুষ ছিলেন, যাঁরা তখনকার রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী ছিলেন, তাঁদের যে ছবি কালীপ্রসন্ন নিজের লেখায় ফুটিয়ে তুলেছিলেন; সেটার ভেতর দিয়ে এমন এক মর্মভেদী কারুণ্য প্রকটিত হয়েছিল যে, শেষপর্যন্ত সেটি কৌতুকের সমস্ত আবরণকে বারে বারে ছাপিয়ে গিয়েছিল। কিভাবে তখন এই মানুষগুলি পদে পদে বঞ্চিত হয়েছিলেন, কেমন করে সেকালের অসাধু রেল কর্মচারীর দল তাঁদের উপরে উৎপীড়ন চালিয়ে . ছিলেন, জমাদার আর চাপরাসীদের বেত কি নির্মমভাবে তাঁদের রক্তাক্ত করে দিয়েছিল এবং সর্বশেষে তৃতীয় শ্রেণীর গাড়িতে তাঁরা কিভাবে স্থানলাভ করেছিলেন; কালীপ্রসন্নের কলমে এই বর্ণনাগুলির দ্বিতীয় কোন তুলনা বাংলা সাহিত্যে আজও পাওয়া যায় না।

যে সকল হতভাগ্য ইংরেজ ব্ল্যাকহোলের যন্ত্রণা হতে জীবিত বেরিয়েছিলেন, তাঁরা এই কোম্পানীর থার্ড ক্লাস দেখলে একদিন এদের এজেন্ট, ও লোকোমোটিব সুপারিন্টেন্ডেন্টকে সাহস করে বলতে পাত্তেন যে, তাঁদের থার্ড ক্লাস যাত্রীদের ক্লেশ ব্ল্যাকহোলবদ্ধ সাহেবদের যন্ত্রণা হতে বড় কম নয়।

নিজের ব্যক্তিজীবনে কালীপ্রসন্ন নির্ভীক দেশপ্রেমের যে পরিচয় দিয়েছিলেন; হুতোম প্যাঁচার নকশাতেও সে প্রমাণ পাওয়া যায়। তৎকালীন কলকাতার সুপ্রীম কোর্টের জাস্টিস মর্ডান্ট ওয়েলস সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের যোগ্য প্রতিনিধি ছিলেন, কোন একসময়ে তিনি আদালতে প্রকাশ্যে বলেছিলেন, বাঙালীরা মিথ্যাবাদী ও বব্বলের (বর্বরের?) জাত।

তখন তাঁর সেই স্পর্ধার প্রতিবাদে তৎকালীন বাংলার নেতারা রাজা রাধাকান্ত দেবের নাট মন্দিরে যে বিরাট সভার আয়োজন করেছিলেন, সেই সভায় কালীপ্রসন্ন জ্বলন্ত ভাষায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তাঁর নকশাতেও সেই কাহিনী পাওয়া যায়। এরপরে সেই সভা থেকেই একটি প্রতিবাদ-লিপি তৈরি করে ইংল্যাণ্ডে সেক্রেটারী-অব-স্টেটের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন বাংলায় থাকা ইংরেজ পদলেহী একদল ব্যক্তি সেই সভার বিরুদ্ধে আরেকটি আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন বলে তাঁদের ব্যঙ্গ করে হুতোম নিজের নকশায় লিখেছিলেন, ওয়েলসের বিপক্ষে বাঙালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন; খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগলেন। কিন্তু তাঁদের সেই চেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে প্রতিবাদ সভায় যে জনমত প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে; দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের (সার চার্লস উড) কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েলস ব্রেক হলেন। অর্থাৎ; এরপরে স্যার চার্লস উডের নির্দেশে গভর্নর জেনারেলের ধমকে ওয়েলস ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলেন।

গ্রন্থটিতে 'মিউটিনি' প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে হুতোম বাঙালির ভীরুতাকে তীব্রভাবে আঘাত করেছিলেন। 'পাদরি লং ও নীলদর্পণ' প্রবন্ধে নীলকরদের অত্যাচারের প্রতি তাঁর অন্তর্জালা প্রকাশিত হয়েছিল। সেযুগের বহু বিচিত্র কাহিনী ও টুকরো টুকরো ঘটনাকে আশ্রয় করে কালীপ্রসন্ন তাঁর নকশা গ্রন্থটিতে সেযুগের বাঙালির জাতীয় জীবনের যে স্বরূপটি উদ্ঘাটিত করেছিলেন, সেসবের তুলনা আজও দুর্লভ। তাই সমাজ-সচেতন সাহিত্য-সৃষ্টি হিসেবে হুতোমের নকশার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। গ্রন্থটির রসের দিকও কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। বরং রঙ্গে, ব্যঙ্গে, পর্যবেক্ষণে এবং চিত্ররচনায় হুতোমের মৌলিকতা অসাধারণ বলেই দেখতে পাওয়া যায়।

আঙ্গিকের দিক থেকে গ্রন্থটির চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল এর ভাষা। সমালোচকদের মতে, একেবারে সর্বজনবোধ্য চলিত ভাষায় লেখা গ্রন্থ হিসাবে বাংলা গদ্যে এটিই প্রথমতম। এর আগে প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে চলিত রীতির একটা ধাঁচ থাকলেও, মোটামুটি সরলীকৃত সাধুভাষা সেটার ভিত্তি ছিল। কালীপ্রসন্ন কিন্তু ভাষার প্রয়োগের ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে সংস্কারমুক্ত হয়েই কাজ করেছিলেন। অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে তিনি যেমন তাঁর নকশার বিষয়বস্তুগুলি বেছে নিয়েছিলেন, তেমনি গ্রন্থটির উপযোগী বাগরীতিও তিনি স্বহস্তেই গঠন করেছিলেন। তাঁর নকশার সঙ্গে এই ভাষার মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটেছিল। তবে চলতি ভাষার নিরঙ্কুশ ব্যবহারের ফলে তাঁর লেখায় কিছু কিছু অসংযম প্রকাশ পেয়েছিল এবং অশালীন শব্দের অবাঞ্ছিত প্রয়োগও ঘটেছেছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে একথাও মনে রাখতে হবে যে, চলতি ভাষা; প্রকৃত জনের মুখের কথাই যে আগামী দিনের সাহিত্যের বাহন, বীরবলের 'সবুজ পত্র' পত্রিকার পাতায় এই বাণী ঘোষিত হওয়ার ঢের আগেই কালীপ্রসন্ন সিংহ বাংলা সাহিত্যে সেটার সূচনা করে দিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে তাঁকেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক গদ্যরীতির পথিকৃৎ বলা চলে। হুতোম প্যাঁচার নকশায় তাঁর প্রথম প্রয়াসের সমস্ত অসম্পূর্ণতাকে অতিক্রম করে; তাঁর সৎসাহস ও শক্তিমত্তা নিজের গৌরবে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল বলে দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল যে, কালীপ্রসন্নের এই সংকেতকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করতে পারেননি।

(তথ্যসূত্র রানা চক্রবর্তী)

সত্যজিৎ ও বিজয়া বিবাহটা ছিল রোমান্টিক

মধুসূদন দে

বিজয়া রায় কোনওদিন কল্পনা করতে পারেন নি তিনি ও সত্যজিৎ রায় স্বামী-স্ত্রী হবেন। গোপন রাখতে হবে রেজিস্ট্রেশনের খবর। দু'জনে এক সঙ্গে থাকতে পারবেন না,তিনজন বিয়ের সাক্ষী ছিলেন। সত্যজিৎ রায়ের মা সুপ্রভা দেবীকে ছেলের বিয়ের বিষয়ে রাজি করাতে পেরেছিলেন তাদের বাড়ির ডাক্তার নসুবাবু। সুপ্রভা দেবী, বিজয়া রায়কে শুধু পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করলেন না,নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন শাঁখা,নোয়া। সত্যজিৎ-বিজয়ার প্রেম,বিয়ের রোমহর্ষক গল্প হার মানাতে পারে যেকোনও থ্রিলার উপন্যাসকেও। দুজনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কোনওদিন বিয়ে করবেন না, যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলুক অনেক বাঁধা,প্রাচীর অতিক্রম করে প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে বিজয়া রায়ের বিয়ে হয়েছিল ১৩মার্চ ১৯৪৯সালে। বিয়ের দু'চারদিন পরে সকালে সুপ্রভা দেবী তরকারি কুটছেন,পাশে বসলেন পুত্রবধূ বেশ একটু ভয়ে বললেন 'আমি তো তরকারি কাটতে পারি,কী কী কুটতে হবে বলে দাও,আমি কাটছি।

শাশুড়ি মা বললেন 'সে পরে হবে'। কিন্তু এরপরেই যে আসল সমস্যাটা তৈরি হল,ছেলের বউ পিসিকে জিজ্ঞেস করলেন 'এবার থেকে তোমাকে কী বলে ডাকব? কেন এতদিন পিসিমা বলেছো এবার 'পিসি'টা বাদ দিয়ে শুধু মা বলে ডাকবে। মানিক বাবুর স্ত্রী হিসেবে বিজয়া রায়কে তাঁর আত্মীয় স্বজন, খুব ভালভাবেই তাদের বিয়েটা মেনে নিয়েছিলেন তার নেপথ্যে সবথেকে বড় কারণ সম্ভবত দুজনেই সবার প্রিয় ছিলেন।

সত্যজিৎ রায় ও বিজয়া রায়ের ঘনিষ্ঠতা বা পূর্বরাগ যাই বলুন না কেন শুরু ১৯৩৯ সালের দিকে, বিজয়া দাশ তখন বেথুন স্কুলে চাকরি করেন,কমলা গার্লস স্কুলে এর আগে কিছুদিন চাকরি করেছিলেন। কলকাতায় আসার পর মানিকবাবু,বিজয়া দুজনে শুনতেন রেডিও,ভালবাসতেন ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক মিউজিক।

সত্যজিৎ জায়ার কথায় মানিকের সঙ্গে একসঙ্গে কবে বসে মিউজিক শুনতে শুনতে দুজন,দুজনের প্রেমে কবে পড়েছেন সেটা বলতে পারবেন না,কিন্তু তিনি যে প্রেমে পড়েছেন বুঝলেন তখন বেথুন স্কুলে কাজ করছেন। পুরুষের মধ্যে যা গুণ থাকা দরকার সবই ছিল মানিকবাবুর মধ্যে,একটু বেশিই ছিল,তিনি বিজয়া দাশের থেকে বয়সে ছোট,নিকট আত্মীয়,কাজেই

বিয়ের কথা ভাবা অসম্ভব,দুজনে সিদ্ধান্ত নিলেন কোনওদিন বিয়ে করবেন না,যেভাবে চলছে সেভাবে সব চলছে চলুক। মানিক বাবু বিএ পাশ করেছেন,সুপ্রভা দেবীর ইচ্ছে ছেলে শান্তিনিকে তনে কলাভবনে ভর্তি হোক,কারণ একই ইচ্ছা ছিল মানিকবাবুর পিতৃদেব সুকুমার রায়ের। সত্যজিৎ রায় যদিও সেখানে যেতে চান নি, নেপথ্যের বড় কারণ বিজয়া রায়কে ছেড়ে শান্তিনিকেতন যেতে হবে উনি ভাবতেই পারছিলেন না। বিজয়া রায় তাঁকে বুঝিয়ে শান্তিনি কেতনে পাঠালেন তবে শর্ত হল প্রতিদিন দু'জন দু'জনকে চিঠি লিখবেন।

মানিক বাবু সেইসময় প্রচুর চিঠি লখেছেন বিজয়া রায়কে ,যদিও সত্যজিৎ জায়ার আক্ষেপ সেসব চিঠি তিনি রাখেন নি যদি সবার কাছে ধরা পড়ে যান এই ভয়ে।

ডি.জে কিমার এন্ড কোম্পানিতে যোগ দিয়ে শান্তিনিকেতন থেকে সত্যজিৎ রায় কলকাতায় ফিরেছেন। ওদিকে বিজয়া রায়ের দু'একটা বিয়ের সম্বন্ধ এসেছে, প্রতিবার না বলেছেন। সেজন্য তাঁর কাকা মা'কে বলেছিলেন 'বৌঠান, মঙ্কুরে মাথা ঠাণ্ডা কইরা ভাবতে বলো'। সিনেমায় অভিনয় করবেন বিজয়া রায়,সত্যজিৎ বাবু আপত্তি করলেন, কারণ ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির তখন তেমন সুনাম ছিল না। 'শেষরক্ষা'বলে একটা ছবিতে অভিনয় করলেন,অবশ্য তার আগে মুক্তি পেয়েছিল 'সন্ধ্যা'' ফ্লপ করল.. এবার একটু বিপদে পড়লেন সত্যজিৎ জায়া,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকতে চান না,মানিকবাবুকে সব বললেন, তিনি সব শুনে বললেন ভাল হয়েছে,ওসব আজে বাজে ছবিতে অভিনয়ের মানেই হয় না। কিন্তু উপার্জন তো করতে হবে। হাত-পা গুটিয়ে কতদিন বসে থাকব'? 'কেন এখানে তোমার কী অসুবিধা হচ্ছে'? একটু ধৈর্য্য ধরো, সব শুনে বিজয়া রায় বললেন 'না তা হয় না,বিয়ে করব না বলে যখন ঠিক করেছি,তখন একটা কিছু আমাকে করতে হবে,সারাজীবন কাকা-কাকিমার গলগ্রহ হয়ে থাকব'? 'না না তা কেন? তুমি দেখছ আমি কত তাড়াতাড়ি চাকরিতে উন্নতি করছি,মাইনেটা আর একটু বাড়লেই তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে পারব'। 'তুমি কী যে বলো তার ঠিক নেই। তোমার টাকা আমি নিতে যাব কেন'? 'কেন?আমার টাকা কি তোমার টাকা নয়'? 'না একেবারেই নয়। বিয়ে হলে হত,কিন্তু তা যখন হবার নয়, তখন বৃথা তর্ক করে কোনও লাভ নেই'। বিয়ে যে দু'জনের মধ্যে হওয়া একপ্রকার অসম্ভব জেনেও দু'জন দু'জনকে নানা উপহার দিতেন।

বিজয়া রায়ের মেজদি তাঁকে বম্বেতে যেতে বলছেন,কিন্তু মানিকবাবু যেতে দিতে রাজি নন একেবারে,এই নিয়ে প্রেমিক -প্রেমিকার যেমন মান-অভিমান হয় সবই হত,তবুও মানিকবাবুকে রাজি করানো গেল,কিন্তু মানিককে ছেড়ে যেতে বিজয়া রায়ের মন সায় দেয়না,মনের ক্ষোভ,দুঃখ,অভিমান কাউকে বলা যায় না,শেষ পর্যন্ত বিজয়া রায় বোম্বেতে গেলেন, ভীষণ মনখারাপ নিয়ে,মানিকের সাথে হয়তো বছরে এক বা দু'বার দেখা হবে! নীতিন বোসের মা ছিলেন ট্রেনের সেই কম্পার্টমেন্টে, তিনি আবার উপেন্দ্র কিশোরের আপন বোন। নীতিন বসুর বোন সোনা,তাঁর সঙ্গে বিজয়া রায়ের আলাপ ছিল,সোনার মা বিজয়া রায় কে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কবে বিয়ে করছো'? গতানুগতিক কথাবার্তার মাঝে শুধু একটা কথা নীতিন বসুর মা বলেছিলেন 'বিয়ে করাটা মেয়ে মানুষের ধর্ম',কিন্তু বিজয়া রায় বলতে পারছেন না যাকে বিয়ে করতে চাই তার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

বলাই নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে সত্যজিৎ জায়া বিজয়ার বিয়ে দেবেন তাঁর মেজদি,তবে মানুষ বলাই ছিলেন অন্য ধাতুতে তৈরি। সহনশীল, উচ্চশিক্ষিত, প্রবল সেন্স অফ হিউমার সমৃদ্ধ মানুষ,বিজয়ার সব কথা শুনে বুঝলেন তাঁর সঙ্গে বিজয়ার বিয়ে হবে না।

,বরং তিনি তখন দু'জনের মা রাজি

সম্পাদক সমীপেষু

সাংবাদিক ও কবি কালীপ্রসন্ন ঘোষ

'পারিবো না 'পারিবো না',
এ-কথাটি বলিও না আর, কেন
পারিবে না তাহা ভাবো একবার;
পাঁচজনে পারে যাহা, তুমিও
পারিবে তাহা, পারো কি না পারো
করো যতন আবার একবার
না-পারিলে দেখো শতবার।
পারিবে না বলে মুখ করিও না ভার,
ও কথাটি মুখে যেন না শুনি
তোমার। অলস অবোধ যারা কিছুই
পারে না তারা, তোমায় তো দেখি
নাকো তাদের আকার, তবে কেন
'পারিবো না' বলো বারবার? জলে
না-নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার,
হাঁটিতে শিখে না কেহ না-খেয়ে
আছাড়, সাঁতার শিখিতে হলে
আগে তবে নামো জলে, আছাড়ে
করিয়া হেলা হাট' আর বার;
পারিবো বলিয়া সুখে হও
আগুসার।'

বাগ্মী, সাংবাদিক, লেখক, পন্ডিত। ১৮৪৩ সালের ২৩ জুলাই ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে ভরাকর গ্রামে তাঁর জন্ম। তিনি মকতব, চতুষ্পাঠী ও ইংরেজি স্কুলে অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালেই তিনি সংস্কৃত, ফারসি ও বাংলা ভাষায় পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরে ইংরেজি ভাষাও আয়ত্ত করেন।

কালীপ্রসন্ন প্রথম জীবনেই বাগ্মিতার পরিচয় দেন। বিশ বছর বয়সে তিনি কলকাতার ভবানীপুরে খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে এক বক্তৃতা দিয়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীর প্রশংসা অর্জন করেন। এরপর থেকেই ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁর একটা যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং এক সময় তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। কালীপ্রসন্ন ছিলেন পূর্ববঙ্গীয় ব্রাহ্মসমাজের একজন বিশিষ্ট সভ্য। তাঁর সাংবাদিক জীবন শুরু হয় ঢাকার ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত 'ঢাকা শুভসাধিনী সভার' মুখপত্র শুভসাধিনী (১৮৭০) সম্পাদনার মাধ্যমে। ঢাকার ব্রাহ্ম যুবকদের জন্য তিনি এটি প্রকাশ করেছিলেন। এক পয়সা মূল্যের এ পত্রিকাটি ছিল সাপ্তাহিক। ৪ বছর পর ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি সম্পাদনা করেন সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পত্রিকা বান্ধব। পত্রিকাটি ছিল বঙ্গদর্শনের আদর্শপুষ্ট।

বাইশ বছর বয়সে কালীপ্রসন্ন ঢাকার নিম্ন আদালতে পেশকার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানে এগারো বছর চাকরি করার পর ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দ থেকে দীর্ঘ পঁচিশ বছর তিনি ভাওয়াল এস্টেটের প্রধান দেওয়ান ছিলেন। তাঁর সময়ে ভাওয়ালের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। এ সময় তিনি 'সাহিত্য-সমালোচনী সভা' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং তার মাধ্যমে সমকালীন সাহিত্যিকদের নানাভাবে সাহায্য করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সদস্য (১৮৯৪) এবং সহ সভাপতির (১৮৯৭-১৯০০) পদ অলঙ্কৃত করেন। এ ছাড়া তিনি সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সদস্য এবং সদর লোকাল বোর্ডের সভাপতি হিসেবেও গুরু দায়িত্ব পালন করেন।

কালীপ্রসন্ন দর্শন ও সমাজ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেন। প্রবন্ধগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাত-চিন্তা (১৮৭৭), নিভৃত-চিন্তা (১৮৮৩), নারীজাতিবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৯৬) ও নিশীথ-চিন্তা (১৮৯৬)। আর তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলি হচ্ছে ভ্রান্তিবিনোদ (১৮৮১), প্রমোদলহরী (১৮৯৫), ভক্তির জয় (১৮৯৫), মা না মহাশক্তি (১৯০৫), জানকীর অগ্নিপরীক্ষা (১৯০৫), ছায়াদর্শন (১৯০৫) প্রভৃতি। এ ছাড়া সঙ্গীতমঞ্জরী (১৮৭২) নামে একখানা আধ্যা ত্মিক সঙ্গীতসংগ্রহ এবং কোমল কবিতা (১৮৮৮) নামে একখানা শিশুপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। কালীপ্রসন্নের রচনারীতি বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং ইংরেজ পন্ডিত কার্লাইলের দ্বারা অনেকাংশে প্রভাবিত।

জমি জটের কারণে আজও ১৯ টি পরিবার বিদ্যুতের আলো থেকে বঞ্চিত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ বিদ্যুতের আলো আজও পৌঁছায়নি ঘরে ঘরে। এখনো ভরসা প্রদীপের টিম টিম আলো। যখন দেশ ডিজিটাল এর পথে এগোচ্ছে তখন আজও অন্ধকারে দিন কাটাচ্ছে ইংরেজবাজার ব্লকের কোতোয়ালি অঞ্চলের কাজলদিঘি বাগানপাড়া এলাকার ১৯ টি পরিবার। পরিবারগুলির অভিযোগ বিদ্যুৎ দপ্তরকে লাইন কানেকশনের জন্য হাজার টাকা করে দিয়েছি তারপরও লাইন এখনো আসেনি। ভোট আসে ভোট যায় প্রতিবারই নেতারা তাদের কাছে এসে ভোট নেওয়ার সময় বিদ্যুৎ আমরা করে দেবো বলে। কিন্তু ভোট পেরিয়ে গেলে নেতাদের আর দেখা যায় না এলাকায়। কুপির আলোতে বাচ্চাদের পড়াশোনা করতে হয়। অক্ষর সংখ্যা চিনতে খুদেদের সমস্যা হয়, চোখেরও সমস্যা হয়। এলাকায় কয়েক বছর আগেই পোল পরেছে তবুও বিদ্যুৎ সংযোগ হয়নি। এলাকাবাসীর অভিযোগ বহুবার তারা বিদ্যুৎ দপ্তরকে বিষয়টি জানিয়েছেন, জনপ্রতিনিধিদের জানাচ্ছেন তাও বিদ্যুৎ আসলো না এখনো। অন্ধকারের মধ্যেই থাকতে হয়, তাদের গরমে জীবন যাপন কাটাতে হয়। কোতোয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি সদস্য অসীম বারুই অভিযোগ সে নিজেও বিদ্যুৎ দপ্তর এর কাছে বহুবার অভিযোগ জানিয়েছেন তবুও বিদ্যুৎ সংযোগ এলাকায় হয়নি। আসলে এই সরকার কোম্পানি ছাড়া কিছু বোঝে না, বিদ্যুৎ দপ্তর কাটমানি পাচ্ছে না বলেই বিদ্যুৎ সংযোগ এলাকায় করছে না। তবে আগামী দিনে এলাকাবাসীদের একত্রিত করে বিদ্যুৎ দপ্তর ঘেরাও করবো। মালদা জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু জানান বিজেপি কি বলছে সেই বিষয়ে তিনি গুরুত্ব দিচ্ছেন না তবে এলাকায় যে বিদ্যুৎ নেই সেটা তাদের জানা নেই। এলাকায় যাতে বিদ্যুৎ পৌঁছায় দলগতভাবে তারা জেলা প্রশাসন বিদ্যুৎ দপ্তরের কাছে বিষয়টি জানাবেন। মালদা বিদ্যুৎ দপ্তরের ডিভিশনাল ম্যানেজার জানান বিদ্যুৎ দিতে তারা সব সময় প্রস্তুত রয়েছেন এলাকায় পোল পড়েছে কিন্তু বিদ্যুৎ সংযোগ করতে অর্থাৎ বিদ্যুতের তার এলাকা দিয়ে নিয়ে যেতে গেলে জমির সমস্যা দেখা দিচ্ছে, ও আমরা জট দেখা দিচ্ছে। জমির মালিক জমি দিতে চাচ্ছে না যার ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ করতে একটু সমস্যা হচ্ছে জমির জট এর সমস্যা মিটলেই বিদ্যুৎ খুব তাড়াতাড়ি এলাকায় পৌঁছে যাবে।

কৃষ্ণপুর সমবায় সমিতিতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেপ্তার আরও ২

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ গাজোলের কৃষ্ণপুর সমবায় সমিতিতে ডাকাতির ঘটনায় নতুন করে গ্রেপ্তার ২। ধৃত দুই জনের বাড়ি চাঁচোল থানা এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত এমরুল কায়েস ওরফে টাইটান এবং বাদল আলী। ধৃত দুইজনকে শনিবার পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করল গাজোল থানার পুলিশ। সমবায় সমিতিতে ডাকাতির ঘটনায় ঘটনার ৩ ঘন্টার মধ্যেই ৪ জনকে আটক করেছিল মালদা পুলিশ। এবার সেই ঘটনায় আবারও নতুন করে দুইজনকে গ্রেফতার করল গাজোল থানার পুলিশ। এখনও পর্যন্ত সমবায় সমিতিতে ডাকাতির ঘটনায় গ্রেফতার ৬। সমবায় সমিতিতে ডাকাতির ঘটনায় জড়িত ছিল মোট ৮ জন। যার মধ্যে ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। বাকি দুই জন এখনও ফেরার। গ্রেপ্তার হওয়া চারজনকে জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে এই দুইজনের হদিশ পেয়েছে গাজোল থানার পুলিশ। তাদের জেলা আদালতে তুলে পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

Office of the
Onda-II Gram Panchayat
Patrahati, Makarkole, Onda, Bankura
Notice inviting e-Tender No-1) NIeT-03/2024-25(Tender ID-2024_ZPHD_716651) Pradhan, Onda-II invites percentage rate e-Tender for 3 no works. Last date of documents download & bid submission is 2 th aug 2024 at 6:30 p.m. For details please visit website: www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Onda-II Gram Panchayat

চ্যাম্পিয়ান কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেড
নিবন্ধিত অফিসঃ পি-১৫, নতুন সি.আই.টি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৭৩
কর্পোরেট অফিসঃ ৩০৫, দূতাবাস কেন্দ্র, নরিমান পয়েন্ট, মুম্বই - ৪০০ ০২১
CIN: L51909WB1982P LCO34891
নোটিশ
বার্ষিক সাধারণ সভা
এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে ৪২. 'চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোং লিমিটেড'-এর সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভা **২৩ আগস্ট, ২০২৪ শুক্রবার দুপুর ০২.৩০ টায়** অনুষ্ঠিত হবে। ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (OAVM) এর মাধ্যমে, ২৯ মে ২০২৪ তারিখের নোটিশে বিশদভাবে লেনদেন করতে। আমরা ৩১ মার্চ, ২০২৪-এ সমাপ্ত বছরের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশের মেইলিং সম্পন্ন করেছি।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ অনুসারে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার ট্রান্সফার বই ২০ আগস্ট, ২০২৪ থেকে ২৫ আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (উভয় দিনই অন্তর্ভুক্ত) বন্ধ থাকবে।
প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা বিকল্পভাবে https://www.championcommercial.in / বিনিয়োগকারীদের পরিদর্শন করতে পারেন, সদস্যরা বিনিয়োগকারী.relations@singhaniagroup.com এবং ওয়েবসাইটঃ www.championcommercial.in-এ বোর্ড/ কোম্পানি সেক্রেটারিকে সম্বোধন করতে পারেন।
চ্যাম্পিয়ন কমার্শিয়াল কোং. লিমিটেডের জন্য
পরিচালনা পর্ষদের আদেশ দ্বারা
স্থানঃ মুম্বাই
তারিখঃ ২৯ মে, ২০২৪
স্বা /-গৌরব সিঙ্গানিয়া
পরিচালন অধিকর্তা
DIN: 01186568

OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATORS
BUNIADPUR MUNICIPALITY
P.O.- Buniadpur, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin:733121
e-mail ID sulm.buniyadpur@gmail.com/ buniadpurmunicipality@gmail.com
e-TENDER
Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in 1252/BPM/N-163/ 2024; NIT No.- 1253/ BPM/N-164/ 2024; NIT No.-1254/BPM/N165/ 2024 ; NIT No.-1255/BPM/ N-166/ 2024 ; NIT No.- 1257/BPM/N-168/ 2024; (Closing date-05/08/2024,11.00 AM), NIT No.-1256/ BPM/N-167/ 2024 ; NIT No.-1258/ BPM/N-169/ 2024 ; Dated 27/07/2024,(Closing date-14/08/2024,11.00 AM), For details please contact the office of the Chairperson, Buniadpur Municipality, and Dakshin Dinajpur.
SD/-
Chairperson
Buniadpur Municipality

চোরের উপদ্রপে বর্তমানে অতিষ্ঠ শহর শিলিগুড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ দিনের পর দিন বেরেই চলছে চুরির ঘটনা। ফাঁকা বাড়ি পেলেই হাত সাফ করে পালিয়ে যাচ্ছে চোরের দল। বিগত একবছরে এমন চুরির ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটে চলছে শহর শিলিগুড়ি ও সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ এমন ঘটনায় একাধিক অপরাধিকে শ্রীঘরে ঢোকাতে পারলেও কমেনি চুরির গতি। শুধু বাড়িতে নয়, নির্মিয়মান বাড়ির লোহার রড, রাস্তার উপর লোহার স্ল্যাপ কিছুই রেহাই পাচ্ছে না এই চোরেদের হাত থেকে। একপ্রকার রাত্রের অন্ধকারে গ্যাস কাটার দিয়ে নির্ভয়ে এমন কাজ করে চলছে শহরে। চোরের উপদ্রপে বর্তমানে অতিষ্ঠ শহর। ব্যাতিক্রম নয় শনিবার। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ নিয়ে পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের সুভাষ পল্লি নেতাজী রোডে ঘরের দরজা ভেঙ্গে টিভি থেকে শুরু করে, পাম্প, বৈদ্যুতিক তার সহ সমস্ত কিছুই চুরি করে নিয়ে যায় চোরের দল। জানা গেছে বাড়ির মালকিন কল্যানী চক্রবর্তী অসুস্থতার জন্য বেশ কয়েকদিন যাবত শিবমন্দিরে তার জামাই এর বাড়িতে থাকতো। সেই কারনে তাদের বাড়ি একপ্রকার ফাঁকাই ছিল। আর তার সুযোগ নিয়ে গত শুক্রবার রাত্রে এমন চুরির ঘটনা ঘটে। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুরুলিয়ায় চোখ রাঙাচ্ছে ম্যালেরিয়া, হু হু করে বাড়ছে আক্রান্তের সংখ্যা

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৭ জুলাই ঃ ! বর্ষার শুরুতেই পুরুলিয়ায় ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত ১৬৬ জন। বলরামপুর ব্লকে আক্রান্তের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঘটনায় আতঙ্কের পরিবেশ দেখা দিয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যে। উদ্বেগ বাড়িয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরেরও।

খবর পেয়েই ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে পরিদর্শনে গেলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। শনিবার পুরুলিয়ার বলরামপুর ব্লকের বাঁশগড় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অশোক বিশ্বাস। সেখানে শিশু থেকে বৃদ্ধ প্রায় ৫০ জন ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ম্যালেরিয়া আক্রান্তদের সঙ্গে কথা বললেন। একইসঙ্গে আশাকর্মী এবং স্বাস্থ্য দফতরের টিম গ্রামে গ্রামে গিয়ে অস্থায়ী ক্যাম্প করে সাধারন মানুষের রক্ত পরীক্ষা শুরু করেছেন। ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তের লক্ষণ ধরা পড়লেই প্রাথমিক চিকিৎসা করে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করার ব্যবস্থা করছেন স্বাস্থ্য দফতরের ওই টিম। বলরামপুর ব্লকের ম্যালেরিয়ায় আক্রান্তরা বলেন, প্রথমে জ্বর অনুভব হচ্ছে। রক্ত পরীক্ষা করার পর ম্যালেরিয়ার রিপোর্ট ধরা পড়ছে। যদিও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ অশোক বিশ্বাস বলেন, গত বছরের তুলনায় ম্যালেরিয়া আক্রান্তের সংখ্যা জেলায় বেড়েছে। সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে বলরামপুর ব্লকে। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। বেড সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি গ্রামে গ্রামে অস্থায়ী শিবির করা হচ্ছে। পরিস্থিতি আপাতত নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

শপিংমলে অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ জলপাইগুড়ির একটি শপিংমলে আলু ও পেঁয়াজ অনেক বেশি দামে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগ পেয়ে আচমকাই ওই শপিং মলে অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের আধিকারিক ও পুলিশ।

শনিবার ওই শপিং মলে অভিযানে নেতৃত্ব দেন জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী। আলু-পেঁয়াজের দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিজেই উদ্যোগ নিয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় সরকারি মূল্যে ২৫ টাকা মূল্যে আলু ও ৩৮ টাকা কেজি দরে পেঁয়াজ বিক্রির চেষ্টা চলছে। আবার খুচরো বাজারে ২৮-৩০ টাকা দরে আলু বিক্রি হওয়ার কথা অথচ দেখা যাচ্ছে জলপাইগুড়ির একটি শপিংমলে আলু বিক্রি হচ্ছে ৪২ টাকা কেজি দরে। পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে ৫২ টাকা কেজি দরে। এই অভিযোগ পেয়ে শনিবার সকালে ওই শপিং মলে আচমকাই অভিযান চালান জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। কেন এত বেশি দামে আলু- পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে তা জানতে চান তারা। ওই শপিং মল থেকে আলু -পেঁয়াজের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। জলপাইগুড়ি সদর মহকুমা শাসক তমোজিত চক্রবর্তী বলেন, ওই শপিংমলে কেন এত বেশি দামে আলু -পেঁয়াজ বিক্রি করা হচ্ছে তা জানতে চাওয়া হয়েছে।

একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চলেছেন শঙ্কর ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ একাধিক দাবিতে বিধানসভার অন্দরে অবস্থান বিক্ষোভে বসতে চলেছেন চিপ হুইপ তথা বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে একথা জানান তিনি। সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈন ও শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সহ সভাপতি নান্টু পাল। এদিন শঙ্কর ঘোষ বলেন, বিরোধী বিধায়করা উন্নয়নের জন্য অল্প টাকা পান। কিন্তু সেই টাকাও জেলাশাসকরা আটকে রাখছেন। আমি নিজে ৬০ টির বেশি প্রকল্পর জন্য জেলাশাসকের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু সাত থেকে আটটি কাজ হয়েছে। বাকিগুলো আটকে রাখা হয়েছে। এছাড়াও বিধানসভার বিভিন্ন কমিটি, এরপর রোগীকল্যাণ সমিতির মতো উন্নয়নমূলক কমিটি থেকে বিরোধী বিধায়কের বঞ্চিত রাখা হচ্ছে। এছাড়া গজলডোবায় জমির কেলেঙ্কারি সহ একাধিক দাবিতে আগামী সপ্তাহে বিধানসভার ভিতরে অবস্থান বিক্ষোভে বসবো।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রাক্কালে সচেতনতা কর্মসূচী

দুরন্ত বার্তা, সাগর, ২৭ জুলাই ঃ আজ বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের প্রাক্কালে হেপাটাইটিস প্রতিরোধে আমরা জানবো জানাবো ও প্রতিরোধে নামবো । এই স্লোগানকে সামনে রেখে সাগরের চৌরঙ্গী অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক- শিক্ষিকা, ছাত্র- ছাত্রী ও অভিভাবকরা সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আজকের ২৭ জুলাই থেকে ১০ আগস্ট পর্যন্ত বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর তথা সমগ্র শিক্ষা মিশনের নির্দেশ ক্রমে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস পালনের শুভ সূচনা অনুষ্ঠিত হল। (২৮ জুলাই) সারা পৃথিবীতে হেপাটাইটিস সম্বন্ধে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার লক্ষ্যে হেপাটাইটিস দিবস হিসেবে পালন করা হচ্ছে। বিশেষ করে ভাইরাল হেপাটাইটিস, যা প্রায় সব ক্ষেত্রেই অতি সহজেই প্রতিরোধ করা সম্ভব। আবার এই রোগের মোকাবিলা করার যাবতীয় পন্থা ও প্রকরণ থাকা সত্ত্বেও, হেপাটাইটিসে আক্রান্ত প্রায় সাড়ে বত্রিশ কোটি বিশ্ববাসীর মধ্যে গড়ে আশি শতাংশ মানুষের কাছে এই রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ আজও অধরা রয়ে গেছে। অথচ আমরা জানি মানুষের শরীরও স্বাস্থ্য সুস্থ ও সুন্দর রাখতে আমাদের লিভার বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই লিভারের মাধ্যমে শরীরে সুগার ও কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রিত হয়, নানাবিধ সংক্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয, শরীর থেকে নানা ধরনের ক্ষতিকর বর্জ্য পদার্থ বাইরে বের করে দেওয়া ও পরিপাকে সাহায্য হয়ে থাকে। সেই অর্থে লিভার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। স্বাভাবিক কারণেই তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বিশেষ করে লিভার সংক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের সম্যক সচেতন থাকতেই হবে। বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক তাপস মণ্ডল বলেন বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসের মূল উদ্দেশ্য হলো হেপাটাইটিসের প্রতিরোধ, সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা। লিভারের সংক্রমণ বা হেপাটাইটিস নানা কারণে হলেও, আমাদের মনে রাখা দরকার কয়েকটি নির্দিষ্ট ভাইরাস, যেমন এ, বি, সি, ডি এবং ই এই ভাইরাসগুলির সংক্রমণ সচরাচর দেখা যায়। আর এই রোগের কারণগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে সেগুলির বেশীরভাগই আমাদের নিজেদের অবহেলা ও অজ্ঞাতার কারণে হয়ে থাকে। যে কারণে হেপাটাইটিস এ ও ই সংক্রমণ ঘটে তার কতকগুলি হোল- ১) অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ। ২) অপরিচ্ছন্ন হাতে খাওয়া ৩) দূষিত পানীয় জল ৪) ব্যক্তিগত ব্যবহৃত জিনিস শেয়ার করা। আমরা যদি এই গুলি এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি তাহলে ই কিন্তু হেপাটাইটিস এ এবং ই কে প্রতিহত করতে পারব। যেভাবে আমরা সেই কাজ করতে পারি, তার কয়েকটি এই রকম---ক. খোলা জায়গায় মলমূত্র না করে যদি টয়লেট ব্যবহার করা। খ. খাওয়ার আগে এবং শৌচকর্মের পরে ভালো করে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। গ. বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবহার ঘ. একজনের ব্যবহার করা জিনিস অন্যরা ব্যবহার না করা এবং ঙ. নির্দিষ্ট ভ্যাকসিন নেওয়া। একই রকম ভাবে আমরা হেপাটাইটিস বি, সি এবং ডি' র হাত থেকে সুরক্ষা পেতে পারি। আমরা জানি এগুলো মূলতঃ রক্ত ও রক্তজাত পদার্থের মধ্যে দিয়ে সংক্রামিত হয়। তাই রক্ত দেওয়া বা রক্ত নেওয়া এবং ইনজেকশনের ব্যবহার করার বিষয়ে আমাদের অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে। তাছাড়া শরীরে উল্কি আঁকা কিংবা সেলুনে দাঁড়ি, গোঁফ কাটানোর সময় সতর্ক থাকতে হবে। এক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ যৌনতার বিশেষ ভূমিকা আছে। তাই সেই বিষয়ে যথাযথ সতর্কতা নেওয়া দরকার। এই জাতীয় হেপাটাইটিসের জন্য অত্যন্ত কার্য্যকরী ভ্যাকসিন আছে এবং তা জন্মের পর থেকেই নির্ধারিত সূচী মেনে নিয়ে নিতে হবে। মনে রাখতে হবে যে, অল্প হলেও হেপাটাইটিস থেকে লিভার সিরোসিস ও ক্যান্সার হতে পারে। একবার সেটি দেখা দিলে জটিল ও ব্যয়বহুল চিকিৎসা বন্দোবস্ত করতে হয়। তাই হেপাটাইটিস দিবসে আমাদের সকলের উচিত নিজেদের লিভারের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পরামর্শ মেনে খাবার খাওয়া এবং যথাযথ স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলা। কাজগুলো অতি সাধারণ। আমরা সবাই নিজেরাই সেগুলি করতে পারি। আজকের শিশু শিক্ষার্থীদের শপথ ও আলোচনার মাধ্যমে হেপাটাইটিস দিবসের প্রাক্কালে সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচি পালনের ঘোষণা করা হল।

বো স্ট্রিং ইস্পাত গার্ডারের সরবরাহ, তৈরী এবং স্থাপন
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিসিবিএল/০৬/২০২৪/এমএলজি, তারিখ: ২৪-০৭-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; **টেন্ডার নং. ঃ ডিসিবিএল০৮২০২৪এমএলজি; কাজের নাম ঃ** ত্রিপুরায় সেকেরকোট স্টেশনে আরওবি -এর জন্য আনুষঙ্গিক ডেক স্ল্যাব কাজ সহ স্প্যান ১ × ৭৬.০ মি -এর বো স্ট্রিং স্টিল গার্ডার, স্প্যান ৩×২৫.০৮ মি -এর কম্পোজিট গার্ডার -এর উপরিকাঠামো এবং সেকেরকোট রেলওয়ে স্টেশনে আইওসিএল সাইডিং লাইন এবং শান্টিং নেক লাইন নির্মাণের সাথে যুক্ত স্প্যান ১ × ৬১.০০ মি -এর ওপেন ওয়েব স্টিল গার্ডার -এর সরবরাহ, তৈরী এবং স্থাপন। **আনুমানিক টেন্ডার মূল্য:** ২৮,৪৫,৮০,৪৫৩.৬০ টাকা; **বায়না মূল্য :** ১৫,৭২,৯০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **১২-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টায়। টেন্ডার **খোলার** তারিখ এবং সময় **১২-০৮-২০২৪** তারিখে **১৫:০৫** ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
ডেপুটি সিই/ব্রিজ-লাইন, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

হোমি ভাবা সেন্টার ফর সায়েন্স এডুকেশন
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড প্রোগ্রাম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জুনিয়র বিজ্ঞান এবং গণিত
প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সকল শিক্ষার্থীকে অবশ্যই ২৩ এবং ২৪ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখে অনুরূপ জাতীয় মান পরীক্ষা (এনএসএফ,এস) (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) এবং ৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪-এ গণিতে (১০কিউএম) (গণিতের জন্য) ভারতীয় অলিম্পিয়াড কোয়ালিফায়ারে উপস্থিত হতে হবে।
এনএসই / আইওকিউএম-এ যোগ্যতা হল ২০২৫ সালের সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াডে অংশগ্রহণের প্রথম ধাপ।
তালিকাভুক্ত করার
NSEs: https://www.iapt.org.in (২১ আগস্ট-১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৪)
IOQM: https://www.mtai.org.in (জুলাই ১৭-আগস্ট ১২, ২০২৪)
আরও তথ্যের জন্যঃ **https:// olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in https://www.mtai.org.in**
CBC 48143/12/0002/2425

একজন শিক্ষক নিয়েই চলছে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্র, শিক্ষকের অভাবে ছাত্ররাই নিচ্ছে ক্লাস

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে চলছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। চারটি শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্লাস নেওয়ার পাশাপাশি মিড ডে মিলের বাজার ও অফিসের সমস্ত কাজ সামলাতে হয় প্রধান শিক্ষককে। হরিশ্চন্দ্রপুর ১ ব্লকের মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গাংনদিয়া বাংরুয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের এই হাল। পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ওই কেন্দ্রটিতে মোট ৮১ জন পড়ুয়া রয়েছে। শিক্ষককে একটি ক্লাস নিতে গেলে অন্য ক্লাস ফাঁকা থাকছে। একজন শিক্ষক এই চারটি শ্রেণির ক্লাস কী করে নিচ্ছেন, কেন শিক্ষক নিয়োগ হচ্ছে না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন পড়ুয়াদের অভিভাবকরা। শিক্ষক না থাকায় একদিকে যেমন ছাত্ররা ঠিকমতো শিক্ষা পাচ্ছে না, তেমনি প্রতিষ্ঠানটির ভবিষ্যত্ নিয়েও দুশ্চিন্তায় রয়েছেন অভিভাবকরা। মাঝেমধ্যে বড়রা ছোটদের ক্লাস নেয়। জানা গেছে, ২০০১ সাল থেকে ছয়জন শিক্ষক নিয়ে মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রটির পথ চলা শুরু। ২০০৩ সালে অনুমোদন পায়। সেইসময় দু'জন শিক্ষকের বেতন চালু হয়। এরপর ধাপে ধাপে ছয়জন শিক্ষকের বেতন চালু হয়। পরে এক শিক্ষক মারা যান ও বাকি চারজন শিক্ষক ধীরে ধীরে অবসর নেন। তারপর থেকে আর কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি প্রতিষ্ঠানটিতে। ২০২২ সাল থেকে সেখানে মাত্র একজন শিক্ষক রয়েছেন। কোনও গ্রুপ ডি কর্মী নেই। মাধ্যমিক শিক্ষা কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক রাহানুল হক বলেন, আমাকে পড়ানোর পাশাপাশি সমস্ত কাজ করতে হয়। কেন্দ্রটিতে খাতায় কলমে ৮১ জন পড়ুয়া থাকলেও নিয়মিত আসে ৩০-৩৫ জন। শিক্ষকের অভাবের জন্যই ছাত্ররা আসে না বলে স্থানীয়দের বক্তব্য। কেন্দ্রের প্রধান শিক্ষক বলেন, শিক্ষক চেয়ে ব্লক, জেলা ও রাজ্যে আবেদন করেছি। কিন্তু কোনও সাড়া পাইনি। স্থানীয় বাসিন্দা রাহানুল হক ও হাসিনা বিবিরা বলেন, গ্রামে স্কুল হওয়ায় খুব আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু এখন ছাত্র থাকলেও শিক্ষক নেই। একজন শিক্ষক দিয়ে কোনও রকমে টিমটিম করে চলছে। এলাকাবাসীর আশঙ্কা,এভাবে চলতে থাকলে হয়তো শিক্ষক শূন্য হয়ে পড়বে স্কুলটি। তখন ছাত্রদের কী হবে?

বিলুপ্তির পথে ৭০ প্রজাতির জগৎ সেরা আম

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ মালদা থেকে বিলুপ্তির পথে ৭০ প্রজাতির আম। জগৎবিখ্যাত সব নানান প্রজাতির এই আম। সম্প্রতি উদ্যান পালন দফতরের এক সার্ভেতে এমনি তথ্য উঠে এসেছে। যা নিয়ে রীতিমতো চিন্তিত সকলেই। একের পর এক বিখ্যাত প্রজাতির আম হারিয়ে যাচ্ছে এই জেলা থেকে। বিখ্যাত সব আমগুলির গাছ আর নেই মালদায়। বিখ্যাত সেই আমগুলির মধ্যে রয়েছে আশুয়া, বোম্‌কাগুটি, বথুয়া ও বসন্তখাস সহ প্রায় ৭০ প্রজাতির আম। যে আমগুলির জন্যই একসময় বিশ্বদরবারে পৌঁছে গিয়েছিল মালদার নাম। বর্তমানে সেই আমগুলিই এখন আর মিলছে না। তাই বিখ্যাত এই ৭০ প্রজাতির আম বাঁচাতে তৎপর হয়েছে প্রশাসন। মালদায় জেলায় প্রায় ২৫০ প্রজাতির আম চাষ হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই মালদার কৃষকেরা আম চাষ করে আসছেন। দুই শতাধিক আমের প্রজাতি থাকলেও হিমসাগর, ল্যাঙড়া, লক্ষ্মণভোগ ও ফজলি সহ কিছু প্রজাতির আমের চাহিদা সব থেকে বেশি স্বাদ ও গন্ধের জন্য। পাশাপাশি ইদানিং জেলায় শুরু হয়েছে আম্রপলি ও মল্লিকা প্রজাতির মত কিছু আম চাষ। যে সমস্ত আমগুলির চাহিদা বাজারে বেশি। বর্তমানের কৃষকেরা সেই আম চাষেই জোর দিচ্ছে। ফলে জেলায় কিছু প্রজাতির আমের বাগান বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে চাষ না করায় বহু প্রজাতির আমের বাগান কমে আসছে। এই সমস্ত প্রজাতির আমগুলির মধ্যে অধিকাংশের স্বাদ ও গন্ধ ভালো নয়। মিষ্টতা কম। তাই কৃষকেরা এই আমচাষে আগ্রহ প্রকাশ করছে না। তাই এই আমগুলি বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায়। মালদার বর্তমানে এমন কিছু প্রজাতির আম রয়েছে যেগুলির গাছ হাতে গোনা একটি থেকে দুইটি। তাই জেলা উদ্যানপালন দফতরের পক্ষ থেকে বিলুপ্তি প্রায় প্রজাতির আমগাছ গুলির সংরক্ষণের জন্য বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিলুপ্তিপ্রায় ৭০ প্রজাতির আমের মধ্যে বেশ কিছু আমের কলম করে সেগুলির গাছ বৃদ্ধির প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। কৃষকদের বাগানে সেই আমের গাছগুলি রোপন করে বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির আম গাছগুলি সংরক্ষণ করা হবে।

স্টোর্স ই-প্রকিউরমেন্ট
ই- প্রকিউরমেন্ট টেণ্ডার নোটিস নং. এস/১৩/২০২৪-২৫ তারিখঃ ২৬-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেণ্ডার আহ্বান করছেঃ
ক্রমিক সংখ্যা. ১। টেণ্ডার সংখ্যা. ১০/২৪/৪৪৩৬/ওটি/৯৫/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **১৬-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ইএমডি পার্ট নং. ১০৬৬১৩৬০ অনুসারে ক্যাবল (ওয়ারান্টির সময়সীমা : ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (১) পরিমাণ- শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২৫০০ মিটার। **পিএল. সংখ্যা. ১৮৩৩০৮০০।**
ক্রমিক সংখ্যা. ২। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৪/৫১৪১/ওটি/৯৬/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **১২-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ১) স্পেসিফিকেশন নং. যদি আছে, সংশোধনী ৫ অথবা অনন্তিম সহিত আইআরএস স্পেসিফিকেশন নং. আইআরএসঃ টিসি-৩০/২০০৫ (ভিইআর.১) অনুসারে আণ্ডারগ্রাউণ্ড রেইলওয়ে জেলি ফিল্ড ০৬ কোয়াড ক্যাবল ০.৯ এমএম ডায়া। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] পরিমাণ- **এসএসই/এসআইজি/রাঙ্গাপারা নর্থ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০ কিলোমিটার। পিএল. সংখ্যা. - ৫৬১১০০১৯১৪৬৪।**
ক্রমিক সংখ্যা. ৩। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫২০৩/ওটি/৯৭/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **১২-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) লোরাম পার্ট নং. ২৪৪১২০ অনুসারে একইধরণের সারফেস রাফনেস মেজারিং ইনষ্ট্রুমেন্ট রেঞ্জঃ ১৭.৫ এমএম/ডিটেক্টর রেঞ্জ ৩৬০ মাইক্রো মিটার (-২০০ মাইক্রোমিটার থেকে +১৬০ মাইক্রোমিটার) ডাটা আউটপুটঃ মেমরি কার্ড মেজারিং ফোর্সঃ ৪ এমএন মেজারিং ইউনিটসঃ প্রোব ইনপুটের প্রোব ইনপুট নাম্বারের আরএ, আরকিউ, আরপি নাম্বার। আকার-ষ্টাইলাস টিপ রেডিয়াস ৫ মাইক্রোমিটার. ৩ বৎসরের জন্যে এএমসি। ম্যাক-পিআইই/লোরাম/ফেজ II এসআরজি ২০০০ অথবা একই ধরণের। ওয়ারান্টিঃ যেকোনো নির্মাণ ত্রুটির বিপরীতে অথবা নিম্ন মানদণ্ড সামগ্রীর ব্যবহারের বিপরিতে যোগানের তারিখ থেকে ০১ বৎসর। (ওয়ারান্টির সময়সীমা : ডেলিভেরির তারিখের পরে ১২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০] পরিমাণ- **এসএসই/পি-ওয়ে/বারসোই জংশন, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১২ টি। পিএল. সংখ্যা. ৭২১৬১৫৯৯০০৬৫।**
ক্রমিক সংখ্যা. ৪। টেণ্ডার সংখ্যা. ৬১/২৪/৫২০২/ওটি/৯৮/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **১৯-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: (১) মানসম্পন্ন ফিশ্ব প্লেটস, ফিশ্ব বোল্টস এবং নাটস, ই.আর ক্লিপস, ইনসুলেটিং লাইনার আদি ছাড়া আরডিএসওর মানসম্পন্ন ড্রয়িং সোল প্লেটস অনুরূপে পিএসসি শ্লীপারের উপরে ১-ইন-১২ বিজি ৬০ কেজি ওয়েলডেবল সিএমএস ক্রসিং (ডব্লিউসীএমএসসী) (ড্রয়িং নং. আরডিএসও/টি-৬২০৪ থেকে আরডিএসও/টি-৬২১১ পর্যন্ত, আরডিএসও/টি-৬৮৪৩ থেকে আরডিএসও/টি-৬৮৪৬ পর্যন্ত) (টেণ্ডার খোলার তারিখ পর্যন্ত যদি আছে যেকোনো অনন্তিম পরিবর্তন) (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: আছে, পর্যায়: ১] পরিমাণ:- **এসএসই/পি.ওয়ে/টিডি/বঙাইগাওঁ, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০১ সেট। পিএল. সংখ্যা. ৬০০৬০২৭০।**
ক্রমিক সংখ্যা ৫। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১০৯৫বি/ওটি/৯৯/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **২৬-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: আরডিএসও স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/২০১৩/সিজি-০১ (আরইভি-১) অনুসারে অর্গ্যানিক মেটেরিয়্যালসের দ্বারা প্রস্তুত ব্রেক প্যাড হাফ ২০০ সীএম^২ (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ২৪ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০] ১) পরিমাণ- **ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮৮২০ জোড়া** ২) পরিমাণ- **পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০৭৩০ জোড়া** (৩) পরিমাণ- **নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৪৩২০ জোড়া,** ৪) পরিমাণ- **নিউ জলপাইগুড়ি/জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ২০০০ জোড়া** (৫) পরিমাণ- **কাটিহার/জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ২০০০ জোড়া, পিএল. সংখ্যা.- ৩৩৫১০৩৫০।**
ক্রমিক সংখ্যা ৬। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১৬৯/ওটি/১০০/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **৩০-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিআরজি নং. ১২৬৮৬৮৫ ভিইআর অনুসারে রাবার স্প্রিং, ০২, এমএটি, স্পেসিফিকেশনঃ টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নং. ১৭.৫৩১.১০.০৩, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নং. ১৭.৬১৭.১০০.০২ এবং এমডিটিএস-১৪৮ আরইভি-০১, এমডিটিএস-১২২ আরইভি-০৩। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], (১) পরিমাণ- **ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬২৮ টি। (২)** পরিমাণ- **পাণ্ডু/জিএসডি, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৬৯২ টি। (৩)** পরিমাণ- **নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২৭৩৬ টি। (৪)** পরিমাণ- **নিউ জলপাইগুড়ি জিএসডি, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১৭৮ টি। (৫)** পরিমাণ- **কাটিহার, জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ১৪৫ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০৩০০০।**
ক্রমিক সংখ্যা ৭। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১৬৮/১০১/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **০৯-০৯-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নং. ১৭.৫৩১.১০০.৩, টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন নং. ১৭.৬১৭.১০০.০২ এবং এমডিটিএস-১৪৮ আরইভি-০১, এমডিটিএস-১২২ আরইভি-০৩ অনুসারে বল জয়েন্ট রোল লিংক ফ্লেক্সিবল জয়েন্ট (এন্টি রোল বার লিংক) ডিআরজি নং. সী৫৩৯৭৩ আরইবি বিআরইডি ৮৪১৬ আরইভি'৩আর৩% ইউ২০১ডি। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], (১) পরিমাণ-**ডিব্রুগড় টাউন ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৮৩৬৭ টি, (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৯৯৭৪ টি। (৩) পরিমাণঃ কাটিহার জিএসডি, এনএফআর (বিহার) এর জন্যে ৩৯ টি।**
ক্রমিক সংখ্যা ৮। টেণ্ডার সংখ্যা. ৫০/২৪/৫০১৫এ/ওটি/১০২/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **০৫-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: অনন্তিম সংশোধনী অথবা স্পেসিফিকেশন সহিত আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/এসপিএন/১৭৭/২০১২ (ভিইআর.৩) অনুসারে ডুয়্যাল ট্র্যাক সেনসর্স কমপ্লিট সহিত হাই এভেইলেবিলিটি সিঙ্গল সেকশন ডিজিটাল এক্সেল কাউন্টার সিষ্টেমের যোগান, ডিটেকশন পইন্ট সহিত ভাইট্যাল রিলে ট্র্যাক সাইড ইউনিট, ইভ্যাল্যুটেরি প্রোসেসর্স ধরণের প্রত্যেক ট্যাক খণ্ডের জন্যে ডুয়্যাল হার্ডওয়েরের অন্তর্ভুক্তিরে অতিরিক্ত সম্পূর্ণ সেট, প্রত্যেক ট্র্যাক খণ্ডের জন্যে অটো রিসেটিং সুবিধা সহিত প্রত্যেক ডিটেকশন পয়েন্টস এবং ডুয়াল ডিসপ্লে রিসেট বাক্সের যেকোনো দিশার জন্যে ডিফ্লেক্টর্স, প্রত্যেক ডিটেকশন পয়েন্ট ক্ল্যাম্পের জন্যে ফিক্সিং এরেঞ্জমেন্ট এবং কমপ্লিট এসেমব্লী (একটি ব্লক খণ্ডের সমগ্র সরঞ্জাম থাকা একটি সেট)। ইহার সঙ্গে টিএস অনুসারে ডিজিট্যাল এক্সলে কাউন্টার কমপ্লিট সেটের পরীক্ষণ/কমিশনিং এবং ওয়ারিং, স্থাপন সহিত অনুমোদিত ড্রয়িং অনুসারে এবং নির্মাণ ক্ষেত্রে রেলওয়ে অভিযন্তার নির্দেশানুসারে এবং টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন অনুসারে রিলে সার্কিটের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করার জন্যে সেই একই ওয়ারিং। ইহার সঙ্গে যদি আছে প্যানেল কক্ষ থেকে ডিডব্লিউসি পাইপ/বিদ্যমান ল্যাডারে থাকা এক্সলে কাউন্টার কক্ষ/রিলে কক্ষ পর্যন্ত ক্যাবলের স্থাপন এবং টার্মিনেশন (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], পরিমাণঃ এসএসই/এসআইজি/রঙ্গাপাড়া নর্থ এনএফআর (অসম) এর জন্যে ৭ সেট। **পিএল. সংখ্যা. ৫৬৭৯০২৩১০০৪৩।**
ক্রমিক সংখ্যা ৯। টেণ্ডার সংখ্যা. ৩০/২৪/১১৮৭/ওটি/১০৩/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **০২-০৯-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এলএইচবি কোচের জন্যে মানসম্পন্ন ব্রেক ডিস্ক ড্রয়িং নং. সীজী-১৫০৬৬ এএলটি-০১ এমএটি স্পেসিফিকেশনঃ আরডিএসও/২০১৭/সীজী-০২ (আরইভি.২) সীওআরআর-১। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৭২ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়: ০], (১) পরিমাণ-**ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬০ টি, (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ ওয়ার্কশপ ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১৬০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৩৩৫০৯৬৮২।**
ক্রমিক সংখ্যা ১০। টেণ্ডার সংখ্যা. ১০/২৪/১৩৯১/ওটি/১০৪/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **২০-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিআরজি সংখ্যা. ইএমডি পার্ট নং. ৪০০০৪২৩৪ ডিএলডব্লিউ পিটি নং. ১৬০৭০১০০ স্পেসিফিকেশনঃ ইএমডি পার্ট সংখ্যা. ৪০০০৪২৩০ ডিএলডব্লিউ পিটি নং. ১৬০৭০১০০ অনুসারে ইএমডি পার্ট সংখ্যা. ৪০০০৪২৩৪ ডিএলডব্লিউ পিটি সংখ্যা. ১৬০৭০১০০ অনুরূপে ওয়াটার পাম্প লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] [পরিদর্শন সংস্থা: টিপিআই, পর্যায় আইএনএসপি: নেই, পর্যায়সমূহ: ০], (১) পরিমাণ-**নিউ গুয়াহাটি/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ১০ টি, (২) পরিমাণঃ শিলিগুড়ি জংশন/ডিজেল/ডিপো, এনএফআর (পশ্চিমবঙ্গ) এর জন্যে ১১ টি। পিএল. সংখ্যা. ১৬০৭০১০০।**
ক্রমিক সংখ্যা ১১। টেণ্ডার সংখ্যা. ৪০/২৪/০৫১৭এ/ওটি/১০৫/২০২৪-২৫, বন্ধ/খোলার তারিখঃ **১৬-০৮-২০২৪**
সংক্ষিপ্ত বিবরণ: এলএইচবি কোচসমূহের জন্যে ৪.০ কেডব্লিউ আণ্ডার শ্লাং কনষ্ট্যান্ট ভোলটেজ রেগুলেটেড কাম ইমার্জেন্সি ব্যাটারি চার্জার। স্পেসিফিকেশন. আরডিএসও স্পেসিফিকেশন নং. আরডিএসও/পিই/এসপিইসি/এসি/০১৮৩ (আরইভি.১)-২০১৮ অনুসারে। (ওয়ারান্টির সময়সীমা: ডেলিভেরির তারিখের পরে ৩০ মাস] (১) পরিমাণ- **ডিব্রুগড় টাউন/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০ টি, (২) পরিমাণঃ নিউ বঙ্গাইগাওঁ/ওয়ার্কশপ/ডিপো, এনএফআর (অসম) এর জন্যে ২০ টি। পিএল. সংখ্যা. ৪৫১৩৯৬৫৯।**
বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।
পিসিএমএম, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

গৃহকোণ

যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মানেন নেগেটিভ এনার্জি

শুভ শক্তির অস্তিত্ব যেমন রয়েছে, তেমনই অশুভ শক্তির প্রভাবও রয়েছে। আপনার ঘরেই তার প্রভাব থাকতে পারে। কীভাবে টের পাবেন? কিছু লক্ষণ রয়েছে। যাঁরা বিশ্বাস করেন, তাঁরা মানেন। বাস্তু বিশেষজ্ঞরা মনে করেন - কোনও শুভ কাজের জন্য খুব চেষ্টা করছেন। শেষ মুহূর্তে গিয়ে সমস্ত কিছু নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সাফল্য কাছে এসেও ধরা দিচ্ছে না। সুযোগ পাচ্ছেন। কিন্তু কিছুতেই সেগুলো কাজে লাগাতে পারছেন না। কোনও না কোনওভাবে বাধা পড়ছে। বিনা কারণে আলস্য বোধ হচ্ছে। কোনও কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। অদ্ভুত একটা নিরুসাহ কাজ করছে। নিজের বাড়িতে থাকতেই অস্বস্তি লাগছে। নিরাশা চরমে পৌঁছে যাচ্ছে। এমনকী মাঝে মধ্যে আত্মহত্যা করার কথাও মনে হচ্ছে। বাড়ির কোনও এক সদস্য অস্বাভাবিক আচরণ করছেন। সবসময় ঝগড়া-অশান্তি লেগে রয়েছে। এমনই কিছু বিষয় যদি প্রতিনিয়ত আপনার বাড়িতে ঘটে থাকে। তাহলেই বুঝবেন নেগেটিভ এনার্জির প্রভাব রয়েছে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। সমস্যা থাকলে তার সমাধানও থাকে। তবে শুধু ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখলেই হবে না। আপনাকেও কয়েকটি পদক্ষেপ নিতে হবে। আগেকার দিনের গুরুজনেরা ঘর-দোর পরিষ্কার রাখার উপর জোর দিতেন। সেটি সত্যিই জরুরি। বাড়ির মধ্যে টবে ছোট ছোট গাছও লাগাতে পারেন। এতে পজিটিভ এনার্জি পাওয়া যায়। জলে লেবুর রস, নুন, সাদা ভিনিগার মিশিয়ে নিন। তারপর তা দিয়ে দরজা ও জানলা ভালো করে মুছে নিন। পাপোশের নিচে সন্ধক লবন দিয়ে তা দরজার সামনে রাখতে পারেন। এতে নেগেটিভ এনার্জি দূরে থাকে। ঘর মোছার সময় তাতে সামান্য নুন মিশিয়ে নিতে পারেন। এতেও ভালো ফল পাওয়া যায়। দেখবেন দুপুরবেলা কারও বাড়িতে কিছু পাঠাতে হলে মায়েরা তাতে একটু নুন দিয়ে

দেন।

গ্লাসের মধ্যে একটু জল নিয়ে তাতে নুন মিশিয়ে বাথরুমের কোনও একটি জায়গায় রেখে দিতে পারেন। এতে নেগেটিভ এনার্জি দূর হয়। ধূপের গন্ধ পজিটিভ এনার্জি দেয়। ঘরে ঢুকে এই গন্ধ পেলেই দেখবেন আপনার মন ভালো হয়ে যাবে। তথ্য সংগৃহীত। বিশ্বাস করা বা না করা সম্পূর্ণ আপনার ব্যক্তিগত বিষয়।

সংসার-অফিস সামলেও গৃহকোণ হবে ঝকঝকে

অফিসের ব্যস্ততা, সংসার খুঁটিনাটি, পরিস্থিতির যাঁতাকলে পড়ে ঘরদোর পরিষ্কার করার সময়ই পাচ্ছেন না একদম! ঘর পরিষ্কার করাকে এবার আরও সহজ করে নিন। রইল গৃহকোণ ঝকঝকে করার টিপস।

১) প্রথমেই ব্যস্ত শিডিউল থেকে একটা লিস্ট তৈরি করে নিন। কোনদিন কোনদিকটা বা কোন ঘরটা পরিষ্কার করবেন? এবার সপ্তাহের একেকটা দিন টাইম বের করে সেটা করার চেষ্টা করুন।

২) একদিনেই গোটা বাড়ির ময়লা পরিষ্কার করার ঝক্কি নেবেন না। এতে আপনার উপর চাপ পড়বে। শুরু করুন নাহয় সিলিং এবং ফ্যান থেকে। মাথায় এবং নাকে কাপড় বেঁধে লম্বা ঝুল ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করুন।

৩) পরের দিন নাহয় কার্পেট, সোফা, ইত্যাদি পরিষ্কার করলেন। ঘরের মেঝেতে কার্পেট থাকলে তার উপর বেকিং সোডা ছড়িয়ে দিন। কিছুক্ষণ রেখে ভাল করে পরিষ্কার করে নিন। দেখবেন দুর্গন্ধ দূর হয়েছে। সোফাসেটের উপর ভ্যাকুম চালিয়ে নিন। যতক্ষণ এটা করবেন ততক্ষণ কার্পেটটাতে সোডা ছড়িয়ে রাখুন। শেষ হলে কার্পেট ধরুন। ব্যস সেদিন এটুকুই থাক।

৪) আসবাবপত্র পরিষ্কার করার জন্য পাতলা কাপড় ব্যবহার করুন। কাঠের আসবাব হলে মোটেই সেটা কাপড় ভিজেয়ে মুছবেন না। এতে পালিশ নষ্ট হয়। শুকনো কাপড় বা ছোট হাতঝাড়ু আজকাল পাওয়া যায়। এতে আসবাবপত্রে লেগে থাকা ময়লা জলদি দূর হবে। পেলমেট থাকলে সেটাও ঝাড়ু দিয়ে ঝেড়ে নিন।

৫) আয়না পরিস্কারের জন্য গ্লাস ক্লিনার বা জলে সামান্য শ্যাম্পু দিয়েও পরিষ্কার করে শুকনো কাপ। দিয়ে কাচ মুছে দিন। পেপার বা কাগজ ভেজিয়ে মুছলেও ভালো পরিষ্কার হয়। এতে দাগ হবে না এবং আয়না ঝকঝকে দেখাবে।

৬) পর্দা কাচতে চাইলে ওয়াশিং মেশিনে দিন। ততক্ষণে জানলার কাচ পরিষ্কার করে নিন।

৭) পরিশেষে খাটের নীচে বা কোণে জমে থাকা ময়লা যেখানে রোজ হাত পৌঁছয় না, সেটা পরিষ্কার করে নিন।

কিছু কিছু জিনিস দেখতে ভালো লাগলেও তা বাড়িতে একেবারেই রাখা উচিত নয়

গেরস্থালি সুন্দর করে সাজানো-গোছানো থাকলে দেখতে ভালোই লাগে। প্রত্যেকেই মনের মতো করে নিজের বাড়ি সাজিয়ে নিতে ভালোবাসেন। নিজের পছন্দের জিনিস অন্দরমহলে রাখতে চান। তবে আপনার পছন্দ আপনার পরিবারের বিপদের কারণ হতে পারে। চোখের সুখের কথা ভেবে এমন কিছু হয়তো তুলে এনেছেন, যার জন্য আপনার সংসারের শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু কিছু জিনিস দেখতে ভালো লাগলেও তা বাড়িতে একেবারেই রাখা উচিত নয় বলে মত বাস্তু বিশেষজ্ঞদের। যেমন-নটরাজ মূর্তি-কথিত আছে, নৃত্য ও সঙ্গীত শিবের সৃষ্টি। শিবের তাণ্ডব নৃত্যের প্রতীক হিসেবেই নটরাজ মূর্তিকে অনেক জায়গায় ধরা হয়। তাণ্ডব আবার ধ্বংসের প্রতীক। তাই ঘরে কিংবা অফিসে নটরাজ মূর্তি না রাখাই ভালো। অবশ্য নৃত্যশিল্পীরা নটরাজ মূর্তিকেই আরাধ্য হিসেবে মানেন। অনেক বাড়িতেই এটি রাখার চল রয়েছে। এটির ২-৩ ফোঁটা (ঘুমানোর আগে) ১ সপ্তাহের মধ্যে ১০০ দৃষ্টি ফিরিয়ে আনবে।

তাজমহল - বাঙালির নাকি পায়ের তলায় সর্ষে। কিছু সময়

পেরিয়ে গেলেই কোথাও বেড়িয়ে আসার জন্য মনকেমন করে। ভ্রমণরসিক বাঙালির খুবই প্রিয় জায়গা আগ্রার তাজমহল। আর সেখানে গেলে অনেকেই উপহার হিসেবে কিংবা স্মৃতি হিসেবে ছোট্ট ছোট্ট তাজমহলের স্মারক নিয়ে আসেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাজমহল যতই সুন্দর হোক আদতে তা সমাধি। তাই বাড়িতে তা রাখা একেবারেই উচিত নয়। ডুবন্ত জাহাজের ছবি-ছবি দিয়ে অন্দরমহল সাজানোর অভ্যাস অনেকেরই আছে। তবে বাড়িতে যে ছবি রাখুন না কেন ডুবন্ত জাহাজের ছবি রাখবেন না। কারণ হিসেবে বলা হয়, ডুবন্ত জাহাজের ছবি রাখলে অশুভ শক্তির প্রভাব বাড়ে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কও ভালো থাকে না। অশান্তির সৃষ্টি হতে পারে। হিংস্র পশুর ছবি বা মূর্তি-কেউ বেডরুমে সিংহের ছবি রাখতে ভালবাসেন, কেউ আবার রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের ছবি ড্রইংরুমে লাগান। বন্য পশুদের ছোট ছোট মূর্তিও দেখা যায়। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, এমন হিংস্র পশুদের ছবি বাড়িতে একেবারেই লাগানো উচিত হয়। এতে বাড়িতে রোগভোগ লেগেই থাকে।

নীতি আয়োগের বৈঠকে অনুপস্থিত নীতীশ কুমার

নয়াদিল্লি, ২৭ জুলাই ঃ শনিবার ছিল নীতি আয়োগের বৈঠক। যেখানে সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না বিহারের মুখ্যমন্ত্রী তথা কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জোট শরিক নীতীশ কুমার। তবে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিহারের দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী এবং বিজয় কুমার সিনহা। তবে নীতীশের অনুপস্থিতির কারণ নিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। যা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জল্পনা। শনিবার রাষ্ট্রপতি ভবনের সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন বিজেপি ও এনডিএ শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা।

প্রচণ্ড গরম, অসমে মৃত্যু এক দিনমজুরের

রঙিয়া (অসম), ২৭ জুলাই ঃ প্রচণ্ড গরমে কামরূপ গ্রামীণ জেলার অন্তর্গত রঙিয়ায় মৃত্যু হয়েছে জনৈক দিনমজুরের। নিহত ব্যক্তিকে বছর ৫৫-এর যোগেন কলিতা বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। গোটা অসম জুড়ে তাপপ্রবাহের জেরে আরও একটি প্রাণ চলে গেছে। জানা গেছে, রঙিয়ার বিষনালা গ্রামের দিনমজুর প্রতিদিনের মতো শুক্রবারও কাজের সন্ধানে ঘর থেকে বেরিয়েছিলেন। উকট গরমে গোটা দিন মজুরের কাজ করে বিকালের দিকে ঘরে ফেরেন। কিছুক্ষণ পর শরীরে অস্থিরতা বোধ করছেন বলে জানান স্ত্রীকে। এর পর প্রায় ছয়টা নাগাদ আচমকা তিনি সংজ্ঞা হারিয়ে ঢলে পড়েন। প্রতিবেশীদের সহায়তায় স্ত্রী-সন্তানরা সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যান নিকটবর্তী একটি বেসরকারি নার্সিং হোমে। জরুরি ভিত্তিতে শুরু হয় তাঁর চিকিৎসা। কিন্তু মধ্যরাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন যোগেন কলিতা। হাসপাতালের উদ্ধৃতি দিয়ে যোগেন কলিতার স্ত্রী জানান, প্রচণ্ড গরমে তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। এমন বিপর্যয়ে গ্রামের মানুষ তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন জানিয়ে স্ত্রী জানান, তাঁদের দুই মেয়ে এবং একটি ছেলে আছে। একমাত্র উপার্জনকারীর অকালমৃত্যুতে সংসার কীভাবে চালাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

নভি মুম্বইয়ে ভেঙে পড়লো তিন-তলা বাড়ি মৃত্যু ১

মুম্বই, ২৭ জুলাই ঃ বিগত কিছু দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে মুম্বইয়ে। এই বৃষ্টির মধ্যেই শনিবার সকালে নভি মুম্বইয়ে ভেঙে প।লো একটি তিন-তলা বাড়ি। শনিবার সকাল ৪.৫০ মিনিট নাগাদ নভি মুম্বইয়ের শাহবাজ গ্রামে ভেঙে পড়ে বাড়িটি। বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল ও জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। সকালেই দু'জনকে সুরক্ষিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরে একজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। নভি মুম্বই মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কমিশনার কৈলাস শিন্ডে বলেছেন, সকাল আনুমানিক পাঁচটা নাগাদ বাড়িটি ভেঙে পড়ে। দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। এনডিআরএফ-এর টিম ঘটনাস্থলে রয়েছে। নভি মুম্বইযের ডেপুটি ফায়ার অফিসার পুরুষোত্তম যাদব বলেছেন, আমরা সকাল ৪.৫০ মিনিট নাগাদ একটি বিল্ডিং ভেঙে পড়ার খবর পেয়েছি। দু'জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। তার মধ্যে আরও একটি মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। পুলিস এই বিপর্যয়ের পরে সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে।

'কমপ্লিট শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষ হতাহত হয়েছেন, দেশবাসীর কাছে বিচার চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী হাসিনা

ঢাকা, ২৭ জুলাই ঃ কোটা আঃেদালনকারীদের 'কমপ্লিট শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষ হতাহত হয়েছেন, দেশবাসীর কাছে এর বিচার চাই, বলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আজ শনিবার সকালে সাম্প্রতিক সহিংসতায় আহতদের দেখতে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ট্রমাটোলজি অ্যান্ড অর্থপেডিক রিহ্যাবিলিটেশন-নিটোর (পঙ্গু হাসপাতাল) পরিদর্শনে গিয়ে এ সব কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি পঙ্গু হাসপাতালে আহতদের উন্নত চিকিসা নিশ্চিতের নির্দেশ দিয়েছেন। সহিংস আন্দোলনে আহতদের শারীরিক অবস্থা দেখে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন প্রধানমন্ত্রী। চোখের জল ধরে রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে অত্যন্ত আবেগিক কণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ' বিচার দেশবাসীর কাছে চাই। আন্দোলনের নামে এতগুলো পরিবারের ক্ষতি হয়েছে, এর দায়িত্ব কার? আহতদের চিকিৎসার সব ধরনের ব্যবস্থা করবে সরকার।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু করতেই এই ষ।যন্ত্র। দেশের মানুষকেই এই সহিংসতার বিচার করতে হবে। কোটা আঃেদালনকারীদের ' শাটডাউন'-এর জন্যই এত মানুষকে হতাহত হতে হয়েছে। এভাবে আর কেউ যাতে কোনও ধ্বংসযজ্ঞ চালাতে না পারে, সে দিকে সবাইকে সতর্ক থাকতে হবে। হাসিনা বলেন, আহতদের চিকিৎসার জন্য যা যা লাগবে করে দেব এবং করে দিচ্ছি। যাদের অঙ্গহানী হয়েছে, তাদের কৃত্রিম অঙ্গ সংযোজনের ব্যবস্থা নেবে তাঁর

সরকার। যাতে তাঁরা আবার সুস্থ মানুষের মতো চলাফেরা করতে পারে, নিজেদের কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে। তিনি বলেন, ' সাধ্যমতো আমরা করে দেব, কিন্তু দেশবাসীর কাছে আমি বিচার চাই। অপরাধটা কী করেছি? এ ধরনের ধ্বংসযজ্ঞ আর কেউ যেন এই দেশে চালাতে না পারে, সে জন্য আমি সকলের সহযোগিতা চাই। শেখ হাসিনা পঙ্গু হাসপাতালে চিকিৎসাধীন গুরুতর আহত কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের চিকিসার খোঁজখবর নেন। এ সময় তিনি আহতদের যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন। নিটোর পরিচালক অধ্যাপক ড. কাজি শামীম-উজ্জামান আহতদের চিকিৎসার বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আহতদের সুচিকিসা নিশ্চিত করতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সব ধরনের পদক্ষেপ নিতে বলেন। প্রধানমন্ত্রী সঙ্গে অন্যান্যদের মধ্যে ছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্তলাল সেন, স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী ডা. রোকেয়া সুলতানা, প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব এম তোফাজ্জল হোসেন মিয়াঁ এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রেসসচিব নাঈমুল ইসলাম খান। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর পর সেতু ভবন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর পরিদর্শন করেছেন। গত ১৮ জুলাই কয়েকশো দুষ্কৃতকারী সেতু ভবনে প্রবেশ করে ভাঙচুর চালিয়ে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বহু যানবাহন, মোটরবাইক ভাঙচুর করেছে, বিভিন্ন শেড ও কক্ষ ভাঙচুর করে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

পরে প্রধানমন্ত্রী মহাখালীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদফতর পরিদর্শন করে ১৮ জুলাই সংগঠিত হামলার শিকার ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনার বিভিন্ন অংশ দেখেন। সেতু ভবন ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ভবন দুটির ধ্বংসযজ্ঞের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। এ সময় সড়ক পরিবহণ ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। (সমাপ্ত)

গ্রাহক সংযোগ উন্নত করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন পদক্ষেপ

গুয়াহাটি, ২৭ জুলাই ঃ পণ্য সামগ্রী পরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং উন্নত গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা প্রদান করতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। এ ধরনের উদ্যোগগুলির অংশ হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণির গ্রাহকদের দ্বারা বিভিন্ন সামগ্রীর সহজ পরিবহণের লক্ষ্যে ২০২৪-এর জুন মাসে অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী পণ্য ট্রাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য আরও কিছু স্টেশন খুলে দেওয়া হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মুখ্য জনসংযোগ

আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ শনিবার এ কথা জানিয়েছেন। তিনি জানান, গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে এবং পণ্য রাজস্ব বৃদ্ধি করতে কাটিহার ডিভিশনের অন্তর্গত আদিনা স্টেশনটি চলতি বছরের ৩ জুন থেকে অন্তর্মুখী কয়লা ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত তাতিবাহার স্টেশনটি ১০ জুন থেকে বহির্মুখী বাঁশ ট্র্যাফিক হ্যান্ডলিং-এর জন্য খোলা হয়েছে। এছাড়া, বিজনেস ডেভেলপমেঃট ইউনিট (বিডিইউ) পদক্ষেপের অধীনে রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত বিশ্বনাথ চারিআলি থেকে কাটা বাঁশ লোড করা হয়। পাশাপাশি আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ফালাকাটা স্টেশন থেকে ৪২ ওয়াগন ভুট্টা এবং বিন্নাগুড়ি স্টেশন থেকে ২১ ওয়াগন স্টোন চিপ বুক করা হয়। অন্যদিকে, তিনসুকিয়া ডিভিশন দ্বারা প্রথমবারের জন্য অসমের ধেমাজি থেকে মধ্যপ্রদেশের আমলাই পর্যন্ত বাঁশের ২০টি ওয়াগন পরিবহণ করা হয়েছে। বিডিইউ-এর অধীনে অবিরত প্রচেষ্টার ফলে ডিমাপুর স্টেশনের পার্সেল উপার্জন পূর্ববর্তী বছরের সংশ্লিষ্ট মাসের তুলনায় ১৬.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রাহক সংযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং নতুন টার্মিনাল খোলার ফলে পণ্যবাহী ট্রেনের লোডিং ও আনলোডিং বৃদ্ধি পেয়েছে। যার পরিণাম হিসেবে আগামী বছরগুলিতে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে বলে জানান সব্যসাচী দে।

জোলাইবাড়িতে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে ভোটপ্রচার আইপিএফটি নেতা তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ২৭ জুলাই ঃ আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকাধীন পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদে বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে বিপুলভোটে জয়যুক্ত করার লক্ষ্যে আজ শনিবার বিভিন্ন জায়গায় ডোর-টু-ডোর প্রচার কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছন আইপিএফটি নেতা তথা মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। এদিন প্রথমে জোলাইবাড়ি ব্লকের অধীন শান্তিনিকেতন পাড়ার মন্দিরে মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্বলন করে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নম্বর আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী তাপস দত্ত ও জেলা পরিষদের ১৩ নম্বর আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শিল্পী নমশূদ্রকে সঙ্গে নিয়ে ডোর-টু-ডোর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন। তাপস দত্ত বিগত দিনেও জোলাইবাড়িবাসীর কাছের মানুষ হিসেবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেছেন। জোলাইবাড়ি ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যানের পদে ছিলেন তাপস দত্ত। তিনি কোনও ভেদাভেদ ছাড়া সমস্ত সরকারি সুযোগ-সুবিধা মানুষজনের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন। তাই সবাই আশাবাদী, আসন্ন নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতির ৮ নম্বর আসনে তাপস দত্ত বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এলাকার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে যাবেন। দুই প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচার শেষ করে জেলা পরিষদের ১২ নম্বর আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী শম্ভু মানিকের হয়ে প্রচারে বের হয়েছিলেন মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া। আজকের প্রচার শেষে মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া জানান, বিগত বাম আমলে ত্রিস্তরীয় নির্বাচনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারত না। বর্তমান সময়ে রাজ্যে বিজেপি আইপিএফটি ও তিপ্রামথা দলের জোট সরকার গঠনের পর গণতন্ত্রে বিশ্বাস করছে সকলে। তাই ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে জোলাইবাড়ি বিধানসভা এলাকায় বিরোধীরা প্রার্থী দিয়েছেন। বিরোধীরা প্রার্থী দিলেও সবাই বিগত দিনে যেভাবে সিপিআইএমকে বর্জন করেছেন, একইভাবে আসন্ন ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির বিরুদ্ধে যাঁরা প্রার্থী দিয়েছে তাঁদেরকে সবাই বর্জন করবেন, দাবি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার।

নাম পরিবর্তন

আমি, Zarina Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Md Hasim, ঠিকানা-55B, Tiljala Road, Gobinda Khatick Road S.O, Kolkata- 700046, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Zarina Khatoon (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Zarina Khatoon (নতুন নাম) এবং Zarina Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Shayeed Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Sheik Jalil, ঠিকানা- 7EH91, Moulana Md Ali Road, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Sayeeda Begum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Sayeeda Begum (নতুন নাম) এবং Shayeed Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Shaikh Mansur (পুরাতন নাম) পিতা Yusuf Nannemiya Shaikh, ঠিকানা- 111, Paddapukur East Lane, P.S.- Watgunge, Kolkata- 700023, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mansur Yusuf Shaikh (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mansur Yusuf Shaikh (নতুন নাম) এবং Shaikh Mansur (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Kazi Sahani Begum (পুরাতন নাম) স্বামী Kazi Mostakur Rahaman, পিতা Kazi Abu Saber, ঠিকানা-Vill- Shyampur, P.O.- Parshyampur, P.S.- Pursurah, Hooghly, Pin- 712401, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kazi Sahani Begaum (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kazi Sahani Begaum (নতুন নাম) এবং Kazi Sahani Begum (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Anand Kumar Agarwal (পুরাতন নাম) পিতা Hari Prasad Agrawal, ঠিকানা-AA-22, Mrinda Appt, Rajarhat Road, Taltala, Rajarhat Gopalpur (m), Bidhannagar, Pin- 700059, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Anand Agrawal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Anand Agrawal (নতুন নাম)এবং Anand Kumar Agarwal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Golam Hossain Miya (পুরাতন নাম) পিতা Gopal Miya, ঠিকানা-Vill.- Barasat, P.O.- Haripukuria, P.S.- Haringhata, Dist.- Nadia, Pin- 741257, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Golam Hossen Miya (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Golam Hossen Miya (নতুন নাম) এবং Golam Hossain Miya (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Rita Karmokar (পুরাতন নাম) স্বামী Ashis Kumar Karmakar, ঠিকানা- 47A, Debinibash Road, P.O.- Motijheel, P.S.- Nager Bazar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700074, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Rita Karmakar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Rita Karmakar (নতুন নাম) এবং Rita Karmokar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Madhusudhan Modak (পুরাতন নাম) পিতা Gopal Chandra Modak, ঠিকানা- Purbasha, Barasat (M), Dist. North 24 Pgs, Pin- 700124, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Madhusudan Modak (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Madhusudan Modak (নতুন নাম) এবং Madhusudhan Modak (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Suhrita Das Suhrita Chakraborty (পুরাতন নাম) স্বামী Anish Das, ঠিকানা- B-11235, Kalyani, P.O. P.S.- Kalyani, , Dist. Nadia, Pin- 741235, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Suhrita Chakrabarty Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম । Suhrita Chakrabarty Das (নতুন নাম) এবং Suhrita Das Suhrita Chakraborty (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Ashis Kumar Karmokar (পুরাতন নাম) পিতা Niranjan Karmakar, ঠিকানা- 47A, Debinibash Road, P.O.- Motijheel, P.S.- Nager Bazar, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700074, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ashis Kumar Karmakar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ashis Kumar Karmakar (নতুন নাম) এবং Ashis Kumar Karmokar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I SHANTA KUMAR DAS,S/O SUKUMAR DAS,R/O 137,NILACHAL SOUTH,DUTTA SREE APPT,AIRPORT,BRATISLAVA,NORTH DUMDUM,PO-BIRATI,PS-AIRPORT,NORTH 24 PARGANAS,700051,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SANTA KUMAR DAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT SHANTA KUMAR DAS AND SANTA KUMAR DAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ASHIT SINGHA,S/O KSHETRA MOHAN SINGHA,R/O AC/15/3, DESHBANDHUNAGAR BAGUIATI, BIDHANNAGAR-700059,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIT KUMAR SINGHA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT ASHIT SINGHA AND ASHIT KUMAR SINGHA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I RACHNA AGARWAL & RACHNA RATHI AGARWAL,D/O GAJANAND RATHI,R/O 541/A,RABINDRA SARANI BAGHBAZAR,PS-SHYAM PUKUR,KOLKATA-700003,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RACHNA RATHI,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 02/07/2024,THAT RACHNA AGARWAL & RACHNA RATHI AGARWAL AND RACHNA RATHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Tanjila Sekh (old name) W/O Late Basar Sekh, D/O Late Sk Ayub Ali, residing at Thakurhat, Bora Kamalapur, P.O.- Bora, P.S.- Singur, Pin- 712306, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Tanjila (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 26/07/2024. Sk Tanjila (new name) and Tanjila Sekh (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Sekh Saifuddin Ali Akunji & Shaikh Saifuddin Ali Akungi (old name) S/O Shaikh Samad Ali Akungi, residing at Shrirambati, Magura, P.S.- Pandua, Dist- Hooghly Rural, Pin- 712149, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sk Saifuddin Ali Akunji (new name) vide an affidavit no 1087 sworn before Notary public at Hooghly court on 08/07/2024. Sk Saifuddin Ali Akunji (new name) and Sekh Saifuddin Ali Akunji & Shaikh Saifuddin Ali Akungi (old name) all are same identical person.

Name Change

I AKASH KUMAR PANDAY, S/O KAMAL PANDAY, R/O 3RD FI, 3C, 24 NILGUNGE ROAD, KASARI BAGAN, PO PANIHATI, PS KHARDAH C, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AKASH PANDAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT AKASH PANDAY AND AKASH KUMAR PANDAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAMAR BALA, S/O SATISH BALA, R/O VILL NOLDUGARI , PO. NOLDUGARI, PS BAGDHA, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743297, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SADANANDA BALA, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT SADANANDA BALA AND SAMAR BALA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KUTUBUDDIN SHOUKATALI SEKH & KUTUBUDDIN SK,KUTUBUDIN SAIKATALI SEKH ,S/O SAIKAT ALI SEKH,R/O MOMINPUR,PO-BAHARKULI,PURBA BARDHAMAN,712146,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KUTUBUDDIN SEKH,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT KUTUBUDDIN SHOUKATALI SEKH & KUTUBUDDIN SK,KUTUBUDIN SAIKATALI SEKH AND KUTUBUDDIN SEKH ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,JABA PAL(OLD NAME),WIFE OF SIDDHARTHA SANKAR PAUL, RESIDING AT 78/Z,BRAHMA SAMAJ ROAD,PREMISES NO - 369/1,PO-BEHALA,PS-PARNASREE, KOLKATA - 700034,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JABA PAUL(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024.THAT JABA PAL AND JABA PAUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I BUDDHADEV KHAN,S/O LATE SUNIL BARAN KHAN,R/O VILL & PO & PS-SIMLAPAL,BANKURA-722151,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BUDDHADEB KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT BUDDHADEV KHAN AND BUDDHADEB KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SUDHANGSU SEN,D/O AMBUJ CHAND,R/O VILL & PO & PS-SIMLAPAL,BANKURA-722151,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALA KHAN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT SUDHANGSU SEN AND MALA KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANIL BISWAS,S/O SWARNADHAR BISWAS,R/O NAYAGOPALGANJ,PO & PS-BONGAON,NORTH 24 PARGANAS,743235,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANIL CH. BISWAS,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT ANIL BISWAS AND ANIL CH. BISWAS ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I ANKESH MANDAL, S/O ASIT KUMAR MONDAL, R/O DEULI, PO DEULI PUKURIA, PS HINGALGUNJ, DIST BASIRHAT, PIN-743439, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANKESH MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT BASIRHAT ON 23/07/2024, THAT ANKESH MANDAL AND ANKESH MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I KAMAL KRISHNA PANDAY, S/O DINABANDHU PANDAY, R/O 3RD FI, 3C, 24 NILGUNGE ROAD, KASARI BAGAN, PO PANIHATI, PS KHARDAH,DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-700114, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL PANDAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT KAMAL PANDAY AND KAMAL KRISHNA PANDAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHILA PAL(OLD NAME), W/O GOURANGA PAUL, R/O VILL SHIBALAYA, PO- ADI KASHIMPUR, PS DUTTAPUKUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHILA PAUL(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT BARASAT ON 10/07/2024, THAT SHILA PAL AND SHILA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I GOURANGA PAL(OLD NAME) S/O LATE PRAFULLA PAL, R/O VILL SHIBALAYA, PO- ADI KASHIMPUR,PS- DUTTAPUKUR, DIST NORTH 24 PARGANAS, PIN-743248, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS GOURANGA PAUL(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD JUDICIAL MAGISTRATE 1ST CLASS AT BARASAT ON 10/07/2024, THAT GOURANGA PAL AND GOURANGA PAUL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHABNAM JAVEE (OLD NAME), W/O MD IBRAR,R/O 43,PHARI BAGAN,PO-KAMARHATI,PS-BELGHORIA, NORTH 24 PARGANAS-700058, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM JAVEEN(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT SHABNAM JAVEE AND SHABNAM JAVEEN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো ফালাকাটা টাউন ক্লাবে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৭ জুলাই ঃ হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলিকে আবার ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নিয়েছে ফালাকাটা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও ফালাকাটা টাউন ক্লাব।

নৌকা বাইচ এক সময় গ্রামগঞ্জের বড় বিল বা খালে প্রচুর দেখা যেত। কিন্তু বর্তমানে তা হারিয়ে যেতে বসেছে। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা আয়োজন হতে চলেছে ফালাকাটায়। নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হলো ফালাকাটার টাউন ক্লাবে। ওই প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় ছিলেন ফালাকাটা টাউন ক্লাবের সভাপতি সম্পাদক সহ নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা কমিটির সদস্যগণ। এই প্রসঙ্গে কমিটির সম্পাদক সুশান্ত কুমার রায় জানান, আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ফালাকাটার মুজনাই নদীতে এই নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার ১৬ টি দল নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। গ্রামগঞ্জের হারিয়ে যাওয়া খেলাগুলিকে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে এই নৌকা বাইচ আয়োজন।

পাহাড়ি দুই জেলা সহ সমতলে বৃষ্টির পূর্বাভাস বাড়াচ্ছে আশঙ্কা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে হঠাৎ করে তিস্তা নদীতে প্লাবন, বিপন্ন কৃষি জমি সহ জনপদ, সেচ বিভাগের বাঁধ ভাঙ্গার আশঙ্কা। গত কয়েকদিনে পাহাড়ে অতিবৃষ্টির ফলে হটা নদীর জলস্তর অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যার কারনে তিস্তা নদীর গজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ এলাকা

থেকে শুরু করে রাজাডাঙ্গা চ্যাংমারি গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকার সেচ বিভাগের বাঁধে চাপ পরে ভেঙেছে। সেচ বিভাগের বাঁধের পশ্চিম দিকের বিস্তীর্ণ এলাকার চাষাবাদ বর্তমানে জলের তলায়। পাঞ্জাব বাঁধের ওপর জলের প্রচন্ড চাপ। স্থানীয় গ্রামবাসীদের অভিযোগ এই বাঁধের কোন কারণে বড়সড় ক্ষতি হলে চ্যাংমারি, রাজাডাঙ্গা, চাপাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতে এলাকায় যেকোনো মুহূর্তে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এমনই আশঙ্কা প্রকাশ করলেন গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাক্তন প্রধান অনুকূল বিশ্বাস। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে বহু জমি জলের তলায়, দ্রুত সেচ বিভাগের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি সেচ বিভাগের কর্তারা উপস্থিত হয়ে এবং বিষয়টির ওপর নজরদারি রাখছেন বলে সেচ বিভাগের কর্তা জানিয়েছেন। যদিও চ্যাংমারি রাজাডাঙ্গা এবং চাপাডাঙ্গা ইরিগেশন বাঁধ সংলগ্ন লোকজনেরা আতঙ্কে আছেন। অপরদিকে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে শনিবার থেকে সোমবার উত্তরের দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টিপাত হবার সম্ভবনা রয়েছে। আর এতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে তিস্তা পাড়ের এই জনপদ।

রেল স্টেশনে যাত্রী সুবিধার্থে অত্যাধুনিক সিঁড়ির উদ্বোধন বিজেপি সাংসদের

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ উত্তর - পূর্ব ভারতের সঙ্গে উত্তরবঙ্গকে যুক্ত করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্যের পরেই এই অঞ্চলের অন্যতম রেল স্টেশনে যাত্রী সুবিধার্থে অত্যাধুনিক সিঁড়ির উদ্বোধন বিজেপি সাংসদের।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রি তথা বিজেপি দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এক ভিডিও বার্তায় বলেন, উত্তরবঙ্গ কে এবার উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে যুক্ত করে উন্নয়নে জোয়ার আনতে হবে, এর পরেই এই নিয়ে রাজ্যে জুড়ে শুরু হয়ে যায় রাজনৈতিক দড়ি টানাটানি। এরই মধ্যে শনিবার উত্তরবঙ্গ থেকে উত্তর পূর্ব ভারতের সঙ্গে রেল পথে যোগাযোগ রক্ষাকারী অন্যতম গুরুত্বপূর্ন জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনে অত্যাধুনিক দ্বিতীয় বৈদ্যুতিক সিঁড়ির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যানদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রেলের আলিপুরদুয়ার বিভাগের ডি আর এম সহ পদস্থ রেল কর্তা সহ এলাকাবাসী। উল্লেখ্য, এখন থেকে বিশেষত প্রবীণ এবং বিশেষভাবে সক্ষম রেল যাত্রীদের জলপাইগুড়ি রোড রেল স্টেশনের দুই এবং তিন নম্বর প্লাটফর্ম থেকে ট্রেনে উঠতে অনেকটাই সুবিধে হবে।

চোপড়ায় কয়েক হাজার চা গাছ নষ্ট করার অভিযোগে পুলিশের দ্বারস্থ মালিক

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ২৭ জুলাই ঃ উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের কালুগছ এলাকার একটি চা বাগান থেকে কয়েক হাজার চা গাছ নষ্ট করার অভিযোগ উঠল দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে । ওই বাগানের মালিক জাকির হুসেন বলেন, 'শনিবার সকালে বিষয়টি নজরে পড়ে। আনারস বাগানে সাথী ফসল হিসেবে দুবছর আগে চা গাছ লাগানো হয়। বাগানের প্রায় পাঁচ হাজার চা গাছ কে বা কারা কেটে উপরে নষ্ট করেছে।' এ ব্যাপারে এদিন তিনি চোপড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জমা করেছেন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ। উল্লেখ্য, চোপড়া থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে চা বাগান নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ অনেকদিনের। সম্প্রতি এ ধরনের ঘটনা নজরে না পড়লেও এদিনের ঘটনায় নতুন করে বাগান মালিকদের মধ্যে উদ্বেগ শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, খতিয়ে দেখার আশ্বাস মেয়রের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ শহরের নার্সিংহোম-সহ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে এক প্রবীণ নাগরিকের অভিযোগকে মান্যতা দিলেন পুরসভার মেয়র গৌতম দেব। মেয়র অভিযোগ শুনে তাঁকে সোমবার পুরনিগমে ডেকে পাঠিয়েছেন। প্রতি শনিবার শিলিগুড়ি পুরনিগমে 'টক টু মেয়র' করে থাকেন। এদিনও তিনি উপস্থিত ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। বিভিন্ন বিষয় নিয়েই এদিন ফোন আসা শুরু করে। ২৪ নম্বর ওয়ার্ডের ৮৫ বছরের প্রবীর সাহা ফোন করেন। তিনি শহরের নার্সিংহোম-সহ চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন। তাঁর অভিযোগ, এখানে নার্সিংহোমগুলো চিকিৎসার নামে ব্যবসা চালাচ্ছে। তারা সঠিক চিকিসা তো করেই না। অথচ একগাদা বিল ধরিয়ে দেওয়া হয় রোগীর পরিবারের কাছে। আমার স্ত্রীকে বলা হয় টিবি হয়েছে কিন্তু তাকে বাইরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যেতেই সেখানে চিকিসকরা বলেন তার কিছুই হয়নি। এদিকে স্ত্রী এর চিকিৎসা করাতে গিয়ে আমার প্রচুর টাকা খরচ হয়। আপনি এগুলোর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেন। তাতেই আশ্বাস দেন মেয়র। তিনি সোমবার পুরনিগমে ডেকে পাঠিয়েছেন অভিযোগকারীকে।

হার্মাদ বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার স্মরণে সুচপুর শহীদ দিবস পালন নানুরে

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুলাই ঃ ঠিক চব্বিশ বছর আগে ভূমিহীন ক্ষেত মজুরদের নৃশংস গণহত্যার ঘটনা ঘটেছিল নানুরে। এই ২৭ জুলাই দশ জন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ সহ মোট ১১ জনকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করে সিপিএমের হার্মাদ বাহিনী। সেই নৃসংশতার বলি হন সেখ নিজাম, রসুল বক্স, সেখ সবুর, সেখ সালামত, সেখ হারাই, সরণ মেটে, সেখ সফিকুল, সেখ শফিক, সেখ আশরাফ, সেখ সাইফুর ও সেখ আলি হোসেন। ২০০০ সালে ১১ জনকে হত্যার পরই সোজা দিল্লি থেকে নানুরে ছুটে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বেশ কয়েক বার এই দিনে নানুরে এসে শহিদ-তর্পণ করেন তিনি। এদিন নানুরের বাসা পাড়ায় শহীদ বেদীতে মাল্যদানের মধ্য দিয়ে পালিত হলো নানুর শহীদ দিবস।

এদিন উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, লাভপুর বিধায়ক অভিজিত সিনহা, আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক, কোর কমিটির সদস্য সুদীপ্ত ঘোষ, কেতুগ্রাম বিধায়ক শেখ শাহনাওয়াজ, নানুর বিধায়ক বিধান মাঝি এবং জেলা সভাধিপতি কাজল সেখ সহ অন্যান্য সদস্যরা। প্রায় কয়েক হাজার মানুষ হাজির ছিলেন বাসা পাড়ার এই শহীদ সভায়। সভায় সিপিএম হার্মাদ প্রসঙ্গে মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, সেদিনের ঘটনা আজও মনে পড়ে। মানুষের উপরে নৃশংস অত্যাচার অত্যাচারের ঘটনা মনে করলে আজও শিউরে ওঠে মানুষ। কেষ্টদা দিদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোনে সমস্ত কিছু জানানোর পর দিদি এবং তদানীন্তন নেতা জয়ন্ত ভট্টাচার্য্য হাসপাতালে ছুটে আসেন। সেদিনের আন্দোলনে নানুর ব্লকের দায়িত্বে ছিলেন শেখ শাহনাওয়াজ, সোনা চৌধুরী, খালেক। সোনা চৌধুরী নেই। খালেক সাক্ষী ছিল। আজকে সেই শহীদ দিবসে আমরা শহীদের আত্মার শান্তির জন্য জমায়েত হয়েছি। প্রসঙ্গতঃ ২০০০ সালের ২৭ জুলাইয়ে নানুরের সূচপুরের ১১ টি পরিবারের সদস্যকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়। সেই ঘটনার প্রধান সাক্ষী ছিলেন তৃণমূল সমর্থক আব্দুল খালেক। ২০০০ সালে রেলমন্ত্রী থাকাকালীন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিহত পরিবারের সদস্যদের চাকরী দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সেই কথা মত নিহত ১১টি পরিবারের মধ্যে প্রায় সকল পরিবার সদস্য সরকারী চাকরী পেয়েছেন।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক তরুণের বিরুদ্ধে। শুক্রবার ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে। ধৃত জনি হেমব্রম গিরমিট লাইন ঘোষপুকুরের এলাকার বাসিন্দা। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বাসিন্দা তরুণীর অভিযোগ, ওই তরুণ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তোলে। এমনকি সহবাসও করে। কিন্তু পরে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়। এরপর ওই তরুণী পুলিশের দ্বারস্থ হন। তারপর ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্টি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনায় তরুণী এবং তাঁর পরিবার ধৃতের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে গরুর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুলাই ঃ শনিবার বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর দুই নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবগ্রামের মালপাড়ায় বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হলো একটি গরুর। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যুৎ দপ্তরের ঠিকা কর্মীরা কয়েক দিন আগে বিদ্যুতের তার পরিবর্তন করেছে। আজ আবার ওই খুঁটিতে চেপে কাজ করে। তার সংযোগ করার সময় বিদ্যুতের খুঁটির আর্থিং লোহার তারটিও বিদ্যুৎ পরিবাহী হয়ে যায়। এদিন বিকেলে হঠাৎই বৃষ্টি হয়। আর তার পাশেই বাঁধা ছিল গরুটি, কোন কারণে তাতে পা ঠেকতেই বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় গরুটির। এছাড়াও ওই গ্রামে অন্য পাড়ায় ভুল বিদ্যুতের তার সংযোগের ফলে ট্রান্সফরমার পুড়ে যায় বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। যেখানে বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা কাজ করছিলেন খবর পেয়ে ওই ঘটনাস্থলে গেলে এলাকাবাসীরা ঘিরে তাদের বিক্ষোভ দেখাতে থাকে।

ট্রেনের টিকিটে কালোবাজারির অভিযোগে গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ অবৈধভাবে ট্রেনের টিকিটে কালোবাজারি অভিযোগে রেল পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক।

সূত্রের খবর, আরপিএফের হাতে ধরা পরা ব্যাক্তির নাম জিতিস পাল (৪৭)। জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়ির বাসিন্দা তিনি। অভিযোগ, ধূপগুড়ির ঠাকুর পাঠ এলাকায় অনলাইনের দোকানে বসেই ট্রেনের টিকিট কালোবাজারি করত। ঘটনার খবর পায় রেল পুলিশ। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশনের রেল পুলিশের আধিকারিকেরা তাকে পাকড়াও করে বলে জানা যায়। অভিযুক্ত জিতিস পাল এর থেকে উদ্ধার হয়েছে বেশ কিছু রেলের টিকিট। এইধরনের অভিযান লাগাতার চলবে বলে জানিয়েছেন আরপিএফ ইন্সপেক্টর বিপ্লব দত্ত।

পর্যাপ্ত বৃষ্টি নেই বাঁকুড়ায়, ডিভিসি জল ছাড়তেই আশায় বুক বেঁধেছে কৃষকেরা

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৭ জুলাই ঃ ভরা শ্রাবনেও পর্যাপ্ত বৃষ্টি নেই, আকাশের পানে চেয়ে বাঁকুড়ার কৃষকেরা। আমন চাষের সময় ক্রমশ পেরিয়ে যেতে উদ্বিগ্ন কৃষকেরা তাকিয়ে ছিল ডিভিসির দিকে। অবশেষে শনিবার থেকে জল ছাড়তে শুরু করেছে ডিভিসি। আশায় বুক বাধছে চাষীরা। ভরা বর্ষাতেও বাঁকুড়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকার কৃষি জমি বন্ধ্যা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। নিম্নচাপের জেরে গত ২ দিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের জেলা গুলিতে বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হলেও এখনও ভারি এমনকি মাঝারি বৃষ্টির দেখা মেলেনি বাঁকুড়ায়। গত কয়েক দিন ধরে আকাশে শরতের মেঘের মত ভেসে ভেসে কয়েক মিনিটের ইলসে গুঁড়ি বৃষ্টি ছড়িয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। শ্রাবনের প্রথম সপ্তাহ পেরিয়ে গেলেও জেলায় প্রায় ৮৫ শতাংশ বৃষ্টির ঘাটতি রয়েছে এখনও । ফলে খারিফ মরসুমে আমন চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। বৃষ্টির অভাবে ডিভিসিও এতদিন জল ছাড়েনি। তবে শেষমেশ এই পরিস্থিতিতে আমন চাষে গতি আনতে শনিবার ভোর থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের রাইট ও লেফ্‌ট ব্যাঙ্ক দিয়ে জল ছাড়া শুরু করল ডিভিসি। সেচ দফতর সূত্রে জানা গেছে ডিভিসির লেফট ব্যঙ্ক মেইন ক্যানেল ও রাইট ব্যঙ্ক মেইন ক্যানেল থেকে মোট ৬ হাজার কিউসেক হারে জল ছাড়া শুরু হয়েছে। পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান সহ, বাঁকুড়া, হাওড়া ও হুগলি জেলায় আমন চাষ অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে। বাঁকুড়া জেলা তো বটেই বৃষ্টির অভাবে পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলারও বিস্তীর্ণ কৃষি জমি এখনও অনাবাদী রয়ে গেছে। এই পরিস্থিতিতে সম্প্রতি ডিভিসির মাইথন ও পাঞ্চে জলাধার থেকে জল ছাড়ার সিদ্ধান্ত হয়। সেই মত ওই দুই জলাধার থেকে জল পেয়েই দুর্গাপুর ব্যারেজ থেকেও জল ছাড়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়। সেই অনুযায়ী শনিবার সকাল ৬ টা থেকে দুর্গাপুর ব্যারেজের ২ পাশে থাকা সেচ খাল দিয়ে জল ছাড়া শুরু হয়। জানা গেছে, প্রাথমিক ভাবে ৬০০০ কিউসেক হারে জল ছাড়া হয়েছে রাইট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেল ও লেফট ব্যাঙ্ক মেইন ক্যানেলে। আপাতত ১২ থেকে ১৫ দিন ধরে এই পরিমান জল ছাড়া হবে বলে জানিয়েছে ডিভিসি কর্তৃপক্ষ। তবে দামোদরের আপার ভ্যালিতে বৃষ্টি হলে সমস্যা নেই। আর তা নাহলে মাইথন বা পাঞ্চে জলাধারে যে পরিমাণ জল রয়েছে তা থেকে আর জল ছাড়া সম্ভব হবে না। আপাতত ১ লক্ষ ৩০ হাজার একর ফুট জল দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ডিভিসি। এই জল ছাড়ার পর বড়জোড়ার বিধায়ক অলক মুখার্জি বলেন, এবছর বৃষ্টির পরিমাণ অত্যন্ত কম। মুখ্যমন্ত্রী ডিভিসির কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ জল দেওয়ার আবেদন করতেই তারা জল ছেড়েছে। এর ফলে বাঁকুড়ার বড়জোড়া, সোনামুখী ও পাত্রসায়ের ব্লকের একাংশের চাষিরা উপকৃত হবেন। পাশাপাশি পূর্ব বর্ধমান, হুগলি ও হাওড়া জেলায় আমন চাষ গতি পাবে বলে তিনি মনে করেন। ডিভিসির জল পেয়ে আশাবাদী সব পক্ষই।

বালি পৌরসভার ফাইন্যান্স অফিসারকে 'হুমকি'র অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাওড়া সদরের মহকুমা শাসক তথা বালির পৌর প্রশাসক

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ জুলাই ঃ বালি পৌরসভার ফাইন্যান্স অফিসারকে 'হুমকি'র অভিযোগ অস্বীকার করেছেন হাওড়া সদরের মহকুমা শাসক তথা বালির পৌর প্রশাসক। সামাজিক মাধ্যমে 'ভাইরাল' হওয়া একটি ভিডিও শনিবার সংবাদমাধ্যমে প্রচারিত হয়। যদিও সেই 'ভাইরাল' হওয়া ভিডিও'র সত্যতা যাচাই করেনি সংবাদমাধ্যম। সম্প্রতি দক্ষিণ দিনাজপুরে ট্রান্সফার হওয়া বালির ওই ফাইন্যান্স অফিসারের অভিযোগ, তাঁকে হুমকি দেওয়া হয়েছিল। এর প্রমাণ তাঁর কাছে আছে। তিনি আরও বলেন, এসডিও আমাকে ওনার চেম্বারে ডেকেছিলেন। সেখানে আমি গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিকরা গিয়েছিলেন। সেখানে আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। অত্যন্ত কঠোর ভাষায় উনি সেদিন আমার সঙ্গে কথা বলেন। আমাকে হুমকি দেওয়া হয়। ওই সময় আমার নিজেকে অসহায় বলে মনে হচ্ছিল। আমি যেরকম লড়ছি লড়াই চালিয়ে যাব। কর্মজীবনে যতদিন আমার চাকরি রয়েছে ততদিন অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছি, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলেছি। যতই হুমকি দিক আমি অন্যায়ের প্রতিবাদ চালিয়ে যাব। অন্যদিকে, এই নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি হাওড়া সদরের এসডিও। তিনি হুমকির অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ওই ফাইন্যান্স অফিসারের আরও দাবি, তাঁর কার্যকালে যে সমস্ত ফাইল তাঁর কাছে এসেছিল তার মধ্যে বেশিরভাগ ফাইলের ক্ষেত্রেই ফিনান্সের অর্ডার ভায়োলেট করা হয়েছিল। ১ লাখ টাকার উপরের কাজের ক্ষেত্রে সরকারি নিয়ম অনুসারে টেন্ডার বাধ্যতামূলক। কিন্তু টেন্ডার ছাড়াই এক্সটেন্ডেড করে একই এজেন্সিকে সেখানে কাজ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে। বারে বারে এমন কাজ হয়েছে। তাঁকে বারবার চাপ দেওয়া হয় ওই সমস্ত অর্ডার ভায়োলেট করা বিলগুলো যাতে ছাড়া হয়। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী এই অর্ডার এক্সটেন্ড করা যায় না। একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্য এস্টিমেট যখন স্থির হয়ে যাবে আবার পুনরায় যখন কাজ শুরু হবে নতুন করে টেন্ডার করতে হবে। এটাই সরকারের নিয়ম। কিন্তু নতুন করে টেন্ডার না করে বছরের পর বছর ধরে ওরা একই এজেন্সিকে বারে বারে কাজ পাইয়ে দিয়ে এসেছে। তারই প্রতিবাদ করেছিলাম।

কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রমূর্তি ঘিরে বিতর্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ জুলাই ঃ কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রমূর্তি ঘিরে বিতর্ক। 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' শান্তিনিকেতনের বাফার জোনে প্রায় ১৫ ফুটের রবীন্দ্রমূর্তি বসিয়েছিল বোলপুর পৌরসভা। যা নিয়ে ঘোর আপত্তি তোলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। বিশ্বভারতীর যুক্তি, ব্রহ্ম আশ্রম হিসাবে পরিচিত শান্তিনিকেতন, এখানে মূর্তিপুজো হয় না। স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন মূর্তি নেই প্রকাশ্যে। সেখানে কিভাবে রাজ্য সরকার বাফার জোনে রবীন্দ্রমূর্তি বসায়। বিশ্বভারতীর আপত্তিতে বিতর্ক হতেই তড়িঘড়ি বিশেষ কারন দিয়ে মূর্তি উন্মোচন বন্ধ করে দিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। এই মূর্তি উন্মোচনের কথা ছিল রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর। বোলপুর পৌরসভার চেয়ারপার্সন পর্ণা ঘোষ বলেন, ওখানে আগে একটি ছোট রবীন্দ্রমূর্তি ছিল। এটা বড় করে করা হয়েছিল মাত্র। তবে বিশেষ কারনে আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য এই মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠান বাতিল করলাম। পরবর্তীতে দেখা যাবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে এখানে নিরাকার ব্রহ্ম উপাসনা শুরু করেছিলেন। পরবর্তীতে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দেশের আর পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতীর সংস্কৃতি, পঠন-পাঠন পদ্ধতি। তাই ২০২৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ইউনেস্কো বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয়। সদ্য ইউনেস্কোর সদস্যরা বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের সীমানা চিহ্নিত করেন। কিন্তু, দেখা গেল বিশ্বভারতী লাগোয়া কবিগুরু মার্কেটে প্রায় ১৫ ফুটের একটি রবীন্দ্রমূর্তি বসিয়েছে রাজ্য সরকারের বোলপুর পৌরসভা। এই কবিগুরু মার্কেট নিয়েও আপত্তি আছে বিশ্বভারতী। বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া এই মার্কেটে প্রায় ৫০ টি দোকান রয়েছে। আর এতে নষ্ট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ শান্তিনিকেতনের সৌন্দর্যায়ন। যা নিয়ে ৭ জুলাই বীরভূম জেল শাসককে চিঠি দিয়েছিল বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। তবে রবীন্দ্রমূর্তি নিয়ে বিশ্বভারতীর আপত্তি, ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের বাফার জোনের ১০০ মিটারের কোর এড়িয়ার মধ্যে কিভাবে রবীন্দ্রমূর্তি বসায় রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, বিশ্বভারতীতে প্রকাশ্যে স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন মূর্তি নেই। কারন শান্তিনিকেতন আশ্রম মূর্তিপুজো বা ব্যক্তিপুজোর বিরুদ্ধে। ওয়ার্ল্ড হেরিটেজের বাফার জোনে রবীন্দ্রমূর্তি বসানোয় বিশ্বভারতীর আপত্তিতে বিতর্ক তৈরি হয়। বিতর্ক সামাল দিতে তড়িঘড়ি মূর্তি উন্মোচনের অনুষ্ঠান বাতিল করল বোলপুর পৌরসভা। উল্লেখ্য, ২৮ জুলাই এই রবীন্দ্রমূর্তি উন্মোচন করার কথা ছিল রাজ্যের ক্ষুদ্র-মাঝারি ও কুটির শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহের। সেই অনুযায়ী অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র ছাপিয়ে বিলি করেছিল বোলপুর পৌরসভা। সেই অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। কারন, এর আগেও কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষর সঙ্গে রাজ্য সরকারের সংঘর্ষ চরমে পৌঁছাতে দেখা গিয়েছে। বিশ্বভারতী জমি দখল করে মার্কেট, কখনও তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐতিহ্যেবাহী পৌষমেলা, বসন্তোৎসব বাতিল ঘিরেও সংঘাত দেখা গিয়েছিল। ফের সেই সংঘর্ষ এড়াতেই তড়িঘড়ি রবীন্দ্রমূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠান বাতিল করল রাজ্য সরকার। বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত কর্মসচিব অশোক মাহাতো বলেন, শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী মূর্তিপুজো ও ব্যক্তিপুজোর বিরোধী। এখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বা বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কোন মূর্তি প্রকাশ্য স্থানে নেই। আর এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ বাফার জোনের ১০০ মিটারের কোর এড়িয়ার মধ্যে। কিভাবে মূর্তি বসে। যদিও, প্রথমে কবিগুরু মার্কেট কমিটির সভাপতি আমিনূল হুদা বলেন, আমরা রাজ্য সরকারের জায়গায় রবীন্দ্রনাথকে সম্মান জানাতে মূর্তি বসিয়েছি।

উত্তরপাড়া থানার পুলিশের জালে ধৃত ২ জন জলের মিটার চোর

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৭ জুলাই ঃ একের পর এক চুরি উত্তরপাড়ায়। সম্প্রতি আবার গৃহস্থের জলের মিটার চুরি হয়েছিল বলে খবর এসেছিল। এবার সেই চুরিরই কিনারা করল উত্তরপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের জালে ধৃত ২ জন। বস্তুত, ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে ধানকল গলি এলাকায় পুরসভার পক্ষ থেকে গৃহস্থের বাড়িতে দেওয়া জলের মিটার চুরি হয়। সেই চুরির ভিডিও ভাইরাল হয় সোশ্যাল মিডিয়ায়। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। এই নিয়ে উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব পুলিশকে বিশেষ নজর দিতে বলেন। অভিযোগ পেয়ে সিসি ক্যামেরার সূত্র ধরে ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই উত্তরপাড়া মাখলা থেকে দুই যুবককে গ্রেফতার করে পুলিশ। উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি চুরি যাওয়া জলের মিটার। উত্তরপাড়ায় একাধিক চুরির ঘটনায় এর আগে দু'জনকে বীরভূম থেকে গ্রেফতার করেছিল। সোনার গহনা উদ্ধার করেছিল পুলিশ। এই বিষয় স্থানীয়রা জানান, তাদের প্রশাসনের উপর আস্থা আছে। পুলিশ চেষ্টা করলেই উত্তরপাড়া শহর অপরাধ মুক্ত হবে। উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান জানান, পুলিশ আমাদের আশ্বাস দিয়েছিল যে দ্রুত অপরাধী ধরা পড়বে সেটাই হয়েছে।

উত্তর পূর্ব রেল লালকুয়ান-হাওড়া-লালকুয়ান গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের সময়কাল বাড়িয়েছে

গোরখপুর, ২৭ জুলাই ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন প্রতি বৃহস্পতিবার লালকুয়ান থেকে ০৫০৬০০৫০৫৯ লালকুয়ান-হাওড়া-লালকুয়ান গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের সময়কাল বাড়িয়েছে ২০২৪ পর্যন্ত এবং হাওড়া থেকে ২ থেকে ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার, ০৫টি ভ্রমণের জন্য নিম্নরূপ করা হবে।০৫০৬০ লালকুয়ান-হাওড়া গ্রীষ্মকালীন স্পেশাল ট্রেন লালকুয়ান থেকে ১৩.৩৫ ঘটিকায়, ভজিপুরা থেকে ১৫.১০ টায়, পিলিভীত থেকে ১৭.০৫ টায়, ময়লানি থেকে ১৮.৫৫ টায়, লখিমপুর থেকে ১৯.৪২ টায়, ১৯.৪২ টায় ৫ ঘন্টা, গোন্ডা থেকে ২৩.২৫ ঘটিকায়, দ্বিতীয় দিন বস্তি থেকে ০০.৫৫ টায়, খলিলাবাদ থেকে ০১.৩৫ টায়, গোরক্ষপুর থেকে ০২.১৫ টায়, কাপ্তানগঞ্জ থেকে ০৩.০২ টায়, পাদরাউনা থেকে ০৪.০২ মিনিটে, ৫০.৫ টায়, ৫২ মিনিটে, ০৬.৫৫ টায় সিওয়ান, ০৮.০৫ টায় ছাপরা, ০৯.১৫ টায় হাজিপুর, ১০.১০ টায় মুজাফফরপুর, ১১.১৭ টায় সমস্তিপুর, বারাউনি জং। হাওড়া থেকে ১২.৩৫ টায়, কিউল থেকে ১৪.৩৭ টায়, জাসিডিহ থেকে ১৫.৩২ টায়, আসানসোল থেকে ১৭.০৫ টায়, দুর্গাপুর থেকে ১৭.৩৭ টায়, বর্ধমান থেকে ১৮.৫২ টায় এবং ব্যান্ডেল থেকে ০২ টায় ছাড়ে।

শিলিগুড়িতে নেশাজাতীয় ইনজেকশনসহ গ্রেফতার ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৭ জুলাই ঃ শনিবার বিকেলে বিপুল পরিমাণ নেশাজাতীয় ইনজেকশনসহ এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম রাজা দাস। তিনি মাটিগাড়ার নতুন রাঙ্গিয়ার বাসিন্দা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। অভিযুক্তকে নকশালবাড়ির খেমচি সংলগ্ন এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আসামিদের কাছ থেকে ১৮৪টি নেশাজাতীয় ইনজেকশন ও তিনটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। অভিযুক্তরা মাটিগাড়া থেকে নকশালবাড়িতে নেশাজাতীয় ইনজেকশন বিক্রি করতে এসেছিল। অভিযুক্তকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

দুর্গাপুরে ধৃত শাসকদলের ঘনিষ্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কর্ণধার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ২৭ জুলাই ঃ বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠানের ইভেন্টের কাজ করার নামে আর্থিক প্রতারণার অভিযোগ। এখানেই শেষ নয়, আগাম নেওয়া টাকা ফেরত না দিয়ে, উল্টে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ। তবে শেষরক্ষা হয়নি। প্রায় পাঁচ মাস পর পুলিশের জালে ধরা পড়ল শাসকদল ঘনিষ্ট ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের ওই কর্ণধার। ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার বিধাননগরে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃত ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টের কর্ণধারের নাম সুরজিত বর্ধন। দুর্গাপুর থানার ধান্ডাবাগের সুকান্ত পল্লীর বাসিন্দা। শুক্রবার তাকে দুর্গাপুর নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ গ্রেফতার করে। শনিবার তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে, বিচারক দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনার অভিযোগে জানা গেছে, দুর্গাপুর বিধাননগরের বাসিন্দা রাজু দে নামে এক ব্যাক্তি মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানের ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টর জন্য সুরজি বর্ধনকে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা আগাম দেয়। চুক্তি ছিল বিয়ের অনুষ্ঠান ঠিকমতো পরিচালনা করবে। অভিযোগ, বিয়ের সাতদিন আগে পর্যন্ত অনুষ্ঠানের আয়োজন কিছু না করায় সন্দেহ হয় গৃহকর্তার। তখন সুরজিতবাবু তাকে কাজটি করতে পারবে না বলে জবাব দেন। এখানেই শেষ নয়, অভিযোগ আগাম নেওয়া টাকা ফেরত চাওয়ায় দিতে অস্বীকার করে। এবং রীতিমতো নানাভাবে হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। শেষপর্যন্ত গত ৭ মার্চ রাজুবাবু নিউটাউনশিপ থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রতারণাার মামলা দায়ের করেন। ঘটনার পর সুরজিত গা ঢাকা দেয়। জানা গেছে, সুরজি বর্ধন বিভিন্ন জেলায় সামাজিক অনুষ্ঠান পরিচালনার কাজ করতেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন পোষ্ট অনুযায়ী, তিনি রাজ্যের শাসকদলের নেতা মন্ত্রীদের সঙ্গে ভালই ঘনিষ্টতা ছিল। বিজেপির দুর্গাপুর- বর্ধমান সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, রাজ্যের যত চিটিংবাজ, মাফিয়া, চোর সবই তৃণমূল ঘনিষ্ট। সেই প্রভাব খাটিয়েই এধরনের প্রতারণা, হুমকি দিত। ওই প্রভাবের জেরে প্রায় ৫ মাস ধরে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করারও সাহস পায়নি। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে আদালতে নিজ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। তদন্ত চলছে।

মৃত্যু ব্যক্তির

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৭ জুলাই ঃ শনিবার আনুমানিক সকাল সাতটা নাগাদ নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের নওয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সালিসান্ডা গ্রামে মালগাড়ি ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হলো এক খেতমজুরের। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মৃত ওই খেত মজুরের নাম মানোয়ার শেখ। বাড়ি সালিসান্ডা গ্রামে। সকালে চাষের কাজে লোহাপুর আজিমগঞ্জ রেল লাইনের ধার দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই মালগাড়ি চলে আসায় ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। এলাকাবাসীরা গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যায় । হাসপাতালে চিকিৎসারত অবস্থায় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মৃত্যু হয় বলে জানা যায়। পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

DALDALI GRAM PANCHAYAT
Vill+PO-Daldali, PS-Hura, Dist-Purulia

Sealed Quotation and Tender are invited from experienced and resourceful bidders for execution of different works. NIQ No-01/DGP/2024-25 & NIQ- 05/DGP/2024-25. Last Date of received quotation-02.08.2024, NIQ- 02/DGP/2024-25 & NIQ-06/DGP/2024-25. Last date of received quotation- 03.08.2024. NIQ-03/DGP/2024-25 & NIQ-07/DGP/2024-25. Last date of received quotation-04.08.2024. NIQ-04/DGP 2024-25. Last date of received quotation-05.08.2024. NIT-02/DGP/2024-25. Last Date of dropping Tender form on 04.08.2024 up to 12.00 PM. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Daldali Gram Panchayat

সূর্য দ্রুতই অস্ত যাবে! পার্মানেন্ট ক্যাপ্টেন শুভমন গিল মনে করছেন স্টাইরিস

ওয়েলিংটন, ২৭ জুলাইঃ ভারতীয় ক্রিকেটের প্রিন্স নামে পরিচিতি পেয়েছেন শুভমন গিল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সাদা বলের সিরিজে তাঁকে সহ-অধিনায়ক করার পর থেকে ক্রিকেট মহল বলছে, ভারতের ভবিষ্যতের ক্যাপ্টেন শুভমন গিল। ভারতীয় বোর্ড, টিম ম্যানেজমেন্ট ভবিষ্যতের কথা ভেবেই হয়তো শুভমন গিলকে ভাইস ক্যাপ্টেন্সির দায়িত্ব দিয়েছে। এদিকে নির্বাচক প্রধান পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, সূর্যকুমার যাদবকে একমাত্র টি-২০ টিমেই ভাবা হচ্ছে। টেস্ট ও ওডিআইতে ভারতের নেতা থাকছেন রোহিত শর্মাই। তাঁর পর কে হবেন ভারতের তিন ফর্ম্যাটের ক্যাপ্টেন? এই নিয়ে চর্চা চলছে। এরই মাঝে নিউজিল্যান্ডের এক প্রাক্তন অলরাউন্ডার বলে দিলেন, তিনি মনে করেন ভারতীয় টিমের অল্প সময়ের ক্যাপ্টেন সূর্যকুমার। আর শুভমনই টিম ইন্ডিয়ার ভবিষ্যতের অধিনায়ক। প্রাক্তন কিউয়ি অলরাউন্ডার স্কট স্টাইরিস এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন, তাঁর মনে হয় সূর্যকুমার যাদবকে ট্রানজিশনাল ক্যাপ্টেন করা হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি জানান, শুভমনকে ভারতের সহ-অধিনায়ক করায় তাঁর কোনও সমস্যা নেই। বরং তিনি মনে করেন, শুভমনের এখনও অনেক কিছু শেখা বাকি। তিনি বলেছেন, ''সহ-অধিনায়ক হলেন এমন একজন, যিনি নেতৃত্ব দেওয়া শিখছেন। এবং শিখছেন কী ভাবে একটা ক্রিকেট টিমকে পরিচালনা করা যায়। শুভমন গিল সহ-অধিনায়ক হওয়ায় আমার কোনও সমস্যা নেই। ও আইপিএলেও

নেতৃত্ব দিয়েছে।'' সূর্য শীঘ্রই যাবে অস্তাচলে! এমন ভাবনাই আসছে কিউয়ি কিংবদন্তির মনে। স্কট বলেন, ''হার্দিক পান্ডিয়াকে ক্যাপ্টেন করা হল না। এক এক করে সিনিয়ররা অবসর নেবে। তাই হয়তো গৌতম গম্ভীর এখন সূর্যকুমার যাদবকে টেম্পোরারি ক্যাপ্টেন করেছে হয়তো এক কী দু'বছরের জন্য। তারপর হয়তো গিলই হবে ভারতের পরবর্তী ক্যাপ্টেন।'' কিউয়ি প্রাক্তন তারকার মতে, শুভমন গিলের আরও উন্নতির প্রয়োজন। ক্যাপ্টেন হতে গেলে কী করতে হবে, সেটাও গিলকে রপ্ত করতে হবে, এমনটাই মনে করেন স্কট। শুভমন নিজেও জানেন, ভবিষ্যত সম্ভবনা। তবে কিউয়ি প্রাক্তন ক্রিকেটার স্কট স্টাইরিস বলছেন, ''শুভমন গিলের এখন উচিত ক্রিকেটে মনোযোগ দেওয়া। তোমার উপর ভবিষ্যতে আমাদের নজর থাকবে।''

মাত্র ১.২ পয়েন্টের জন্য শুটিং থেকে প্রথম দিন ভারতের পদকের স্বপ্ন জলে

প্যারিস, ২৭ জুলাইঃ বন্যেরা বনে সুন্দর, ভারতীয় শুটাররা বিশ্বকাপে। অলিম্পিক শুরুর আগেই আলোচনা চলছিল, ভারতীয় শুটিংয়ে যাবতীয় সাফল্য শুধু বিশ্বকাপের জন্যই তোলা থাকে। যখনই টিভিতে সম্প্রচার হয় কোনও শুটিং ইভেন্ট, দেখা যায় ভারতীয়রা চরম ব্যর্থ। ২০০৮ সালে বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রা নামের এক ছেলে ব্যক্তিগত ইভেন্টে প্রথম বার সোনা এনে চমকে দিয়েছিলেন। ১০ মিটার এয়ার রাইফেল কী, ভারত বুঝতে শিখেছিল। বিন্দ্রার উত্থান যে হঠাৎ করে হয়নি ২০১২ সালের লন্ডন অলিম্পিকে মিলেছিল তার প্রমাণ। বিজয় কুমার রুপো, গগন নারাং ব্রোঞ্জ এনে ভারতীয় শুটিংয়ের সোনালি যুগের সূচনা করেছিলেন। কষ্টের হল সেই শুরু, সেই শেষ। ২০১৬-তে রিও, ২০২০-তে টোকিও, চরম প্রত্যাশা থাকলেও নতুন প্রজন্মের শুটাররা সে সব পূরণে ব্যর্থ। চার বছর পরে সেই খেলা কতটা ঘুরছে, দেখার অপেক্ষায় সারা দেশ। এবং প্রথম দিনই প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের হাতে পেন্সিলটুকুও নেই। ১০ মিটার

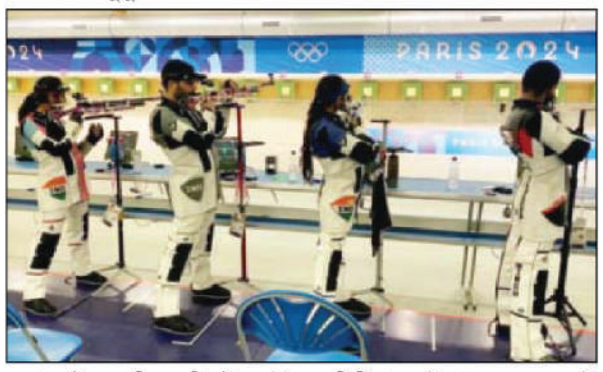

এয়ার রাইফেল মিক্সড টিম ইভেন্টে ভারতের চার ছেলে-মেয়ে পদকের ধারে কাছে পৌঁছতে পারলেন না। টোকিও অলিম্পিক ভারতীয় খেলাধূলার ইতিহাসে টার্নিং পয়েন্ট বলে ধরা হয়। সাত-সাতটা পদকের পাশাপাশি অলিম্পিকে প্রথমদিনই দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন মীরাবাঈ চানু। ভারোত্তোলনে রুপো দিয়েছিলেন দেশকে। এবং তাঁর হাতেই শুভ সূচনা হয়েছিল ভারতের পদক প্রাপ্তির। গত রাতে অলিম্পিকের উদ্বোধন হয়েছে। সেই অর্থে আজ থেকেই শুরু হয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। কিন্তু প্রথম দিন পদকের খাতায় শুধুই শূন্যতা। রমিতা-অর্জুন শেষ করলেন ৬ নম্বরে। দু'জনের পয়েন্ট ৬২৮.৭। মাত্র ১.২ পয়েন্টের জন্য সেরা চারে ঢুকতে পারলেন না। তার দায় খানিকটা হলেও অর্জুনকে নিতে হবে। শেষ সিরিজে অর্জুন খারাপ পারফর্ম করেছেন। তুলনায় শুরু থেকেই রমিতা টেনেছেন টিমকে। এলাভেনিল ও সন্দীপ ১২তম স্থানে শেষ করলেন। তাঁদের পয়েন্ট ৬২৬.৩। এদিন অলিম্পিকের শুটিং রেঞ্জ থেকে এল আরও এক খারাপ খবর। পুরুষদের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডে বিরাট আশা জাগিয়েছিলেন সরবজোৎ সিং। অল্পের জন্য তিনি পরের রাউন্ডে উঠতে পারলেন না। ৬ সিরিজ শেষে মোট ৫৭৭ (১৬X) পয়েন্টে শেষ করেন সরবজোৎ। যার ফলে তিনি নয়ে শেষ করেন। এই ইভেন্টে সরবজোতের পাশাপাশি নেমেছিলেন অর্জুন সিং চিমা। তিনি ১৮ নম্বরে শেষ করেন। ফলে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল পুরুষদের ব্যক্তিগত বিভাগ থেকেও পদকের স্বপ্ন ভাঙল ভারতের।

শুটিংয়ের ফাইনালে উঠলেন মনু ভাকের

অলিম্পিক্সে প্রথম পদকের স্বপ্ন ভারতের

প্যারিস, ২৭ জুলাইঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে সম্ভাব্য পদকজয়ীদের তালিকায় উপরের দিকে নাম ছিল মনু ভাকেরের। তিনি নিরাশ করেননি। প্যারিস অলিম্পিক্সের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টের ব্যক্তিগত ইভেন্টে খেলতে নেমে তৃতীয় স্থানে শেষ করলেন তিনি। সঙ্গে প্রবেশ করলেন ফাইনালে। তবে এই ইভেন্টে অপর ভারতীয় রিদিম সাঙ্গওয়াল ফাইনালে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মনু ভাকের ইভেন্টে খেলতে নেমে তৃতীয় স্থানে শেষ করেন। তাঁর পয়েন্ট ৫৮০। রিদিম সাঙ্গওয়াল শেষ করেন ১৫তম স্থানে। তাঁর পয়েন্ট ৫৭৩। শীর্ষে থেকে শেষ করেন ২০২০ সালে টোকিও অলিম্পিক্সে রুপো জেতা অ্যান্তোয়ানেতা কোস্তাদিনোভা। পুরো কোয়ালিফিকেশন রাউন্ডের শুরু থেকে মনু ভাকেরের দাপট ছিল। তিনি ৯৭-এ চারটে স্কোর করেন, ৯৭-এর একটি স্কোর ও ৯৬-এর দুটো স্কোর করেন। এরসঙ্গে তিনি শেষ করেন তৃতীয় স্থানে। রবিবার অর্থাৎ, ২৮ জুলাই তিনি নামেন ফাইনালে। দুপুর সাড়ে তিনটে থেকে শুরু হবে মনু ভাকেরের পদক জয়ের ম্যাচ। ২৩ বছর বয়সি মনু ভাকের টোকিও অলিম্পিক্সে ব্যর্থ হন। তাঁর পিস্তলের সমস্যার জন্য তিনি লড়তে পারেননি। এবার তিনি অবশ্য সেইগুলো কাটিয়ে নামছেন। এয়ার পিস্তল ইভেন্টে মিক্সড ইভেন্টে ভারতের ব্যর্থতার পর এখন মনু ভকতের দিকে তাকিয়ে দেশবাসী। তবে তাঁর লড়াইটা সহজ হবে না। কারণ তাঁকে লড়তে হবে ভেরোনিকা মেজর এবং ইয়ে জিনের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে রিদিম সাঙ্গওয়ানের ছিটকে যাওয়াটা ধাক্কার ভারতের কাছে। এখন মনু ভাকের একমাত্র ভরসা। মেয়েদের কোয়ালিফাই রাউন্ডে মনু ভাকের ফাইনালে প্রবেশ করলেও ব্যর্থ হন ছেলেরা।

রিজার্ভ দল নিয়েই ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচে জয় কষ্টার্জিত মোহনবাগানের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ জুলাইঃ কলকাতা লিগের ব্যর্থতা ডুরান্ডে ঘোচাল মোহনবাগান। ডুরান্ড কাপের অভিযানে কাশ্মীরের ডাউনটাউন হিরোস এফসিকে ১-০ গোলে হারাল গত বারের চ্যাম্পিয়নরা। জয় পেতে বেশ বেগ পেতে হল বাস্তব রায়ের ছেলেদের। ডুরান্ডের প্রথম ম্যাচের জন্য কোনও রকমে ১৫ জনের স্কোয়াড নিয়ে যুবভারতীতে খেলতে আসে মোহনবাগান। ছন্নছাড়া প্রথমার্ধ। দ্বিতীয়ার্ধেও মিস পাসের বহর দুই দলের। কাশ্মীরের দল গোল ছাড়া সব কিছু করল। অন্যদিকে মোহনবাগানের সুহেল ভাট শুধু কাজের কাজ করলেন। ৭৩ মিনিটে নিজের ঘরের ক্লাবের বিরুদ্ধে গোল করে যান কাশ্মীর তনয়। আশিস রাইয়ের পাস থেকে গোল করে যান সুহেল। বাগান জার্সিতে অভিষেকেই ক্যাপ্টেন্সি করলেন টম অ্যালড্রেড। প্রথমার্ধে ডাউনটাউনের স্লটন, আসরার, বাসিতরা বাগান বক্সে অনেকবার হানা দিয়েও খেই হারিয়ে ফেললেন। কলকাতা লিগের যে কোনও দল এই ডাউনটাউনের থেকে অনেক ভালো ফুটবল খেলতে পারে। উদ্বোধনী ম্যাচে গ্যালারিতে মেরেকেটে হাজার পাঁচেক দর্শক দেখা গেল। এদিন ম্যাচে প্রথম মাঠে নামলেন অস্ট্রেলীয় ডিফেন্ডার টম। তিনি সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন। দীর্ঘ বিমানযাত্রার ক্লান্তির পরেও টম মাঠে নেমে পড়েন। বোঝাই গিয়েছে তিনি আদ্যন্ত পেশাদার ফুটবলার। মোহনবাগানের এই দলে সমঝোতার অভাব রয়েছে, সেটি প্রতিপদে বোঝা গিয়েছে। দলে মার্টিন্স, রাইয়ের মতো অভিজ্ঞরা থাকতেও গোল করে দলকে জেতালেন কাশ্মীরের তারকা সুহেল। তিনি হারালেন সেই কাশ্মীরের দলকেই। মোহনবাগান-ডাউনটাউনের ম্যাচ দেখে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ কার্লেস কুয়াদ্রাত। সহকারী দিমাস ডেলগাদোকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিপক্ষদের মেপে গেলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

রেল লাইনে হানার পর নতুন বিপত্তি প্যারিসে, নজিরবিহীন ভাবে পিছনো হল ইভেন্ট

প্যারিস, ২৭ জুলাইঃ একের পর এক বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে প্যারিস অলিম্পিককে। উদ্বোধনের আগে ফ্রান্সের গুরুত্বপূর্ণ রেল পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। দেশের একাধিক রেল লাইনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তাতে ব্যহত হয়েছিল রেল পরিষেবা। অনেক অ্যাথলিটই আটকে গিয়েছিলেন ট্রেনে। প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধন সুষ্ঠুভাবে করা যাবে কিনা, তা নিয়েই উঠে গিয়েছিল প্রশ্ন। সে সব জটিলতা দ্রুত কাটিয়ে ফেলে আয়োজকরা। পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়েছে উদ্বোধন। কিন্তু তাতেও রক্ষে নেই আয়োজকদের। বরং নতুন বিপত্তিতে বেশ চাপে পড়ে গিয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। যার ঠেলায় নজিরবিহীন ভাবে পিছিয়ে দেওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট। অলিম্পিকে ইন্ডোর-আউটডোর সব ধরনের ইভেন্টই থাকে। ইন্ডোর ইভেন্ট নিয়ে সমস্যা নেই। কিন্তু কিছু আউটডোর ইভেন্ট সমস্যার মুখে পড়েছে। বিশেষ করে স্কেটবোর্ডিং ইভেন্ট। কারণ, গত রাত থেকে টানা বৃষ্টি পড়ছে প্যারিস এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায়। যে কারণে স্কেটবোর্ডিংয়ের ট্র্যাক ভিজে। ওই ভিজে ট্র্যাকে স্কেটবোর্ডের মতো ইভেন্ট আয়োজন করা বেশ ঝুঁকির। তাতে অ্যাথলিটদের চোটের আশঙ্কাও থাকতে পারে। সে কথা মাথায় রেখেই আয়োজকরা ২ দিন পিছিয়ে দিয়েছে এই ইভেন্ট। বিশ্ব স্কেট ফেডারেশনের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, 'ভিজে ট্র্যাক এবং টানা বৃষ্টির কারণে স্কেটবোর্ড ইভেন্ট ২ দিনের জন্য পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অংশগ্রহণকারী দেশের সঙ্গে আলোচনার পরই নেওয়া হয়েছে এই সিদ্ধান্ত। ২৯ জুলাই, সোমবার থেকে ইভেন্ট হবে।' পূর্বাভাস যা তাতে আগামী দিনেও বৃষ্টি হতে পারে। তখন কী হবে, তা অবশ্য জানা যায়নি। মোদ্দা কথা, এখন কিছুটা চাপেই পড়তে হয়েছে প্যারিস অলিম্পিকের আয়োজকদের।

অঙ্কিতা ভকত যেন আর্চারির রিঙ্কু সিং, রয়েছে তাঁদের স্পেশাল কানেকশন

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

একজনের ব্যাট ২২ গজে ঝড় তোলে। আর এক জনের তির করে লক্ষ্যভেদ। ক্রীড়া জগতের দু'টো মানুষকে নিয়ে কথা হচ্ছে। যাঁদের রয়েছে ছত্রে ছত্রে মিল। তাঁদের বয়স একই। তাঁদের পরিশ্রমও যেন একই। নানা বাধা বিপত্তি পেরিয়ে দু'জনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন। আপাতত এই দুই ক্রীড়াবিদ বিশ্বের দুই প্রান্তে রয়েছেন। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজ খেলতে সে দেশে গিয়েছেন ভারতের তারকা ক্রিকেটার রিঙ্কু সিং। আর অলিম্পিক খেলতে প্যারিসে ব্যস্ত রয়েছেন অঙ্কিতা ভকত। ক্রীড়ামহল এখন বলাবলি করছে অঙ্কিতা ভকত যেন আর্চারির রিঙ্কু সিং হয়ে উঠেছেন। কলকাতার সঙ্গে রিঙ্কু ও অঙ্কিতা দু'জনেরই বিশেষ যোগ রয়েছে। অঙ্কিতার তো বাড়ি সিঁথির মোড়ে। আর রিঙ্কু সিং যতই আলিগড়ের ছেলে হোন না কেন, কলকাতা যেন তাঁর দ্বিতীয় বাড়ি। কারণ, তিনি কলকাতা নাইট রাইডার্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। রিঙ্কু ও অঙ্কিতার শুধু কলকাতা কানেকশনেই শেষ নয়। দু'জনের বয়স ২৬। তাঁরা দু'জনই বাঁ-হাতি। ভারতের তরুণ তুর্কি রিঙ্কু বাঁ-হাতি ক্রিকেটার। আর অঙ্কিতা বাঁ-হাতি আর্চার। রিঙ্কু ও অঙ্কিতার গল্পও যেন কোথাও গিয়ে মিলেমিশে একাকার হয়েছে। দু'জনেরই অভাবের সংসার। রিঙ্কুর বাবা বাড়ি বাড়ি গ্যাসের সিলিন্ডার দিয়ে সংসার চালান। আর অঙ্কিতার বাবা শান্তনুর দুধের দোকান। তিনি বাড়ি বাড়ি দুধ পৌঁছে দেন। অত্যন্ত গরীব ঘর থেকে দু'জনেরই উঠে আসা। কার্যত কিছু না পাওয়া থেকে অনেক কষ্টে সাফল্যের মুখ দেখেছেন রিঙ্কু-অঙ্কিতারা। হানঝাউ এশিয়ান গেমসেও দু'জনের মধ্যে মিল পাওয়া গিয়েছিল। সেখানে একদিকে ভারতের হয়ে সোনা জিতেছিলেন রিঙ্কু সিং। অন্যদিকে সেই এশিয়াড থেকে খালি হাতে ফিরতে হয়নি অঙ্কিতাকে। আর্চারি টিম ইভেন্টে তিনি হানঝাউ থেকে ব্রোঞ্জ নিয়ে দেশে

ফিরেছিলেন। ২০১৫ সালে অঙ্কিতাকে বাংলা ছাড়তে হয়েছিল। বাংলার হয়ে তিনি সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সেই সময় যদি তিনি যদি বাংলা ছেড়ে ঝাড়খন্ডের হয়ে না খেলতেন, তা হলে হয়তো তাঁর প্যারিস অলিম্পিকেও খেলা হত না। এই প্রথম বার অলিম্পিকে নেমেছেন বাংলার মেয়ে। পদকের আশাও জাগাচ্ছেন তিনি। মেয়েদের টিম ইভেন্টে দীপিকা কুমারী, ভজন কৌরের সঙ্গে দিন দু'য়েক আগেই তিরন্দাজিতে নেমেছিলেন অঙ্কিতা। ভারতের তিন মেয়ের মধ্যেই তিনিই ছিলেন সবচেয়ে উজ্জ্বল। ১১ নম্বরে শেষ করেন তিনি। ভারতীয় টিম কোয়ার্টার ফাইনালের যোগ্যতা অর্জন করেছে। আর্চারি থেকে যদি অঙ্কিতার হাত ধরে পদক আসে দেশে তা হলে সারা ভারতবর্ষ মাথায় তুলে নেবে। ভারতের মেয়েরা আর্চারির কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠার পর অঙ্কিতা বলেন, ''আমরা কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছি। একটু অ্যাডভান্টেজ আছে ঠিকই। কিন্তু আমরা জানি প্রতিপক্ষ কঠিন হবে। আমাদের রিল্যাক্স করার জায়গা নেই। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে লড়াই তো একা একা হয়। কিন্তু আমরা তখনও নিজেদের মধ্যে কথা বলি। আমাদের মধ্যে কথা হয় সামনে যে প্রতিপক্ষ রয়েছে, তাঁর বিরুদ্ধে আমাদের কারও খেলার অভিজ্ঞতা আছে কিনা। এটাও আমাদের সকলের কাজে দেয়।''

প্যারিস অলিম্পিক্সে প্রথম সোনা জিতল চিন, শুটিংয়েই এল সাফল্য

প্যারিস, ২৭ জুলাইঃ প্যারিস অলিম্পিক্সে প্রথম সোনা জয় চিনের। শুটিংয়ে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল মিক্সড ইভেন্টে দলগত বিভাগে সোনা জিতেছেন চিনের শুটাররা। তাঁরা ফাইনালে হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার জুটিকে। এই ইভেন্টেই প্রাথমিক রাউন্ডে ব্যর্থ হয়েছিলেন ভারতীয় শুটাররা। মাত্র ১.২ পয়েন্টের জন্য শেষ চারে স্থান করে নিতে পারেননি ভারতের অর্জুন বাবুতা ও রমিতা জিন্দালরা। এই ইভেন্টের

বিশ্বরেকর্ড দখলে ছিল ভারতের। তাদের ব্যর্থতায় সকলেই অবাক। ফাইনালে শনিবার চিনের শুটাররা হারিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার জিহিউম কিউম-হাজুন পার্ক জুটিকে ১৬-১২ পয়েন্টে। চিনের শুটারদের মধ্যে ছিলেন লিহাও সেং-ইয়ুতিং হুয়াং জুটি। কোরিয়া রুপো ও কাজাখস্তান ব্রোঞ্জ পেয়েছে এই ইভেন্টে। এর আগে তৃতীয় স্থান নির্ধারণী খেলা কাজাখস্তানের সাতপায়েভ ইসলাম-লে আলেক্সান্দ্রা জুটি ১৭-৫ পয়েন্টে হারিয়েছেন জার্মানির ম্যাক্সিমিলিয়ান উলব্রিখ-আনা ইয়ানসেন জুটিকে।

ক্লাবকে না জানিয়ে দায়িত্ব ছাড়ার পথে একটি পদক্ষেপও নেবেন না গুয়ার্দিওলা

গত মরসুম শেষে পেপ গুয়ার্দিওলার কণ্ঠে ছিল ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে যাওয়ার ইঙ্গিত। নতুন মরসুমের আগে তার সুর কিছুটা ভিন্ন। চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর সম্ভাবনা তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তবে যখন ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেবেন, তখন শুরু থেকেই সবকিছু ক্লাব কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে রাখবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়ে রাখলেন কোচ।

ম্যানচেস্টার, ২৭ জুলাইঃ ম্যানচেস্টার সিটির কোচের দায়িত্বে আট বছর হয়ে গেছে গুয়ার্দিওলার। ক্যারিয়ারে সবচেয়ে লম্বা সময় কোচিং করালেন তিনি এখানেই। প্রাক্তন এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বার্সেলোনার কোচের দায়িত্বে ছিলেন চার বছর, বায়ার্ন মিউনিখে তিন বছর। অনন্য সব সাফল্যে সমৃদ্ধ তার এই ম্যানচেস্টার সিটি অধ্যায়। আট মরসুমের ছয়টিতেই লিগ শিরোপা জয়ের স্বাদ পেয়েছেন তিনি, সবশেষ চার মরসুমে জিতেছেন টানা। ক্লাবকে তিনি এনে দিয়েছেন প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ, প্রথম উয়েফা সুপার কাপ ও প্রথম ক্লাব বিশ্বকাপের শিরোপা। ট্রফি জিতেছেন আরও অনেকগুলো। ম্যানচেস্টার সিটিতে তার চুক্তির মেয়াদ আছে আর এক মরসুম। তার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা তাই গত মরসুমে নিয়মিতই উঠেছে। প্রিমিয়ার লিগ জয়ের পর তার কথায় এমন আভাস ছিল যে, হয়তো চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াবেন না। তবে নতুন মরসুমে প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি পর্বে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আগে ৫৩ বছর বয়সী কোচ ব্যাখ্যা দিলেন তার আগের সেই কথার। পাশাপাশি জানিয়ে রাখলেন, ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছেন তিনি। ''আমি জানি, অমন কথা বলার জন্য উপযুক্ত সময় হয়তো সেটি ছিল না, মাত্রই প্রিমিয়ার লিগ জিতেছি তখন আমরা। তবে যেটা বলতে

চাইছিলাম যে, আট বছর এখানে দায়িত্বে থেকেছি, আরও আট বছর নিশ্চিতভাবেই থাকব না। সেদিক থেকে বললে, দায়িত্ব চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ছেড়ে দেওয়ার কাছাকাছেই বেশি আছি। কিন্তু এটা বলিনি যে, আমি চলেই যাচ্ছি। যখন চলে যাব, সরাসরিই বলে দেব তা। কিন্তু এখনও সেরকম কিছু বলিনি। চুক্তি বাড়ানোর সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছি না। আমি স্রেফ নিশ্চিত হতে চাই, সময় হলে সঠিক সিদ্ধান্তটি যেন নিতে পারি, সেটি শুধু আমার জন্য নয়, ক্লাবের জন্যও।'' স্পেন, জার্মানি ও ইংল্যান্ড-তিন দেশেই ক্লাব কোচিংয়ে তার সাফল্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ। ক্লাব কোচিং থেকে বাড়তি কিছু তার পাওয়ার আছে আর সামান্যই। নানা সময়ে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, ভবিষ্যতে কোনো জাতীয় দলের দায়িত্ব নিতে চান। তবে ম্যানচেস্টার সিটি ছাড়ার আগে সেই ভাবনাকে প্রাধান্য দিতে চান না গুয়ার্দিওলা। ভবিষ্যৎ নিয়ে যে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি ক্লাবকে একটুও আঁধারে রাখবেন না বলে জানিয়ে দিলেন। ''এটা নিয়ে (জাতীয় দলের দায়িত্ব) নিয়ে এখনও ভাবিনি, কারণ (ম্যান সিটি) ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত এখনও নেইনি। যখন ঠিক করব যে, এখানে সময় শেষ, তখন ক্লাবের ক্রীড়া পরিচালকের সঙ্গে কথা বলব, ক্লাব চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহীর সঙ্গে কথা বলব। সেটিই হবে প্রথম কাজ। ক্লাবকে না জানিয়ে একটি পদক্ষেপও নেব না। তাদের প্রতি আমি প্রবলভাবে কৃতজ্ঞ। যখন সময় আসবে, তখন কথা বলব। কখন আসবে সেই সময়? এখনও জানি না। অমুক সময়ে করলে বা তমুক সময়ে করলে সবচেয়ে ভালো হবে, এমন কোনো ব্যাপার নেই। কে জানে, হয়তো কয়েক মাসের মধ্যেই বলতে পারি যে, চুক্তি বাড়াতে চাই! কাজেই এখন কিছুই জানি না।''

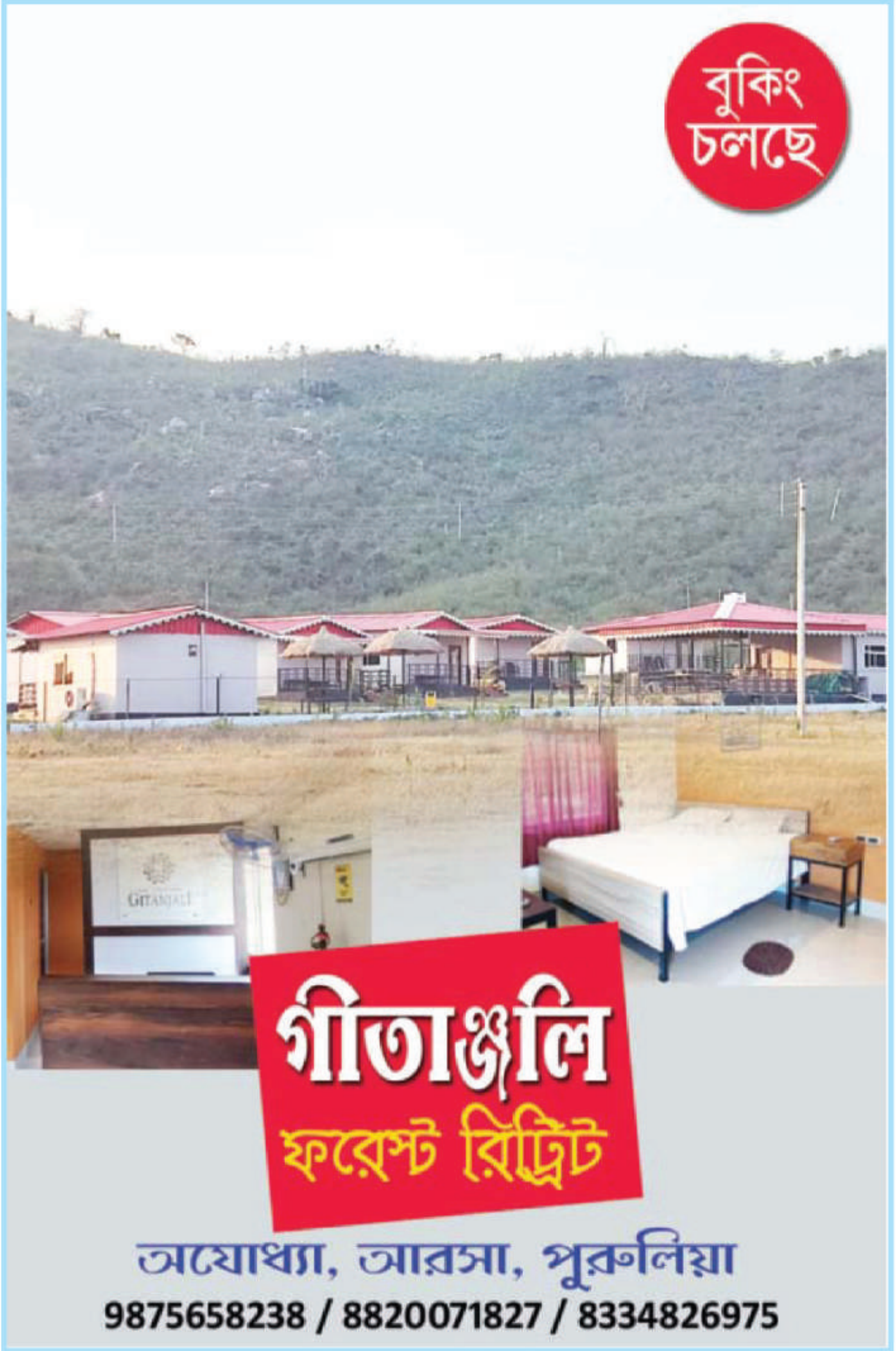

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com